Free @ www.e-ilm.weebly.com

ফারাইয বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল

ফারাইয বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল

সম্পাদনা পরিষদ
ইফাবা প্রকাশনা : ২৩৫৪/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ৩৪০.৫৯
ISBN : 984—06—1025-2
প্রথম প্রকাশ
মে ২০০৫
দ্বিতীয় সংস্করণ
মে ২০০৭
বৈশাখ ১৪১৪
রবিউস সানি ১৪২৮
মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান
প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮
প্রুফ সংশোধন
মোঃ আবদুল বারেক মল্লিক
প্রচ্ছদ ঃ গিয়াসউদ্দীন খসরু
কম্পিউটার কম্পোজ
মাহ্‌ফুজ কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২২৭১

মূল্য : ২০.০০ টাকা

FARAIZ BA UTTARADHIKAR SANKRANTA MASALA-MASAEL (Propositions of Inheritance): Compiled and edited by Editorial Board, published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Phone : 8128068 May 2007

E-Mail : Info@islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 20.00 ; US Dollar : 0.75

Free Courtesy www.e-ilm.weebly.com

সূচিপত্র

Free@pathagar.im.weebly.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইলমুল ফারাইয পরিচিতি	১১-২০
ফারাইযের সংজ্ঞা	১১
ফারাইয সম্পর্কিত কতিপয় পরিভাষা	১১
ইল্‌মুল ফারাইযের ফযীলত ও গুরুত্ব	১২
ফারাইযের বিধান প্রদানের ধারাবাহিকতা	১৩
ইসলামী উত্তরাধিকার নীতির বৈশিষ্ট্য	১৬
উত্তরাধিকার লাভের শর্তাবলী	১৭
মূরিসের মৃত্যু	১৭
ওয়ারিসের জীবিত থাকা	১৮
উত্তরাধিকার প্রাপ্তির সূত্র সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া	১৮
ত্যাজ্য সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি	১৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওয়ারিসদের বিবরণ	১৯-২৪
যাবিল ফুরূয	২১
আসাবার শ্রেণীবিভাগ	২২
আসাবা বি-নাফসিহী	২২
আসাবা বি-গায়রীহি	২৩
আসাবা মাআ গায়রীহি	২৩
আসাবা সাবাবিয়্যা	২৩
যাবিল আরহাম	২৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যাবিল ফুরূযের বিবরণ	২৫-৪১
পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনে ওয়ারিসদের ক্রমবিন্যাস	২৫
যাবিল ফুরূযের অংশসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	২৬

Free @www.s-im.weebly.com

পিতার অবস্থা ও অংশ ২৬
দাদার অবস্থা ও অংশ ২৭
মীরাসের বিধানে পিতা ও দাদার মধ্যকার পার্থক্য ২৭
স্বামীর অবস্থা ও অংশ ২৯
স্ত্রীর অবস্থা ও অংশ ২৯
কন্যার অবস্থা ও অংশ ৩০
পৌত্রীর অবস্থা ও অংশ ৩১
আপন বোনের অবস্থা ও অংশ ৩৫
উত্তরাধিকার পাওয়া হিসেবে বোনের মোট পাঁচ অবস্থা ৩৫
বৈমাত্রেয় বোনের অবস্থা ও অংশ ৩৬
বৈপিত্রেয় বোনের অবস্থা ও অংশ ৩৮
মায়ের অবস্থা ও তাঁর অংশ ৩৯
দাদী/নানীর অবস্থা ও অংশ ৪০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
আসাবার মীরাসের বিবরণ ৪২-৪৭

আসাবার মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদানের নীতি ৪২
অগ্রাধিকার হিসেবে আসাবার ক্রমবিন্যাস এক নজরে ৪৩
আসাবা-বি-নাফসিহীর উত্তরাধিকার ৪৪
আসাবা বি গায়রিহীর উত্তরাধিকার ৪৬
আসাবা মা'আ গায়রিহীর মীরাস ৪৬
পুত্রের বর্তমানে পৌত্র-পৌত্রীর উত্তরাধিকার ৪৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
হাজব তথা উত্তরাধিকারে প্রতিবন্ধক বিষয়সমূহ ৪৮-৫৬

হাজব নুক্সান ৪৮
হাজীব হিরমান ৪৯
মাওয়ানিউল ইরস বা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণসমূহ ৫০
মূরিসকে হত্যা করা ৫০
দীন ভিন্ন হওয়া ৫১
গোলাম হওয়া ৫২
মুরতাদের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে ৫২

গর্ভস্থ সন্তানের উত্তরাধিকারিত্ব ৫২
কাফিরের হাতে বন্দীদের উত্তরাধিকারিত্ব ৫৫
দুর্ঘটনায় একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে তাদের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে ৫৫
নপুংসকের উত্তরাধিকারিত্ব ৫৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যাবিল আরহাম ৫৭-৬১

যাবিল আরহামের উত্তরাধিকারের বিবরণ ৫৭
পুরুষের অংশ নারীর দ্বিগুণ কেন ? ৬০

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আওল রদ তাসহীহ ও মুনাসাখা ৬২-৭২

মূলরাশি ১২-এর ক্ষেত্রে আওল ৬৩
মূলরাশি ২৪-এর ক্ষেত্রে আওল ৬৪
রদ্দ প্রত্যর্পণ ও তাসহীহ ৬৪
রদ্দের প্রকারভেদ ৬৫
তামাসুল তাদাখুল তাওয়াফুক ও তাবায়ুন ৬৬
তাসহীহ ৬৬
দ্বিতীয় প্রকারের ৪টি নিয়ম নিম্নরূপ ৬৮
তাসহীহ-এর পরে প্রত্যেক শ্রেণীর অংশ নির্ণয় পদ্ধতি ৭০
তাখারুজ (উত্তরাধিকারিত্ব থেকে বের হয়ে যাওয়া) ৭১
মুনাসাখা (মীরাসী অংশ স্থানান্তরকরণ) ৭২

Free@ www.e-iqra.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মহাপরিচালকের কথা

ইসলাম মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। ইসলামের বিধি-বিধান পালনের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল সফলতা ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার মধ্যেই নিহিত। ইসলামী পয়গামের সর্বোচ্চ মাধ্যম হলো পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা)-এর সুন্নাহ। অতঃপর রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইজমা-কিয়াস তথা ইজতিহাদের ধারা। বস্তুত কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস এ চারটিই হলো শরীয়তের মৌল দলীল। ইসলামী ফিক্‌হর যাবতীয় বিধি-বিধান সম্পর্কিত ফয়সালা উপরিউক্ত দলীল চতুষ্টয়ের আলোকেই নির্ণীত হয়ে থাকে।

মুসলমান হিসাবে জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসাইল জানা সকলের জন্যই আবশ্যক। তা ছাড়া কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন দর্শন, মতবাদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বেশকিছু নতুন জিজ্ঞাসাও বর্তমান সমাজে উপস্থিত। সাধারণত ফিক্‌হবিদ আলিমগণ যুগে যুগে এ ধরনের নতুন সমস্যাবলীর সমাধান দিয়ে আসছেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ পর্যায়ে পড় ধরনের নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

এ প্রেক্ষিতেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 'জরুরী ফাতাওয়া ও মাসাইল' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। দেশের প্রখ্যাত উলামায়ে কিরাম ও ফকীহ্‌গণের সমন্বয়ে এই প্রকল্প কমিটি গঠিত হয়। ছয় খণ্ডে এই প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। পাঠক মহলে গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। সুধী পাঠক মহলের প্রত্যাশা অনুযায়ী বইটি পরে বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করে ছোট কলেবরে প্রকাশ করা হয়।

আশা করি পূর্বের মত এবারও বইটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে।

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Free @ www.e-iqra.weebly.com

প্রকাশকের কথা

Free http://www.e-ilm.weebly.com

একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে, ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান অনুসারে সম্পাদন করা আবশ্যক। তাই শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েল জানা থাকা প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই একান্ত জরুরী।

আল-কুরআন এবং কুরআনের ব্যাখ্যারূপ আল-হাদীসই মানব জাতির জীবন বিধান। সকল মানুষের পক্ষে শরীয়তের সকল বিধি-বিধান বোঝা ও সে অনুসারে জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়। রাসূলে আকরাম (সা)-এর জীবদ্দশায় শরীয়তের বিষয়ে কোন সমস্যা দেখা দিলে সাহাবায়ে কিরাম মহানবী (সা)-এর কাছ থেকে সরাসরি তা জেনে নিয়ে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করতেন।

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীদের যুগে কুরআন-হাদীস ও ইসলামী শরীয়ত বিষয়ে যাঁরা অধিকতর ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ছিলেন তাঁরাই মুসলমানদের জীবন-যাপনের অপরিহার্য প্রয়োজনে কুরআন-হাদীসের আলোকে শরীয়তের বিধি-বিধান ও ফাতাওয়া প্রদান করতেন। পরবর্তীতে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন বিশেষত ইমাম আযম আবূ হানীফা (র), ইমাম মালিক ইবন আনাস (র), ইমাম শাফিঈ (র) ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-সহ প্রসিদ্ধ কয়েকজন ইমাম ব্যাপক গবেষণা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দেন। তাঁদের এই অনন্যসাধারণ ইজতিহাদ কর্মের ফলে মুসলমানগণ জীবনের যেকোন সমস্যা ও জিজ্ঞাসার শরীয়তসম্মত সদুত্তর পাওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

শরীয়তের বিধি-বিধান সম্বলিত ফিক্‌হ ও মাসায়েলের প্রায় সব গ্রন্থই আরবী ভাষায় রচিত। কাজেই বাংলাভাষী মুসলমানদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক 'জরুরী ফাতাওয়া ও মাসাইল' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশবরেণ্য আলিমগণের সমন্বয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে 'ফাতাওয়া ও মাসাইল' শিরোনামে গবেষণা বিভাগ বৃহৎ কলেবরে ছয় খণ্ডে গ্রন্থটি প্রকাশ করে।

উল্লেখ্য, আমাদের উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলমানই হানাফী ফিক্‌হর অনুসারী। তাই এ গ্রন্থে হানাফী ফিক্‌হর অভিমতেরই প্রধানত আলোচনা করা

Free @ www.e-iqra.weebly.com

হয়েছে। কাজেই এ গ্রন্থের কোন কোন রায় অন্য ফিক্‌হর অনুসারীদের জন্য ক্ষেত্র-বিশেষে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। এ ধরনের মাসাইলের ক্ষেত্রে পাঠকগণের প্রতি নিজ ফিক্‌হর নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়ার গ্রন্থ দেখে নেয়ার অনুরোধ রইলো।

ব্যাপক চাহিদাসম্পন্ন এ বিশাল কর্মটিকে বিষয়ভিত্তিক করে ছোট ছোট কলেবরে প্রকাশের জন্য সুধী পাঠকবর্গের কাছ থেকে দীর্ঘদিন ধরে অনুরোধ আসায়, তাঁদের প্রত্যাশা পূরণার্থে পরে এটি ১৭টি বিষয়ে বিন্যস্ত করে প্রকাশ করা হয়।

আমরা আগ্রহী পাঠকগণের নিকট নতুনভাবে 'ফারাইয বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল' শিরোনামের বইটি প্রথমবার প্রকাশের পর অল্প কিছু দিনের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় পুনর্বার প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে জানাই অশেষ শুকরিয়া।

আল্লাহ আমাদের সকল শুভ প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইলমুল ফারাইয পরিচিতি

ফারাইযের সংজ্ঞা

ফারাইয শব্দটি ফারীযা (فريضة) শব্দের বহুবচন। ফারায (فرض) মূলধাতু হতে এর উৎপত্তি। ফারায অর্থ নির্ধারণ করা, চূড়ান্তরূপে স্থিরীকরণ, বর্ণনা করা ইত্যাদি। এরই থেকে কর্মবাচ্য বিশেষ্যের অর্থে 'ফারীযা' শব্দটি গঠিত হয়েছে। সুতরাং এর অর্থ হবে নির্ধারিত, চূড়ান্তরূপে স্থিরীকৃত ও বর্ণিত বিষয়। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, উম্‌দাতুল কারী ১১তম খণ্ড)

শরীয়তের পরিভাষায় ফারাইয বলা হয় ঐ সমস্ত বিধি-বিধানকে, যা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। এ জাতীয় বিধি-বিধান আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, লেন-দেন, আয়-ব্যয়, নৈতিকতা, সামাজিক আচার-আচরণ তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু আছে। তবে বিশেষভাবে ফারাইয বলতে ঐ সমস্ত বিধি-বিধানকে বুঝায়, যা মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত। ওয়ারিসদের জন্য নির্ধারিত অংশসমূহকেও ফারাইয বলা হয়। এ নামকরণের কারণ সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী (র) বলেন, যেহেতু মীরাসী সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের জন্য নির্ধারিত, পবিত্র কুরআনে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত এবং এমন চূড়ান্তরূপে স্থিরীকৃত যে, তাতে কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানোর সুযোগ নেই, তাই এর নাম ফারাইয।

ফারাইয সম্পর্কিত কতিপয় পরিভাষা

ক. মীরাস (ميراث) আভিধানিক অর্থ উত্তরাধিকারী হওয়া, এক ব্যক্তি হতে অন্য ব্যক্তির নিকট স্থাবর অস্থাবর কোন সম্পত্তি হস্তান্তরিত হওয়া। মৃতব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তিকেও মীরাস বলা হয়। তখন এর বহুবচন হয়ে থাকে মাওয়ারীস (مواريث) এ অর্থে মাওরূস (موروث) শব্দটিও ব্যবহৃত হয়।

খ. মূরিছ/মূওয়ারিছ (مورث موارث) এমন মৃতব্যক্তি যার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অন্য ব্যক্তি উত্তরাধিকার লাভের উপযুক্ত হয়।

গ. ওয়ারিস (وارث) যে ব্যক্তি মৃতব্যক্তির সম্পত্তিতে শরীয়তসম্মতভাবে উত্তরাধিকার লাভ করে।

ঘ. তারাকা (تركة) মানুষ তার মৃত্যুর পর যা কিছু রেখে যায় তাকে তারাকা বলে। এ অর্থে ইরস, তুরাস, মীরাস ও মাওরূস শব্দও ব্যবহৃত হয়। (আল মাওয়ারীস)

ইল্‌মুল ফারাইযের ফযীলত ও গুরুত্ব

ফারাইয ইসলামের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মীরাসের সমুদয় মাসআলাই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে সবিস্তারে বর্ণনা করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিভিন্ন হাদীসে ফারাইযের বর্ণনা ও ফযীলত তুলে ধরেছেন এবং তা শিক্ষা করার জন্য জোর তাকীদ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন ;

تَعَلَّمُوْا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ فَاِنِّى امْرُءٌ مَقْبُوْضٌ وَاِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهُرُ الْفِتَنُ حَتّٰى يَخْتَلِفَ الْاِثْنَانِ فِى الْفَرِيْضَةِ لَايَجِدَانِ مَنْ يَقْضِيْهَا -

তোমরা ফারাইয শেখ এবং মানুষকে শেখাও। কেননা আমাকে একদিন বিদায় নিয়ে যেতে হবে। সে দিন দূরে নয়, যখন ইল্‌ম তুলে নেওয়া হবে এবং নানা রকম ফিত্‌না দেখা দেবে। তখন অবস্থা এ পর্যন্ত পৌঁছবে যে, ফারাইয নিয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ দেখা দেবে। আর তারা এমন কাউকে পাবে না যে তার নিষ্পত্তি করবে। (তিরমিযী, মুস্‌তাদরাক ৪র্থ খণ্ড)

সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত একখানা হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

تَعَلَّمُوْا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْا النَّاسَ فَاِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ اَوَّلُ شَىْءٍ يُنْسٰى وَاَوَّلُ شَىْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ اُمَّتِى -

তোমরা ফারাইয শিক্ষা করো এবং মানুষকে শিক্ষা দাও। কেননা এটা ইলমের অর্ধেক এবং এটাই সর্ব প্রথম বিস্মৃত হয়ে যাবে আর আমার উম্মত হতে সর্ব প্রথম এ জ্ঞানকেই তুলে নেওয়া হবে। (দারা কুতনী ৪র্থ খণ্ড)

হযরত উমর (রা) বলতেন, তোমরা যেমন কুরআন শেখ তেমনিভাবে ফারাইয শেখ। তিনি আরও বলতেন, তোমরা ফারাইয শিক্ষা কর। কারণ এটা তোমাদের দীনের অংশ। তিনি হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে পত্র মারফত আদেশ করেছিলেন, তোমরা যখন আলাপ-আলোচনা করবে তখন ফারাইয সম্পর্কে আলোচনা করবে। (মুস্‌তাদরাক, বায়হাকী)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি কুরআন শেখে সে যেন ফারাইযও শেখে। তিনি উদাহরণ দিয়ে এর গুরুত্ব তুলে ধরতেন এবং শিক্ষা লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। (বায়হাকী)

Free @ www.eilm.weebly.com

Free@www.e-iqra.com

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি কুরআন শিখেছে অথচ ফারাইয শিখেনি, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই মাথার মত যার চেহারা নেই। (দারিমী)

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে তো ইলমুল ফারাইযের এতই গুরুত্ব ছিল যে, তিনি তার মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) ইকরিমাকে কুরআন মজীদের মত সমান উৎসাহে এর শিক্ষা দান করতেন। (বায়হাকী)

ফারাইযের বিধান প্রদানের ধারাবাহিকতা

প্রাক-ইসলামী যুগে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনে কোন নীতির বালাই ছিল না। জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রের মত এ ক্ষেত্রেও বিরাজ করত চরম স্বেচ্ছাচারিতা। তখন পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে গণ্য করা হতো শক্তিমানের একচেটিয়া অধিকার হিসেবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাতে নারী ও শিশুদের কোন প্রাপ্যতা স্বীকার করা হতো না। শক্তিমদমত্ততার সে যুগে যুদ্ধক্ষম পুরুষকেই মনে করা হতো মৃতের একমাত্র ওয়ারিস। শিশু ও মহিলাদের ব্যাপারে তাদের কথা ছিল ঃ

لاَتَرْكَبُ فَرَسًا وَلاَ تَحْمِلُ كَلاًّ وَلاَتُنْكِئُ عَدُوًّا تُكْسَبُ عَلَيْهَا وَلاَ تَكْتَسِبُ

ওরা উত্তরাধিকার পাবে কেন ? ওরা তো ঘোড়ায় চড়তে পারে না, বোঝা বইতে পারে না, অন্যের উপকার করতে পারে না, পারে না শত্রুকে আঘাত করতে, অধিকন্তু তাদের ব্যয়ভার অন্যকে বহন করতে হয়। অথচ তারা কিছু উপার্জন করতে পারে না। (তাবারী)

এ কেবল নিরক্ষর আরবের কথা নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই উত্তরাধিকার বণ্টনের বিষয়টি ছিল বৈষম্যকবলিত। ন্যায়ের ধর্ম ইসলাম ধীরে ধীরে এ অন্যায়ের বিলোপ সাধন করে উত্তরাধিকার বণ্টনের এক ইনসাফপূর্ণ ও সর্বজনহিতকর নীতি প্রদান করেছে। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম দেওয়া হয় অসিয়তের বিধান। ইরশাদ হয়েছে ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ -

তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায় তবে ন্যায়ানুগ প্রথামত তার পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসিয়ত করার বিধান তোমাদেরকে দেওয়া হলো। (সূরা বাকারা ২ ঃ ১৮০)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা)-এর সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে যে, একদা হযরত সাদ ইবনুর রবী-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সাদ ইবনুর রবী উহুদের যুদ্ধে আপনার সংগে শরীক হয়ে শহীদ হয়েছেন। এই দুটি তার মেয়ে। এদের চাচা সাদের সমস্ত সম্পত্তি দখল করেছে।

Free@www.e-ilm.weebly.com

এদের জন্য কিছুই রাখেনি। অথচ সম্পত্তি ছাড়া এদের বিয়ে সম্ভব হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ফায়সালা করবেন। অতঃপর ইরশাদ হয়েছে ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْكَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ـ

পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে। তা কম হোক অথবা বেশি, এক নির্ধারিত অংশ। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৭)

এ আয়াতে মূলনীতি বলে দেওয়া হয় যে, জন্মগত সম্পর্ক ও নিকটাত্মীয়তাই হবে মীরাস লাভের মূলভিত্তি। আরও জানিয়ে দেওয়া হয় যে, মৃতের সম্পত্তিতে যেমন পুরুষদের হক আছে, তেমনি তাতে নারী ও শিশুদেরও আছে অধিকার। সে অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা যাবে না। এ আয়াত দ্বারা ওয়ারিসদের জন্য অসিয়তের বিধানটি রহিত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেন যে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهٗ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ـ

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করেছেন, কাজেই ওয়ারিসের জন্য এখন আর অসিয়ত নেই। (জামউল ফাওয়াইদ)

মোটকথা উল্লিখিত আয়াতে নর-নারী ও সাবালক-নাবালক নির্বিশেষে নিকটাত্মীয়দের জন্যই মীরাসপ্রাপ্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কোন্ আত্মীয় কি পরিমাণ পাবে, নিম্নোক্ত আয়াতে তার উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তা বণ্টন করা হবে কিভাবে ? কে কতটুকু অংশ পাবে ? এভাবে উত্তরাধিকার বণ্টনের এক সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত নীতিমালা জানার জন্য সর্ব জনমনে প্রবল আগ্রহ জেগে উঠে। এরই প্রেক্ষিতে নাযিল হলো ঃ

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَتْ لَهٗ وَلَدٌ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَهٗ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَا اَوْ دَيْنٍ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ـ

Free@www.e-iqra.weebly.com

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَّلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ -

আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন। এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। কিন্তু কেবল কন্যা দুয়ের অধিক হলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ। তার সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ, আর নিঃসন্তান হলে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ। তার ভাই-বোন থাকলে মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ, এ সবই সে যা অসিয়ত করে তা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা জান না। এটা আল্লাহর বিধান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

আর তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ, তাদের কৃতঅসিয়ত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর। আর তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর তোমাদের যদি সন্তান থাকে তবে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ, তোমরা যা অসিয়ত করবে তা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর। যে পুরুষ বা নারীর মীরাস বণ্টন করা হবে, সে যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন হয় এবং তার এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। আর তারা একের অধিক হলে এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে, কৃতঅসিয়ত পূরণ এবং ঋণ পরিশোধের পর কারও কোন রকম ক্ষতি করা ছাড়া। এটা আল্লাহর নির্দেশ এবং আল্লাহই সর্বজ্ঞ সহনশীল। (সূরা নিসা ঃ ৪ ঃ ১১-১২)

এভাবে আল্লাহ তা'আলা মীরাস সম্পর্কে এমন সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ বিধান প্রদান করেন যে, এ ব্যাপারে কোনরূপ নতুন চিন্তাভাবনা কিংবা সংস্কার ও পরিমার্জনের

Free@www.e-iqra.weebly.com

অবকাশ রাখেননি। এ বিধানে কোন হকদারকে বঞ্চিত করা হয়নি। কারও পক্ষ হতে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ও জুলুমের অভিযোগ তোলার সুযোগ রাখা হয়নি। প্রত্যেকের অংশ যেন ন্যায়ের নিক্তিতে পরিমাপকৃত।

ইসলামী উত্তরাধিকার নীতির বৈশিষ্ট্য

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন সরাসরি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত। এর বিধি-বিধান কুরআন মজীদে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে অতি সংক্ষেপে এ বিধি-বিধানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো, যদ্দ্বারা বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

ক. মৃতের রেখে যাওয়া সমুদয় সম্পত্তিই মীরাসের অন্তর্ভুক্ত। মৃতব্যক্তি সাধারণত দু'ধরনের সম্পত্তি রেখে যায়।

এক. তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র। যেমন পোশাক-আশাক, তৈজসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও অলংকারাদি ইত্যাদি।

দুই. বিষয় সম্পত্তি যেমন জমি, টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়ের মালামাল।

প্রাক ইসলামী যুগে এই উভয় প্রকার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হতো না। বরং প্রথম প্রকারের সম্পত্তি কোন কোন জাতি মৃতের সংগে কবরে রেখে দিত। কোন কোন সম্প্রদায় এগুলো একত্র করে আগুনে জ্বালিয়ে দিত। আবার কেউ কেউ এগুলো তিন ভাগ করে এক ভাগ মৃতের সংগে দাফন করত। এক ভাগ স্মৃতি হিসেবে ওয়ারিসগণ রেখে দিত আর এক ভাগ সৎকার কার্যে ব্যয় করা হতো।

ইসলামে এ ধরনের অপচয় স্বীকৃত নয়। বরং মৃতের দাফন-কাফন, ঋণ পরিশোধ ও অসিয়ত আদায়ের পর যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকে তা তৈজসপত্রই হোক আর জমি-জমাই হোক সবই উত্তরাধিকার সম্পত্তিরূপে গণ্য এবং কোন রকমের ব্যতিক্রম ছাড়া সবই ওয়ারিসদের মধ্যে নিয়মানুসারে অবশ্য বণ্টনীয়।

খ. মীরাস কেবল নিকটাত্মীয়ের হক। যতক্ষণ পর্যন্ত মৃতের কোন নিকটাত্মীয় জীবিত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মীয় বা অনাত্মীয় কেউ তার সম্পত্তির অধিকারী হয় না। প্রাক ইসলামী যুগে এমন কি প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবকে পর্যন্ত আত্মীয়ের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। মৃতের পুত্র-কন্যাকে বঞ্চিত করে তার সমুদয় সম্পত্তি দখল করা হতো। ইসলাম এ জুলুমের মূলোৎপাটন করে কেবল নিকটাত্মীয়কে মীরাসের হকদার সাব্যস্ত করেছে। একারণেই পিতার বর্তমানে দাদা ও পুত্রের বর্তমানে পৌত্র এবং এমনিভাবে পোষ্যপুত্র মীরাসের অধিকারী হয় না। বরং দত্তকের বিষয়টাই ইসলামসম্মত নয়। ইসলামে সন্তান বলতে ঔরসজাত সন্তানকেই বুঝায়।

গ. মীরাস নারী-পুরুষ ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলের হক। প্রাক ইসলামী আরবে শিশু, নারী ও কন্যা সন্তানদেরকে মীরাসের অংশ দেওয়া হতো না। এই

Free @ www.e-iqra.weebly.com

আধুনিককালেও কোন কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ে কন্যা সন্তানের উত্তরাধিকার স্বীকৃত নয়। কোন কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের নিয়ম হচ্ছে, কেবল পিতার বড় পুত্রই সমুদয় সম্পদের মালিক হয় এবং অন্যদেরকে এর থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। ইসলামী উত্তরাধিকার আইন এসব কুসংস্কারের বিলোপ সাধন করে পুত্র-কন্যা ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল ওয়ারিসকেই মীরাসের হকদার সাব্যস্ত করেছে।

ঘ. উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে ওয়ারিসের পূর্ণাঙ্গ ও স্বাধীন মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীতে এমন বহু সম্প্রদায় আছে যারা একান্নবর্তী পরিবারে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। বরং তাদের আইনে এরূপ পারিবারিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সকলেই বাধ্য। পরিবারের সদস্যবর্গ তাদের সম্পত্তিতে যৌথভাবে মালিকানা লাভ করে। জমি, ইমারত ইত্যাদিতে সবাই অংশীদার থাকে। তাতে কারও স্বতন্ত্র স্বত্বাধিকার থাকে না। কেউ তার অংশ পৃথক করে ফেলার কিংবা ইচ্ছামত বিক্রি করার অধিকার রাখে না।

এরূপ যৌথ মালিকানার আবশ্যিক ব্যবস্থা ব্যক্তির অর্থনৈতিক জীবনের স্বাধীনতা ব্যাহত করে এবং তাকে নানা রকম সংকটের নিগড়ে আবদ্ধ করে, যা হতে মুক্তি লাভের কোন উপায় তার থাকে না। ইসলাম এ ধরনের অহেতুক বাধ্যবাধকতা পছন্দ করে না। কাজেই ইসলাম আবশ্যিক যৌথ মালিকানার কুপ্রথাকে বিলুপ্ত করে প্রত্যেককে তার অংশের মালিকানায় স্বাধীন করে দিয়েছে। সুতরাং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রত্যেক ওয়ারিস যা লাভ করে সে তা ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে। যৌথ পরিবারের সদস্যরূপে জীবন যাপন করতে সে বাধ্য নয়। এর ফলে প্রত্যেকে তার অর্থ-সম্পদের সমৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা চালাতে সুযোগ পায়। ফলত সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতি হয় ত্বরান্বিত।

উত্তরাধিকার লাভের শর্তাবলী

উত্তরাধিকার লাভের শর্ত তিনটি ঃ

ক. মূরিসের (ওয়ারিসগণ যার উত্তরাধিকার লাভ করে তার) মৃত্যু।

খ. মূরিসের মৃত্যুকালে ওয়ারিসের জীবিত থাকা।

গ. ওয়ারিস কোন্ সূত্রে উত্তরাধিকার পাবে তা জ্ঞাত হওয়া (প্রকৃতপক্ষে এটা উত্তরাধিকার প্রদানের শর্ত)।

মূরিসের মৃত্যু

মূরিস যতদিন জীবিত থাকে ততদিন পর্যন্ত তার সম্পত্তিতে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে। তার এ স্বত্ব ও এখতিয়ার নিঃশেষ হয় মৃত্যু দ্বারা। তাই উত্তরাধিকার বণ্টনের আগে মূরিসের মৃত্যু বিষয়ে নিশ্চিত অবগতি লাভ করা অপরিহার্য। মূরিস যদি নিখোঁজ হয়ে যায় এবং তার জীবিত বা মৃত্যুর বিষয়ে কিছু জানা না যায় তখন

বিচারক তার ব্যাপারে ফয়সালা নেবে। লক্ষণাদির ভিত্তিতে বিচারক তার মৃত্যুর পক্ষে সিদ্ধান্ত দান করলে তাকে মৃত বলে গণ্য করা হবে এবং তখন তার সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করা যাবে।

ওয়ারিসের জীবিত থাকা

ওয়ারিস উত্তরাধিকার সূত্রে মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হয়। আর মালিকানা লাভের প্রধানতম যোগ্যতা হচ্ছে জীবিত থাকা। মূরিসের কাছ থেকে ওয়ারিসের কাছে মালিকানা হস্তান্তর হয় মূরিসের মৃত্যুকালে। উত্তরাধিকার লাভের জন্য মূরিসের মৃত্যুকালে ওয়ারিসের জীবিত থাকা অপরিহার্য। এ মূলনীতির সংগে বহু মাসআলা সংশ্লিষ্ট। যেমন নিখোঁজ ব্যক্তিকে উত্তরাধিকার দেওয়া হবে কিনা, গর্ভস্থ সন্তান উত্তরাধিকার পাবে কি না। মৃতপুত্রের ঘরের নাতি দাদার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে কি না (যদি ঐ দাদার পুত্র জীবিত থাকে) এবং বিবিধ আরও অনেক মাসআলা, যা যথাস্থানে আলোচিত হবে।

উত্তরাধিকার প্রাপ্তির সূত্র সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া

উত্তরাধিকার লাভের সূত্রের বিভিন্নতার কারণে উত্তরাধিকারের অংশও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে এবং হুকুমের মধ্যেও তারতম্য ঘটে। যেমন ভাই তিন রকমের হতে পারে। আপন, বৈমাত্রের ও বৈপিত্রেয়। এখন কেউ যদি দাবি করে যে, সে মৃতব্যক্তির ভাই, তবে তার মীরাসপ্রাপ্তির জন্য এতটুকু যথেষ্ট নয়। বরং বণ্টনকারীকে জেনে নিতে হবে যে, কী রকমের ভাই। কেননা এদের কেউ মীরাস পায় আসহাবুল ফুরূয হিসেবে, কেউ আসাবা হিসেবে আবার কেউ হয় বঞ্চিত। অতএব মীরাস বণ্টনের আগে জানতে হবে মীরাসের দাবিদার মৃতব্যক্তির কেমন এবং কোন্ স্তরের আত্মীয়। (আল মাওয়ারীস, শামী ৪র্থ খণ্ড)

ত্যাজ্য সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি

মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত বিষয় মোট চারটি। যথা ঃ

ক. মৃতের দাফন-কাফনের ব্যবস্থাকরণ ঃ মৃতব্যক্তির রেখে যাওয়া অর্থ-সম্পদ দ্বারা সর্ব প্রথম ন্যায়সংগতভাবে তার গোসল ও দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে যাতে কোন রকমের অপব্যয় না হয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। আবার প্রয়োজনীয় ব্যয়ের ব্যাপারে কোনরকম কার্পণ্য করা না হয় সেটাও লক্ষণীয়।

খ. মৃতের ঋণ পরিশোধ ঃ দাফন-কাফনের পর অর্থ-সম্পদ অবশিষ্ট থাকলে দেখতে হবে মৃতব্যক্তির কোন ঋণ আছে কিনা। যদি ঋণ থাকে, তবে প্রথমে তা পরিশোধ করে নিতে হবে। ঋণ পরিশোধের আগে ত্যাজ্য সম্পত্তি কিছুতেই ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করা যাবে না। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

Free@www.eelm.weebly.com

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ -

ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে সে যা অসিয়ত করে গিয়েছে তা পূরণ করা এবং তার ঋণ পরিশোধের পর। (সূরা নিসা ৪ ঃ ১১)

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتّٰى يُقْضٰى عَنْهُ -

মুমিনের আত্মা তার ঋণের সংগে ঝুলে থাকে যে পর্যন্ত না তার পক্ষ হতে তা পরিশোধ করা হয়। (মুসনাদে ইমাম আহ্‌মদ)

ঋণ দুই প্রকার। ক. বান্দার হক, খ. আল্লাহর হক। বান্দার হক আবার দুই প্রকার। ১. প্রত্যক্ষভাবে ত্যাজ্য সম্পদের সাথে সম্পর্কিত ঋণ। ২. এমন ঋণ যা প্রত্যক্ষভাবে ত্যাজ্য সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত নয়। আলোচ্য বান্দার হক বলতে এই দ্বিতীয় প্রকারের ঋণকে বুঝানো হয়েছে। কেননা যে ঋণ সরাসরি ত্যাজ্য সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত তা দাফন-কাফনের উপর অগ্রাধিকার রাখে। এ ধরনের ঋণের মধ্যে পড়ে বন্ধকের মাল, বাকি মূল্যে খরিদ করা মাল ইত্যাদি। যেমন কেউ কারও কাছে কোন বস্তু বন্ধক রেখে টাকা আনল। অতঃপর সে ঋণ পরিশোধের আগেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। এ অবস্থায় সে বন্ধকী মালে পাওনাদারের হক সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত। মৃতব্যক্তির আর কোন মাল না থাকলে দাফন-কাফনেরও আগে এই বন্ধকী মাল দ্বারা ঋণ পরিশোধ করে নিতে হবে। এমনিভাবে কারও কাছ থেকে বাকি মূল্যে কোন দ্রব্য খরিদ করার পর কেউ মারা গেলে এবং সে আর কোন সম্পদ না রেখে গেলে ঐ দ্রব্য বিক্রি করে দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা যাবে না এবং দ্রব্যটির বিক্রেতা তা ফেরত নিয়ে যাওয়ার অধিকার রাখে। (শামী ১০ম খণ্ড, আলগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

পক্ষান্তরে ঋণ যদি সরাসরি কোন মালের সংগে সম্পৃক্ত না হয় তবে তা দাফন কাফনের পর অবশিষ্ট সম্পদ দ্বারা পরিশোধ করা যাবে। আর সম্পদ অবশিষ্ট না থাকলে তা রহিত হয়ে যাবে।

এ জাতীয় ঋণও আবার দুই প্রকার। ক. সুস্থতাকালীন ঋণ। খ. অন্তিম রোগের সময়কার ঋণ। সুস্থতাকালীন ঋণ বলতে এমন ঋণকে বোঝায় যা সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কিংবা যে ঋণের কথা মৃতব্যক্তি সুস্থ থাকা অবস্থায় স্বীকার করে গেছে। আর সে ঋণের কথা অন্তিম রোগের সময় সে স্বীকার করেছে অথবা যুদ্ধে শত্রু সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার প্রাক্কালে কিংবা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে যখন দণ্ড কার্যকর করার সময় নিয়ে যাওয়া হয় সেই সময়ে সে স্বীকার করেছে এ ধরনের ঋণকে অন্তিম রোগাবস্থার ঋণ বলে।

Free@www.pathagar.weebly.com

Free@www.e-iqra.com

অন্তিমকালে স্বীকার করা ঋণও আবার দু'রকমের হতে পারে। ক. যে কারণে ঋণ রয়েছে তা চাক্ষুষভাবে প্রমাণিত। খ. যে কারণে ঋণ তা চাক্ষুষভাবে প্রমাণিত নয়; কেবলই মৃতব্যক্তির স্বীকারোক্তি নির্ভর। সুস্থতাকালীন ঋণ এবং অন্তিমকালীন যে ঋণের কারণ সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই দুই জাতীয় ঋণ অন্তিমকালীন স্বীকারোক্তি নির্ভর ঋণের উপর অগ্রাধিকার পাবে। অর্থাৎ সে ঋণ পরিশোধের পর ত্যাজ্য সম্পত্তির কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা দিয়ে অন্তিমকালের স্বীকারকৃত (চাক্ষুষ প্রমাণাধীন) ঋণ পরিশোধ করা হবে। আর যদি সম্পদ অবশিষ্ট না থাকে তবে তা রহিত হয়ে যাবে। (শামী ১ম খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

দ্বিতীয় প্রকারের ঋণ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার হক। যেমন যাকাত, কাফ্ফারা, মানত ইত্যাদি সম্পর্কে বিধান হচ্ছে এই যে, মৃতব্যক্তি যদি এগুলো আদায়ের জন্য অসিয়ত করে গিয়ে থাকে তবে উপরোক্ত হকসমূহ আদায়ের পর যে সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকবে তার এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা তা আদায় করা হবে। যদি কিছু অবশিষ্ট না থাকে তবে তা রহিত হয়ে যাবে। এমনিভাবে মৃতব্যক্তি যদি অসিয়ত না করে যায় তখনও এরূপ ঋণ রহিত হয়ে যায়। এ অবস্থায় ওয়ারিসদের জন্য তা আদায় করা জরুরী হবে না। অবশ্য তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যদি আদায় করে দিতে চায় তবে সে ইখতিয়ার তাদের আছে এবং এতে মৃতব্যক্তি উপকৃত হবে। (শামী, ১০ম খণ্ড)

গ. মৃতের অসিয়ত পূরণ ঃ দাফন-কাফন ও ঋণ পরিশোধের পর পরিত্যক্ত সম্পত্তির কিছু অবশিষ্ট না থাকলে অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি কিছু সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে তবে তার এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা মৃতব্যক্তির কৃতঅসিয়ত পূরণ করতে হবে। অসিয়ত পূরণ করার আগে তা ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করা যাবে না। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ -

ওয়ারিসদের মধ্যে মৃতের সম্পত্তি বণ্টন করা হবে সে যা অসিয়ত করে তা পূরণ এবং তার ঋণ পরিশোধের পর। (সূরা নিসা ৪ ঃ ১১)

সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের ভিতর অসিয়ত পূরণের জন্য ওয়ারিসদের অনুমতি আবশ্যক নয়। তবে অসিয়ত পূরণের জন্য যদি সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশি প্রয়োজন হয় তখন সকল ওয়ারিসের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি অপরিহার্য হবে। (আল-মাওয়ারীস, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

ঘ. উপরোক্ত হকসমূহ আদায়ের পর যদি সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে তবে চতুর্থ পর্যায়ে তা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে ওয়রিসদের মধ্যে বণ্টন হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওয়ারিসদের বিবরণ

মৌলিকভাবে ওয়ারিস তিন প্রকার। এক. আসহাবুল ফুরূয বা যাবিল ফুরূয, দুই. আসাবা, তিন. যাবিল আরহাম।

যাবিল ফুরূয

কুরআন মজীদে যে সমস্ত ওয়ারিসের জন্য মীরাসের নির্দিষ্ট অংশ উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে যাবিল ফুরূয বা আসহাবুল ফুরূয বলা হয়। হাদীস দ্বারা অবস্থা বিশেষে কন্যার বিধান পুত্রের কন্যার প্রতি, মাতার বিধান দাদী ও নানীর প্রতি এবং পিতার বিধান দাদার প্রতি আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং তারাও যাবিল ফুরূযের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে যাবিল ফুরূযের সর্বমোট সংখ্যা হয় বারজন। চারজন পুরুষ এবং আটজন মহিলা। চারজন পুরুষ হলো ঃ

১. পিতা।

২. দাদা (দাদার পিতা এভাবে ঊর্ধ্বতন পুরুষ দাদার শামিল)।

৩. বৈপিত্রেয় ভাই।

৪. স্বামী।

আটজন মহিলা হলো ঃ

১. কন্যা (পুত্রের কন্যা বা পুত্রের পুত্রের কন্যা—এভাবে অধঃস্তন পুরুষযোগে কন্যাগণ এর অন্তর্ভুক্ত)

৩. স্ত্রী।

৪. আপন বোন।

৫. বৈমাত্রেয় বোন।

৬. বৈপিত্রেয় বোন।

৭. মাতা।

৮. দাদী ও নানী (নানী, নানীর মা—এভাবে মিহলা যোগে ঊর্ধ্বতন নানী এবং পিতার মা, পিতামহের মা—এভাবে পুরুষযোগে ঊর্ধ্বতন দাদী যথাক্রমে নানী ও দাদীর অন্তর্ভুক্ত)।

Free@ www.e-ilm.weebly.com

এ বারজনের মধ্যে পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী এবং কন্যা কোন অবস্থায়ই মীরাস থেকে বঞ্চিত হয় না। অন্যরা অবস্থা বিশেষে বঞ্চিত হয়ে যায় যা সামনে এদের অংশসমূহের বিস্তারিত বিবরণে বর্ণিত হবে।

আসাবা সেই সব ওয়ারিসকে বলা হয় যারা যাবিল ফুরূযের অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়। আর যদি যাবিল ফুরূয শ্রেণীর ওয়ারিস থাকে তবে তাদের অংশ প্রদানের পর যা বাকি থাকে তার মালিক হয়। যদি কিছুই অবশিষ্ট না থাকে তবে হয় বঞ্চিত।

Free@www.almeenbd.com

আসাবার শ্রেণীবিভাগ

আসাবা প্রথমত দুই প্রকার ঃ

১. আসাবা নাসাবিয়্যা অর্থাৎ বংশসূত্রে আসাবা।

২. আসাবা সাবাবিয়্যা অর্থাৎ বিশেষ কারণজনিত আসাবা।

আসাবা নাসাবিয়্যা আবার তিন প্রকার ঃ

ক. আসাবা বি-নাফসিহী।

খ. আসাবা বি-গায়রিহী।

গ. আসাবা মাআ গায়রিহী।

আসাবা বি-নাফসিহী

এমন পুরুষ ওয়ারিস, মৃতের সংগে যার সম্বন্ধ স্থাপনে কোন নারীর মধ্যস্থতা নেই। কাজেই কোন স্ত্রীলোক আসাবা বি-নাফসিহী হয় না এবং নারীর মধ্যস্থতায় মৃতের সংগে যার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে এমন পুরুষও আসাবা বি-নাফসিহী রূপে গণ্য হয় না। যেমন বৈপিত্রেয় ভাই, নানা ও দৌহিত্রী। আসাবা বি-নাফসিহী জাতীয় ওয়ারিস চারটি ধারায় হতে পারে।

ক. পুত্রীয়ধারা তথা পুত্র, পৌত্র, পুত্রের পৌত্র ও তদনিম্ন পুরুষগণ এ ধারার অন্তর্ভুক্ত।

খ. পিতৃত্বের ধারা যেমন পিতা, দাদা, পিতার দাদা ও তদূর্ধ পুরুষগণ এ ধারার অন্তর্ভুক্ত।

গ. ভ্রাতৃত্বের ধারা এর মধ্যে পড়ে আপন ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, আপন ভাতিজা, বৈমাত্রেয় ভাতিজা ও এদের অধঃস্তন পুরুষগণ। এ ধারাটি আপন ও বৈমাত্রেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বৈপিত্রেয় ভাই-ভাতিজা আসাবা হয় না। তারা যাবিল ফুরূযের অন্তর্গত।

ঘ. চাচাত ধারা—এ ধারার মধ্যে রয়েছে পিতার আপন ভাই, পিতার বৈমাত্রেয় ভাই, পিতার আপন ভাইয়ের পুত্র ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র এবং তাদের অধঃস্তন পুরুষগণ।

Free @www.e-ilm.weebly.com

আসাবা বি-গায়রীহি

ওয়ারিসদের মধ্যে এমন চারজন নারী আছে যারা মূলত যাবিল ফুরূযের অন্তর্গত। কিন্তু মৃতব্যক্তির যদি আসাবা জাতীয় পুরুষ ওয়ারিস থাকে এবং তাদের সংগে এই নারীগণও থাকে, তবে সেই পুরুষ আসাবার কারণে এ চার আসাবারূপে গণ্য হয়। যথা ঃ

১. ঔরসজাত কন্যা—মৃতব্যক্তির যদি পুত্র ও কন্যা দুই-ই থাকে তবে পুত্রের কারণে কন্যাও আসাবা সাব্যস্ত হয়। কিন্তু পুত্র না থাকলে কন্যা হয় যাবিল ফুরূযের অন্তর্ভুক্ত।

২. পৌত্রী—মৃতের পৌত্র ও পৌত্রী উভয় থাকলে পৌত্রের কারণে পৌত্রীও আসাবা হয়। তা সে পৌত্র উক্ত পৌত্রীর আপন ভাই হোক কি চাচাত ভাই। কিন্তু এরূপ কেউ না থাকলে পৌত্রী হয় যাবিল ফুরূযের একজন।

৩. আপন বোন—মৃতের ভাই ও বোন উভয় থাকলে ভাইয়ের কারণে বোনও আসাবা হয়। কিন্তু কেবল বোন থাকলে সে যাবিল-ফুরূয হিসেবে মীরাস লাভ করে। ক্ষেত্রবিশেষে আসাবা মাআ গায়রিহীও হয়।

৪. বৈমাত্রেয়ী বোন—মৃতব্যক্তির বৈমাত্রের ভাই-বোন থাকলে ভাইয়ের কারণে বোন আসাবা হয়। এরূপ ভাই না থাকলে বোন হয় যাবিল ফুরূযের একজন। কখনও আসাবা মাআ গায়রিহীও হয়।

উল্লিখিত চার প্রকার মহিলা তাদের ভাইদের কারণে আসাবা হয়। নারীর দ্বিগুণ পুরুষের জন্য—এ নীতিতে তাদের মধ্যে মীরাস বণ্টন হবে।

আসাবা মাআ গায়রিহী

মৃতব্যক্তির যদি কন্যা বা পৌত্রী এবং সেই সংগে আপন বা বৈমাত্রেয়ী বোন থাকে আর তাদের সংগে কোন ভাই না থাকে সে ক্ষেত্রে কন্যা বা পৌত্রীর সংগে উক্ত বোন আসাবা হয় এবং একে আসাবা মাআ গায়রিহী বলে। যাবিল ফুরূয হিসেবে কন্যার অংশ প্রদানের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা আসাবা হিসেবে বোনের প্রাপ্য হবে।

উল্লেখ্য, বৈপিত্রেয় বোন কখনও কোন রকমের আসাবা হয় না। সে কেবল যাবিল ফুরূয হিসেবেই মীরাস পায়।

আসাবা সাবাবিয়্যা

আসাবা সাবাবিয়্যা অর্থ বিশেষ কারণজনিত আসাবা। অর্থাৎ কোন মনিব যদি তার কোন গোলামকে আযাদ করে দেয়। অতঃপর সে আযাদ গোলামের ইন্তিকাল হয়ে যায় এবং তার যাবিল ফুরূয বা আসাবা জাতীয় কোন ওয়ারিস না থাকে তখন আযাদকারী মনিব আযাদী প্রদানের কারণে তার আসাবা হয় এবং সে সূত্রে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। আযাদী প্রদানকারী মনিবকে আসাবা সাবাবিয়্যা বলে। বর্তমানকালে এর প্রচলন নেই।

Free@www.eilm.weebly.com

যাবিল আরহাম

মৃতব্যক্তির যে সমস্ত আত্মীয় যাবিল ফুরূয বা আসাবা হিসেবে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না তাদেরকে যাবিল আরহাম বলে। মৃতব্যক্তির জীবিত ওয়ারিসদের মধ্যে যখন যাবিল ফুরূয ও আসাবা শ্রেণীর কোন আত্মীয় না থাকে তখন যাবিল আরহামের অন্তর্ভুক্ত আত্মীয়গণ তার সম্পত্তি লাভ করে। অবশ্য স্বামী বা স্ত্রী যদিও যাবিল ফুরূযের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি তারা যাবিল আরহামের মীরাসপ্রাপ্তির জন্য বাধা নয়। অর্থাৎ তাদের কেউ জীবিত থাকলেও যাবিল আরহাম শ্রেণীর আত্মীয় উত্তরাধিকার লাভ করে। বাকি দশজন যাবিল ফুরূযের যে কোন একজন কিংবা যে কোন রকমের আসাবা যদি জীবিত থাকে তবে যাবিল আরহাম বঞ্চিত হয়।

আসাবার মত যাবিল আরহামও চারটি ধারায় হতে পারে ঃ

১. মৃতব্যক্তির অধঃস্তন ধারা এ ধারার অন্তর্ভুক্ত। এ ধারার মধ্যে রয়েছে তার

ক. কন্যার সন্তান-সন্ততি।

খ. পুত্রের কন্যার সন্তান-সন্ততি (যত নিম্নে যাক)।

২. মৃতব্যক্তির উর্ধ্বতন ধারা। এ ধারার মধ্যে রয়েছে তার

ক. প্রকৃত নানা (মায়ের বাবা), দাদীর পিতা (যত উর্ধ্বে হোক)।

খ. নানার মা, নানার মায়ের মা (যত উর্ধ্বে হোক)।

৩. মৃতব্যক্তির ভ্রাতৃত্বের ধারা এ ধারার মধ্যে আছে

ক. আপন বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের কন্যা, পৌত্রী (যত নিচের হোক)।

খ. আপন বৈমাত্রেয়ী ও বৈপিত্রেয় বোনের সন্তান-সন্ততি।

গ. বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পুত্র (যত নিচের হোক)।

৪. মৃতব্যক্তির পিতৃকুল ও মাতৃকুল ধারা অর্থাৎ দাদা-দাদী ও নানা-নানীর বংশধরগণ। এ শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে ঃ

ক. ফুফু (মৃতব্যক্তির পিতার আপন, বৈমাত্রেয়ী ও বৈপিত্রেয় বোন) মামা, খালা (মায়ের আপন, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন) এবং বৈপিত্রেয় চাচা (অর্থাৎ পিতার বৈপিত্রেয় ভাই)

খ. উপরোক্ত তিন শ্রেণীর আত্মীয়ের সন্তানগণ তথা ফুফাত ভাই-বোন, মামাত ও খালাত ভাই-বোন, বৈপিত্রেয় চাচাত ভাই ও বোন এবং এদের সংগে আপন ও বৈমাত্রেয় চাচার কন্যাগণ।

গ. মৃতব্যক্তির পিতা ও মাতার ফুফু, তাদের খালা ও মামা এবং তাদের বৈপিত্রেয় চাচা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যাবিল ফুরূযের বিবরণ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনে ওয়ারিসদের ক্রমবিন্যাস

পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের দিক থেকে উল্লিখিত তিন শ্রেণীর ওয়ারিস তথা যাবিল ফুরূয, আসাবা ও যাবিল আরহামের ক্রমবিন্যাস হয় নিম্নরূপ ঃ

১. যাবিল ফুরূয ঃ মৃতব্যক্তির দাফন-কাফন, ঋণ পরিশোধ ও অসিয়ত পূরণের পর যে সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে তা সর্বপ্রথম যাবিল ফুরূযের মধ্যে তাদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ অনুযায়ী বণ্টন করা হবে।

২. আসাবা নাসাবিয়্যা ঃ আসহাবুল ফুরূযের অংশ প্রদানের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা আসাবা নাসাবিয়্যা লাভ করবে। যদি আসহাবুল ফুরূয শ্রেণীর কোন ওয়ারিস না থাকে, তবে সমুদয় সম্পত্তিই আসাবা নাসাবিয়্যা পাবে।

৩. আসাবা সাবাবিয়্যা ঃ মৃতব্যক্তির যদি আসাবা নাসাবিয়্যা না থাকে এবং সে কারও আযাদকৃত গোলাম হয়ে থাকে তবে আযাদকারী মনিব তার আসাবা হবে এবং আসাবা নাসাবিয়্যার বিধান তার জন্য প্রযোজ্য হবে।

৪. আসাবা সাবাবিয়্যার আসাবা ঃ মৃতব্যক্তির যদি আসাবা নাসাবিয়্যা কেউ না থাকে এবং তার আসাবা সাবাবিয়্যাও জীবিত না থাকে, তখন আসাবা সাবাবিয়্যার তথা আযাদকারী মনিবের আসাবা তার উত্তরাধিকারী হবে।

৫. রদ্দ বা প্রত্যর্পণ ঃ উল্লেখ্য, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ওয়ারিস বর্তমানকালে পাওয়া যায় না। কাজেই যাবিল ফুরূযকে তাদের নির্ধারিত অংশ প্রদানের পর যদি সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে এবং মৃতব্যক্তির কোন আসাবা না থাকে তবে সে অবশিষ্ট অংশ আসহাবুল ফুরূযকে তাদের অংশ অনুপাতে প্রত্যর্পণ করা হবে। স্বামী-স্ত্রী প্রত্যর্পণের অন্তর্ভুক্ত হয় না। তবে আর কোন আত্মীয় না থাকলে তখন পরবর্তীকালীন ফকীহগণের ফাতওয়া অনুযায়ী বায়তুল মালে জমা না হয়ে স্বামী-স্ত্রীকেই প্রত্যর্পণ করা হবে। (শামী, ১০ম খণ্ড)

৬. যাবিল আরহাম ঃ মৃতব্যক্তির যদি যাবিল ফুরূয ও আসাবা শ্রেণীর কোন আত্মীয় না থাকে তখন যাবিল আরহাম শ্রেণীর আত্মীয়গণের মধ্যে যথানিয়মে তার সম্পত্তি বণ্টন করা হবে।

Free @www.pathagar.weebly.com

৭. মুকার লাহু বিন নাসাব আলাল গায়ব ঃ এ সূত্রে কাউকে অর্থাৎ মৃতব্যক্তি যদি বংশ পরিচয় অজ্ঞাত এমন কারও সম্পর্কে বলে থাকে যে, এই ব্যক্তি আমার ভাই বা আমার চাচা এবং মৃত্যু পর্যন্ত সে তার এই স্বীকারোক্তিতে অনড় থাকে কিন্তু মৃতব্যক্তির পিতা বা দাদা তাকে নিজ পুত্র বলে স্বীকার না করে থাকে যদ্দরুন তাদের থেকে তার বংশ পরিচয় প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে উপরে বর্ণিত ওয়ারিসদের অবর্তমানে এরূপ ব্যক্তি তার ভাই বা চাচা হিসেবে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে এবং তার সমস্ত সম্পত্তি তাকে দেওয়া হবে। (শামী, ১০ম খণ্ড)

৮. মূসা লাহু বি-জামীইল-মাল ঃ (মৃতব্যক্তি যার জন্য যাবতীয় সম্পত্তির অসিয়ত করে গেছে) সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করা নিষেধ ছিল আত্মীয়দের খাতিরে। কাজেই উপরে বর্ণিত আত্মীয়গণের কেউ যদি জীবিত না থাকে তখন এক-তৃতীয়াংশের বেশিতে অসিয়ত কার্যকর করতে কোন বাধা থাকে না। সুতরাং অষ্টম পর্যায়ে এরূপ ব্যক্তিই পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে। (শামী)

৯. বায়তুল মাল ঃ অষ্টম পর্যায়ের কোন লোকও যদি না থাকে তবে মুসলিম সাধারণের সম্পত্তি হিসেবে মৃতব্যক্তির যাবতীয় অর্থ-সম্পদ বায়তুল মালে (সরকারী কোষাগারে) জমা করা হবে। (আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

যাবিল ফুরূযের অংশসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

পিতার অবস্থা ও অংশ

পিতার মোট তিন অবস্থা হতে পারে। ক. পিতার সংগে মৃতব্যক্তির কোন পুত্র সন্তান (পুত্র, পুত্রের পুত্র, তস্যপুত্র এভাবে যত নিচে হোক) জীবিত থাকলে। খ. পিতার সংগে মৃতব্যক্তির কোন পুত্র সন্তান (তা যত নিচেরই হোক) না থাকলে এবং কন্যা সন্তান (কন্যা, কন্যার কন্যা, তস্য কন্যা এভাবে যত নিচের হোক) জীবিত থাকলে। গ. মৃতব্যক্তির কেবল পিতাই জীবিত থাকলে কোন সন্তান-সন্ততি (তা যত নিচেরই হোক) জীবিত না থাকলে।

প্রথম অবস্থায় পিতা সর্বমোট সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। কেননা এ অবস্থায় সেই কেবল যাবিল ফুরূয। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ـ

তার (মৃতব্যক্তির) সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ। (সূরা নিসা ঃ ১১)

দ্বিতীয় অবস্থায় উপরোক্ত আয়াতের আলোকে পিতা যেমন যাবিল ফুরূয, তেমনি সে আসাবাও বটে। কেননা হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلِاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ ـ

যাবিল ফুরূযকে তাদের নির্ধারিত অংশসমূহ প্রদান কর। তারপর যা অবশিষ্ট থাকে তা মৃতের নিকটতম পুরুষ আত্মীয়কে দাও। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

পুত্র, পৌত্রের পর মৃতব্যক্তির সংগে পিতার সম্পর্ক সকলের চেয়ে নিকটতম। কাজেই কন্যাদের অংশ প্রদানের পর যা অবশিষ্ট থাকবে আসাবা হিসেবে তা পিতার প্রাপ্য।

তৃতীয় অবস্থায় পিতা কেবলই আসাবা। ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ـ

তার (মৃতব্যক্তির) যদি সন্তান না থাকে তবে তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ। (সূরা নিসা ৪ ঃ ১১)

আয়াতটিতে নিঃসন্তান মৃতব্যক্তির মা কতটুকু পাবে তা বলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পিতার অংশ কী হবে তা বলা হয়নি। বোঝা যাচ্ছে মায়ের ও অন্যান্য ওয়ারিসের অংশের পর যা বাকি থাকবে তা সবই আসাবা হিসেবে পিতার প্রাপ্য।

দাদার অবস্থা ও অংশ

মৃতব্যক্তির পিতা জীবিত থাকলে দাদা কোন অংশ পায় না। কেননা আত্মীয়তার স্তর হিসেবে দাদা অপেক্ষা পিতা নিকটতম। নিকটতম আত্মীয় দ্বারা দূরতম আত্মীয় বঞ্চিত হয়। কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে ইসলামী উত্তরাধিকার নীতির ভিত্তি হচ্ছে নিকটাত্মীয়তা এবং নিকটতরের বর্তমানে দূরতম আত্মীয় মীরাসের অংশ পায় না।

পিতা জীবিত না থাকলে তখন দাদা পিতার স্থানে চলে আসেন এবং পিতার একই রকম অবস্থা ও অংশ তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। দাদাকে পিতার স্থান দেওয়া হয়েছে উম্মতের ইজমা-এর ভিত্তিতে। (শামী) অবশ্য চারটি ক্ষেত্রে পিতা ও দাদার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে যা নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে।

মীরাসের বিধানে পিতা ও দাদার মধ্যকার পার্থক্য

চারটি ক্ষেত্রে দাদার মীরাসের বিধান পিতা হতে ব্যতিক্রম। যথা ঃ

ক. পিতার বর্তমানে দাদী মীরাস পায় না। কিন্তু পিতার স্থানে যদি দাদা ওয়ারিস হয়, তবে দাদী বঞ্চিত হয় না।

খ. মৃতব্যক্তি যদি পিতা-মাতা এবং স্বামী বা স্ত্রী রেখে যায় তবে মাতার অংশ হয় স্বামী বা স্ত্রীর অংশ প্রদানের পর যা অবশিষ্ট থাকে তার এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু পিতার স্থলে যদি দাদা ওয়ারিস হয়, তবে মায়ের অংশ হবে সমুদয় সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এ ক্ষেত্রে পিতা ও দাদার মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করেন না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@www.e-iqra.blogspot.com

গ. মৃতব্যক্তির পিতা জীবিত থাকলে তার আপন, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই-বোনেরা বঞ্চিত হয়। কিন্তু পিতার স্থলে যদি দাদা ওয়ারিস হয় তবে বৈপিত্রেয় ভাই-বোন বঞ্চিত হয় বটে, কিন্তু আপন ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন বঞ্চিত হয় না। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মত। ইমাম আবূ হানীফা (র) এ পার্থক্য স্বীকার করেন না। তার মতে দাদার কারণেও এরা সকলে বঞ্চিত হবে।

ঘ. মৃতব্যক্তি যদি কারও আযাদকৃত গোলাম হয়ে থাকে এবং তার অপরাপর ওয়ারিস এমন কি আযাদকারী মনিবও জীবিত না থাকে কিন্তু আযাদকারী মনিবের পুত্র ও পিতা জীবিত থাকে তবে আযাদকারীর পুত্রের সংগে আযাদকারীর পিতা ওয়ারিস সাব্যস্ত হবে এবং সে সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। পক্ষান্তরে আযাদকারীর পিতার স্থলে যদি দাদা জীবিত থাকে তবে পুত্রই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, দাদা কিছুই পাবে না। এ পার্থক্য কেবল ইমাম আবূ ইউসূফ (র)-এর মত অনুযায়ী। অপরাপর ইমামগণের মতানুসারে আযাদকারীর পিতা ও দাদার মীরাসের বিধানে কোন পার্থক্য নেই। তাদের নিকটে আযাদকারীর দাদা আযাদকৃত গোলামের উত্তরাধিকারী হয় না। (শামী ১০ম খণ্ড, সিরাজী টিকাসহ)

বৈপিত্রেয় ভাই বলতে এমন ভাইদের বুঝায়, যারা মৃতব্যক্তির মায়ের গর্ভজাত হলেও তার পিতার ঔরসজাত সন্তান নয়। বরং মায়ের অন্য কোন স্বামীর ঔরসে তাদের জন্ম। এরূপ ভাই কখনও আসাবা হয় না। কেবল যাবিল ফুরূয হিসেবেই সে মীরাসের অধিকারী হয়। তার তিন অবস্থা হতে পারে।

ক. মৃতব্যক্তির এরূপ ভাই একজন থাকলে এবং তার সংগে মৃতব্যক্তির পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনী কিংবা পিতা, পিতামহ জীবিত না থাকলে।

খ. মৃতব্যক্তির এরূপ ভাই একাধিক থাকলে এবং তার সংগে উপরিউক্ত ব্যক্তিবর্গের কেউ জীবিত না থাকলে।

গ. মৃতব্যক্তির এরূপ ভাইয়ের সংগে উপরিউক্ত ব্যক্তিবর্গের কেউ জীবিত থাকলে।

প্রথম অবস্থায় বৈপিত্রেয় ভাই মৃতব্যক্তির সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ লাভ করবে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ মৃতব্যক্তি যদি পিতামাতা ও সন্তানহীন হয় এবং তার এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে তবে উভয়ের প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। (সূরা নিসা ৪ ঃ ১১)

দ্বিতীয় অবস্থায় সবাই মিলে সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ লাভ করবে এবং নিজেদের মধ্যে সমহারে ভাগ করে নেবে। ইরশাদ হয়েছে, তারা একের অধিক হলে এক-তৃতীয়াংশে অংশীদার হবে। (সূরা নিসা ৪ ঃ ১২) তৃতীয় অবস্থায় এরূপ ভাই বঞ্চিত হবে। (শামী ১০ম খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

Free @ www.e-ilm.weebly.com

স্বামীর অবস্থা ও অংশ

মৃতব্যক্তি যদি নারী হয় এবং তার স্বামী জীবিত থাকে, তবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্বামী সর্বাবস্থায়ই হিস্যা লাভ করবে। কোন অবস্থাতেই সে বঞ্চিত হবে না। তার দুটি অবস্থা ঃ

ক. স্ত্রী তার মৃত্যুকালে স্বামীর সংগে কোন সন্তান-সন্ততি (পুত্র, কন্যা, নাতি-নাতনী তা যত নিচের হোক) রেখে গেলে। খ. কোন সন্তান-সন্ততি রেখে না গেলে।

স্ত্রীর কোন সন্তান-সন্ততি না থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্বামীর অংশ হবে অর্ধাংশ। যদি কোন সন্তান-সন্ততি থাকে (তা যত নিচেরই হোক) তবে স্বামীর অংশ হবে এক-চতুর্থাংশ।

উল্লেখ্য, স্ত্রীর সন্তান বলতে তার বর্তমান স্বামীর ঔরসজাত, প্রাক্তন স্বামীর ঔরসজাত কিংবা পৃথকভাবে উভয়ের ঔরসজাত সব রকমের সন্তান-সন্ততিকেই বুঝায়। মোটকথা তার গর্ভজাত সন্তান, সন্তানের সন্তান, তস্য সন্তান এভাবে যত নিচেরই হোক, কেউ জীবিত থাকলে স্বামীর অংশ অর্ধেক থেকে হ্রাস পেয়ে চার ভাগের এক ভাগ হয়ে যায়। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ -

তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে এবং তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ। (সূরা নিসা ঃ ১২)

স্ত্রীর অবস্থা ও অংশ

মৃতব্যক্তি যদি পুরুষ হয় এবং সে স্ত্রী রেখে যায় তবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীর হক সর্বাবস্থায় সংরক্ষিত থাকবে। সে কখনই স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে না। স্বামীর মত তারও মীরাস লাভের দুই অবস্থা।

ক. স্বামী তার মৃত্যুকালে স্ত্রীর সংগে তারই গর্ভজাত কিংবা তার অপর কোন স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান-সন্ততি (পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনী ও তাদের বংশধর) রেখে গেলে।

খ. স্বামী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে। পুত্র-কন্যা বা নাতি-নাতনী ইত্যাদি কিছুই না থাকলে।

প্রথম অবস্থায় স্ত্রী পরিত্যক্ত সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ এবং দ্বিতীয় অবস্থায় চার ভাগের এক ভাগ লাভ করবে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

Free@www.eilm.weebly.com

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ـ

আর তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে আর তোমাদের যদি সন্তান থাকে তবে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ। (সূরা নিসা ঃ ১২)

উল্লেখ্য, মৃতব্যক্তি যদি একাধিক স্ত্রী রেখে যায় তবে তারা সকলে মিলেই সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ বা আট ভাগের এক ভাগ পাবে এবং তা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেবে। এমন নয় যে, প্রত্যেকেই পৃথকভাবে এক-চতুর্থাংশ বা এক-অষ্টমাংশের অধিকারী হবে। এর উপর উম্মতের ইজমা রয়েছে। (আলগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড)।

কন্যার অবস্থা ও অংশ

কন্যাও সর্বাবস্থায় মীরাসের অধিকারী হয়, কখনও বঞ্চিত হয় না। তার মোট তিন অবস্থা। দুটি অবস্থায় সে যাবিল ফুরূয হিসেবে এবং এক অবস্থায় আসাবা হিসেবে সম্পত্তির হিস্যা লাভ করে।

ক. কন্যা যদি একজন থাকে এবং সংগে তার কোন ভাই অর্থাৎ মৃতব্যক্তির পুত্র না থাকে তবে সে পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ـ

আর কন্যা মাত্র একজন হলে তার জন্য অর্ধাংশ। (সূরা নিসা ঃ ১১)

খ. কন্যা যদি দুই বা ততোধিক হয় এবং সংগে তাদের কোন ভাই না থাকে তবে তারা সবাই মিলে দুই-তৃতীয়াংশ পাবে এবং তা সমান হারে তাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ـ

কন্যা দুয়ের অধিক হলে তাদের জন্য সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ। (সূরা নিসা ঃ ১১)

আয়াতে যদিও দু'য়ের অধিক বলা হয়েছে কিন্তু এর দ্বারা বুঝানো উদ্দেশ্য হলো দুই ও তার বেশি। এটা একে তো ইজমা দ্বারা প্রমাণিত, দ্বিতীয়ত হাদীসে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবন মাজাহ শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, সাদ ইব্ন রাবী (রা)-এর স্ত্রী তাঁর দুই কন্যাসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হন এবং আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা দুজন সাদ ইব্ন রাবী-এর কন্যা। এদের

Free @www.e-iqraabd.com

পিতা আপনার সংগে উহুদের যুদ্ধে শরীক হয়ে শহীদ হয়েছেন। এদের চাচা সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করেছে, এদের জন্য কিছুই রাখেনি। অথচ সম্পত্তি ছাড়া এদের বিয়ে সম্ভব হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মীরাসের আয়াত নাযিল হয় এবং সে মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মেয়ে দুটির চাচার কাছে লোক মারফত আদেশ পাঠান যে, সাদের মেয়ে দুটিকে সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ এবং তাদের মাকে এক-অষ্টমাংশ বুঝিয়ে দাও। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা তোমার। (রূহুল মাআনী ২য় খণ্ড, আল মাওয়ারীস)

গ. কন্যার সংগে যদি মৃতব্যক্তির কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাকে তবে সে ক্ষেত্রে কন্যা যাবিল ফুরূয থাকে না। অর্থাৎ তখন কুরআন মজীদে তার জন্য কোন অংশ নির্ধারণ করা হয়নি। তখন সে মীরাসের অংশ পাবে আসাবা বি-গায়রিহী হিসেবে এবং পুরুষ স্ত্রীলোকের দ্বিগুণ—এ নীতিতে পুত্র-কন্যার মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করা হবে। এক্ষেত্রে কন্যা এক বা একাধিক যাই হোক মীরাস বণ্টনে তাতে কোন প্রভেদ হবে না। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ -

আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। (সূরা নিসা ঃ ১১)

এ আয়াতে কন্যার সংগে পুত্র থাকলে কন্যার অংশ কী হবে তা বলা হয়নি। কেবল এতটুকু জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, পুত্রের অংশ হবে কন্যার অংশের দ্বিগুণ। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, পুত্রের কারণে কন্যা আসাবা হবে এবং সে হিসেবে তাদের মধ্যে মীরাস বণ্টন হবে।

পৌত্রীর অবস্থা ও অংশ

পৌত্রী বলতে পুত্রের কন্যা, পৌত্রের কন্যা, প্রপৌত্রের কন্যা এভাবে যত নিচের হোক অধঃস্তন পুত্রের কন্যাকে বুঝায়। তারা যথাক্রমে একের অবর্তমানে অপরজন পৌত্রী হিসাবে মীরাস লাভ করবে। পৌত্রী মৃতদাদার সম্পত্তিতে কখনও যাবিল ফুরূয হিসেবে অংশীদার হয় এবং কখনও আসাবা হিসেবে। আবার অবস্থা বিশেষে বঞ্চিতও হয়। তার উত্তরাধিকার প্রাপ্তির জন্য শর্ত হচ্ছে, মৃতব্যক্তির কোন পুত্র বা দুই কন্যা জীবিত না থাকা। কেননা পুত্র জীবিত থাকলে পৌত্র ও পৌত্রী বঞ্চিত হয়। কারণ নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ -

আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন।

Free Courtesy www.eelm.weebly.com

আওলাদ (সন্তান) শব্দটি পৌত্রের ক্ষেত্রে কেবল তখনই প্রযোজ্য হয় যখন পুত্র বর্তমান না থাকে। আর এর ভিত্তি হচ্ছে এই মূলনীতির উপর যে, কোন শব্দের প্রকৃত অর্থ ও রূপক অর্থ একই সংগে গৃহীত হতে পারে না। শব্দের রূপক অর্থ গ্রহণ করা যায় কেবল তখনই যখন প্রকৃত অর্থ গ্রহণের কোন সুযোগ না থাকে। اولاد-এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ঔরসজাত সন্তান। পুত্রের সন্তানকে اولاد বলা হয় রূপকার্থে। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত ঔরসজাত পুত্র জীবিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আয়াতের اولاد শব্দটি পুত্রের সন্তানদের জন্য প্রযোজ্য হবে না এবং আয়াতে বর্ণিত মীরাসের বিধানেও তারা শামিল হবে না। তারা اولاد হিসেবে মীরাস পাবে কেবল তখনই যখন মৃতের ঔরসজাত পুত্র সন্তান জীবিত না থাকবে। বিষয়টি কেবল ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপরিউক্ত মূলনীতি দ্বারাই স্থিরীকৃত নয়। বরং একথার উপর উম্মতের ইজমা রয়েছে যে, পুত্রের বর্তমানে পৌত্র উত্তরাধিকার লাভ করবে না। অনুরূপ মৃতের দুই বা ততোধিক কন্যা জীবিত থাকলেও পৌত্রী মীরাস পাবে না। কারণ নারীদের মীরাসের সর্বোচ্চ পরিমাণ হচ্ছে দুই-তৃতীয়াংশ। কুরআন মজীদে একাধিক কন্যা তা যত সংখ্যকই হোক তাদের পরিমাণ বলা হয়েছে দুই-তৃতীয়াংশ। এমনিভাবে দুই বা ততোধিক বোনের পরিমাণও স্থির করা হয়েছে দুই-তৃতীয়াংশ। এত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নারীদের সর্বোচ্চ পরিমাণ দুই-তৃতীয়াংশ। হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন মিলে। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) এক কন্যার বর্তমানে পৌত্রীকে এক-ষষ্ঠাংশ প্রদান করে বলেন, এটা করা হলো للثاثين নারীদের দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্য। আর এ ফায়সালাকে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফয়সালার অনুরূপ বলে দাবি করেন। (মুসনাদে আহমদ ১ম খণ্ড, তিরমিযী ফারাইয)

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুস্পষ্টভাবেই বলেন ঃ

لَايُزَادُ حَقُّ الْبَنَاتِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ -

মেয়েদের অংশ দুই-তৃতীয়াংশের অধিক বৃদ্ধি করা যাবে না। (সিরাজী)

মৃতব্যক্তির দুই কন্যা জীবিত থাকলে তাদের হিস্যা যেহেতু দুই-তৃতীয়াংশ তথা নারীদের সর্বোচ্চ পরিমাণ পূর্ণ হয়ে যায় তাই সেক্ষেত্রে পৌত্রী কোন হিস্যা লাভ করবে না।

দাদার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রাপ্তির বিধানে পৌত্রীর মোট ছয় অবস্থা। তিন অবস্থায় সে হয় যাবিল ফুরূয আর দুই অবস্থায় হয় আসাবা বি-গায়রিহী এবং এক অবস্থায় হয় বঞ্চিত।

ক. মৃতব্যক্তির যদি পুত্র-কন্যা কেউ না থাকে কেবল একজন পৌত্রী থাকে তখন পৌত্রীর অংশ হবে সম্পত্তির অর্ধেক।

Free@www.e-iqra.weebly.com

খ. মৃতব্যক্তির যদি পুত্র-কন্যা না থাকে কিন্তু দুই বা ততোধিক পৌত্রী থাকে, তখন তাদের প্রাপ্য হলো সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ।

গ. মৃতব্যক্তির যদি পুত্র-কন্যা কেউ না থাকে কিন্তু পৌত্র থাকে এবং তার সংগে এক বা একাধিক পৌত্রী থাকে তখন পৌত্রের কারণে পৌত্রী আসাবা হবে এবং অন্যান্য যাবিল ফুরূযের অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি পৌত্র-পৌত্রীর মধ্যে পুরুষ নারীর দ্বিগুণ নিয়মে বণ্টন করা হবে।

উপরোক্ত তিন অবস্থায় পৌত্রী ও কন্যা একই নিয়মে উত্তরাধিকার লাভ করে। পরবর্তী তিন অবস্থায় পৌত্রীর নিয়ম কন্যার নিয়মের ব্যতিক্রম।

যদি মৃতব্যক্তির পুত্র-কন্যা না থাকে, পৌত্রও না থাকে কিন্তু এক বা একাধিক পৌত্রী থাকে এবং সেই সংগে প্রপৌত্র (পুত্রের পুত্রের পুত্র) থাকে তবে সেক্ষেত্রেও তৃতীয় অবস্থার অনুরূপ পৌত্রী ও প্রপৌত্র আসাবা হিসেবে মীরাস সম্পত্তি বণ্টন করা হবে।

মোটকথা পৌত্রীর সমস্তরে বা তার নীচের কোন পুরুষ ওয়ারিস (পৌত্র, প্রপৌত্র, ইত্যাদি) থাকলে তার কারণে পৌত্রী আসাবা হয়ে যাবে।

মৃতব্যক্তির যদি পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র না থাকে, কিন্তু একজন কন্যা থাকে এবং তার সাথে এক বা একাধিক পৌত্রী থাকে, তবে পৌত্রীর অংশ হবে ছয় ভাগের এক ভাগ। একজন হলে একাই এবং একাধিক হলে সবাই মিলে ঐ ছয় ভাগের এক অংশের অধিকারী হবে।

মৃতব্যক্তির একজন কন্যা সন্তান থাকলে তার পরিমাণ হয় অর্ধাংশ। অতঃপর দুই তৃতীয়াংশ পূরণ হতে এক-ষষ্ঠাংশ বাকি থাকে। কাজেই সে অংশ পৌত্রীকে প্রদান করত দুই-তৃতীয়াংশ পূরণ করা হবে। এর প্রমাণ বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর হাদীস। হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোন মৃতব্যক্তির যদি এক কন্যা, এক পৌত্রী ও এক বোন থাকে তবে সম্পত্তি কিভাবে বণ্টন করা হবে ? তিনি বললেন, আমি সেই ফয়সালাই দেব যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) দিয়েছিলেন। কন্যা পাবে অর্ধেক, পৌত্রী এক-ষষ্ঠাংশ, আর তা (নারীদের) দুই তৃতীয়াংশ পূরণ করার জন্য এবং তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে (আসাবা হিসেবে) তা পাবে বোন।

ঙ. মৃতব্যক্তির যদি দুই বা ততোধিক কন্যা সন্তান থাকে তবে পৌত্রী বঞ্চিত হবে। এর কারণ পূর্বে পৌত্রীর মীরাস লাভের শর্তের বিশ্লেষণে বর্ণিত হয়েছে। এ অবস্থায় পৌত্রীর সংগে তার সমস্তরের বা নিচের স্তরের কোন পৌত্র থাকে তবে সে পৌত্রের কারণে পৌত্রী আসাবা হিসেবে মীরাসের অধিকারী হবে।

চ. মৃতব্যক্তির পুত্র সন্তান থাকলে পৌত্রী বঞ্চিত হয়। এর কারণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

Free@www.e-iqraweebly.com

উল্লেখ্য, একাধিক পৌত্রীর মধ্যে মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে এটা বিবেচ্য নয় যে, তারা একই পুত্রের কন্যা, না একাধিক পুত্রের। বরং যত পুত্রেরই সন্তান হোক তাদের সর্বমোট সংখ্যাই বিবেচ্য। উদাহরণ স্বরূপ মৃতব্যক্তির এক পুত্রের আছে এক কন্যা, অপর পুত্রের তিন কন্যা। এ অবস্থায় উপরে বর্ণিত নিয়মানুসারে পৌত্রীগণ মীরাসের যে অংশ পাবে তা চার পৌত্রীর মধ্যে সমান হারে ভাগ করা হবে। যদি কেউ এমন করে যে, পৌত্রীদের অংশ দুই পুত্রের সন্তান হিসেবে প্রথমে দুই ভাগ করল এবং এক ভাগ এক পুত্রের এক কন্যাকে এবং অপর ভাগ অপর পুত্রের তিন কন্যাকে দিল তবে মীরাসের বিধানে সেটা ভুল সাব্যস্ত হবে।

একাধিক পুত্রের কন্যা-পৌত্রীদের মধ্যে যদি স্তরগত তারতম্য থাকে তবে উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে সেটা অবশ্য লক্ষণীয়। যেমন উমর নামের এক ব্যক্তির যায়দ, বকর ও খালেদ নামে তিনপুত্র সন্তান ছিল। প্রথম পুত্র যায়দ মারা গেল আমর নামক এক পুত্র ও হাসীনা নামে এক কন্যা রেখে। তারপর আমরও মারা গেল শাকির ও কারীমা নামের এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে। তারপর শাকির মারা গেল রাবেয়া নামে এক কন্যা রেখে।

দ্বিতীয় পুত্র বকর মারা গেল হাসান নামক এক পুত্র রেখে। হাসান মারা গেল শাহেদ নামক এক পুত্র ও তাহেরা নাম্নী এক কন্যা রেখে। শাহেদ মারা গেল হারিছ ও আমেনাকে রেখে। তারপর হারিছ মারা গেল এক কন্যা সন্তান রেখে।

তৃতীয় পুত্র খালেদ মারা গেল জাবের নামক এক পুত্র রেখে। জাবের মারা গেল গিয়াস নামক এক পুত্র রেখে। গিয়াস মারা গেল ফাতেমা নাম্নী এক কন্যা ও শাব্বীর নামক এক পুত্র রেখে। তারপর আব্দুল্লাহও মারা গেল এক কন্যা রেখে।

দেখা যাচ্ছে, উমরের প্রথম পুত্রের ধারায় আছে তিন স্তরে তিন পৌত্রী, দ্বিতীয় পুত্রের ধারায় এক স্তর নীচ থেকে তিন স্তরে তিন পৌত্রী এবং তৃতীয় পুত্রের আরও এক স্তর নীচ থেকে তিন স্তরে তিন পৌত্রী আছে। প্রথম ধারার প্রথম পৌত্রীর বরাবর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারায় কোন পৌত্রী নেই, প্রথম ধারার দ্বিতীয় পৌত্রীর বরাবরে দ্বিতীয় ধারার প্রথম পৌত্রী পড়ে, কিন্তু তৃতীয় ধারায় সে স্তরে কোন পৌত্রী নেই। প্রথম ধারার তৃতীয় পৌত্রীর বরাবরে আছে দ্বিতীয় ধারার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধারার প্রথম পৌত্রী। দ্বিতীয় ধারার তৃতীয় পৌত্রীর স্তরে প্রথম ধারায় কোন পৌত্রী নেই তবে তৃতীয় ধারার দ্বিতীয় পৌত্রী রয়েছে। তৃতীয় ধারার তৃতীয় পৌত্রীর স্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় ধারার কোন পৌত্রী নেই। প্রথম ও দ্বিতীয় ধারায় কোন পৌত্রী নেই।

এখন এই তিন ধারার পৌত্রীদের রেখে যদি উল্লিখিত উমর মারা যায় তবে প্রথম ধারার প্রথম পৌত্রী পাবে তার সম্পত্তির অর্ধেক এবং প্রথম ধারার দ্বিতীয় স্তরের পৌত্রী এবং সেই স্তরে দ্বিতীয় ধারার প্রথম পৌত্রী মিলে পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। এভাবে দুই

Free@www.e-ilmweb.com

তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়ে যায়। কাজেই এর পরবর্তী স্তরের পৌত্রীগণ কিছুই পাবে না। হ্যাঁ, তাদের সংগে যদি পৌত্রও থাকত তবে আসাবা হিসেবে তারা অবশিষ্ট সম্পত্তিতে অংশীদার হতো। (আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

আপন বোনের অবস্থা ও অংশ

মৃতব্যক্তির সম্পত্তিতে তার আপন বোনেরও হক রয়েছে। সে অংশ লাভ করে কখনও যাবিল ফুরূয হিসেবে এবং কখনও আসাবা হিসেবে। আবার অবস্থা বিশেষে সে বঞ্চিত হয়। তবে উত্তরাধিকার প্রাপ্তির জন্য শর্ত হচ্ছে মৃতব্যক্তির পুত্র, পৌত্র (যত নীচের হোক), পিতা বা দাদা জীবিত না থাকা। কেননা কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ـ

তারা আনপার নিকট ফতওয়া জানতে চায়—আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ'-এর মীরাস সংক্রান্ত ফতওয়া দিচ্ছেন যে, যদি কোন পুরুষ মারা যায় এবং তার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং বোন থাকে, তবে সে পাবে তার সম্পত্তির অর্ধাংশ। (সূরা নিসা ৪ ঃ ১৭৬)

এ আয়াতে বোনের মীরাসপ্রাপ্তির জন্য যেমন মৃতব্যক্তির পুত্র সন্তান না থাকার শর্তারোপ করা হয়েছে। তেমনি 'কালালাহ' শব্দ দ্বারা এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, বোনের মীরাস পাওয়ার জন্য মৃতের পিতা বা দাদা বর্তমান না থাকাও জরুরী। কেননা আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বোন 'কালালাহ' জাতীয় মৃতেরই উত্তরাধিকার লাভ করে। আর 'কালালাহ' বলা হয় এমন মৃতব্যক্তিকে যার পুত্র-পৌত্র ও পিতা-পিতামহ নেই। (আহকামুল কুরআন ২য় খণ্ড, রূহুল মাআনী)

উত্তরাধিকার পাওয়া হিসেবে বোনের মোট পাঁচ অবস্থা

ক. মৃতব্যক্তির পুত্র-পৌত্র (যত নীচের হোক) কিংবা পিতা কিংবা দাদা জীবিত থাকলে আপন বোন তার উত্তরাধিকার লাভ করে না।

খ. উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের কেউ যদি জীবিত না থাকে এবং মৃতব্যক্তির কন্যা, পৌত্রী ও আপন ভাইও না থাকে তবে বোন যাবিল ফুরূয হিসেবে অংশ লাভ করে। এক্ষেত্রে আপন বোন একজন থাকলে সে সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। উপরে বর্ণিত আয়াতটি এর দলীল।

গ. উল্লিখিত অবস্থায় আপন বোন একাধিক থাকলে তারা সবাই মিলে পাবে সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ। ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ـ

Free @ www.e-iqra.weebly.com

তারা যদি দুইজন হয় তবে তাদের জন্য রয়েছে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ। (সূরা নিসা ৪ ঃ ১১)

ঘ. মৃতব্যক্তির আপন বোনের সাথে যদি আপন ভাই জীবিত থাকে তবে বোন ভাইয়ের কারণে আসাবা হয়ে যাবে এবং যাবিল ফুরূযের অংশ প্রদানের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পুরুষ পাবে স্ত্রীলোকের দ্বিগুণ নিয়মে সে ভাই-বোনের মধ্যে বণ্টন করা হবে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنْ كَانُوْا اِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ـ

যদি ভাই বোন উভয়ই থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। (সূরা নিসা ৪ ঃ ১১)

উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, আলোচ্য আয়াতে ভাই-বোন দ্বারা কেবল একই পিতা-মাতার সন্তান তথা আপন ভাই-বোনকে বুঝানো হয়েছে। বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোনকে নয়। (আল মাওয়ারীস, আহ্কামুল কুরআন ২য় খণ্ড)

ঙ. মৃতব্যক্তির যদি আপন ভাই জীবিত না থাকে, কিন্তু কন্যা বা পৌত্রী থাকে তখন তাদের অংশ প্রদানের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা আসাবা (মাআ গায়রিহী) হিসেবে মৃতব্যক্তির আপন বোন লাভ করবে। এ ব্যাপারে ফারাইযবিদদের এই উক্তিটি প্রসিদ্ধ যে,

اِجْعَلُوا الاَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً ـ

কন্যাদের সংগে বোনদেরকে আসাবা বানিয়ে দাও।

কেউ কেউ (সিরাজী) এটাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসরূপেও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বস্তুত এটি হাদীসরূপে প্রমাণিত নয়। (আল মাওয়ারীস, শামী ১০ম খণ্ড)

অবশ্য উক্তিটির মর্ম ও মূল বক্তব্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন হযরত মুয়ায (রা) মৃতব্যক্তির এক কন্যাকে সম্পত্তির অর্ধাংশ প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক প্রদান করেন মৃতের বোনকে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাঁদের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। (ইলাউস সুনান, ১৮তম খণ্ড)

এমনিভাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) মৃতের কন্যাকে অর্ধেক ও পৌত্রীকে এক-ষষ্ঠাংশ প্রদান করার পর অবশিষ্টাংশ মৃতের বোনকে প্রদান করেন এবং এটাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফায়সালার অনুরূপ বলে দাবি করেন। (হাকিমের বরাতে ইলাউস সুনান, ১৮তম খণ্ড)

বৈমাত্রেয় বোনের অবস্থা ও অংশ

আপন বোনের মত মৃতব্যক্তির বৈমাত্রেয় বোনও তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে। আপন বোনের উত্তরাধিকার প্রাপ্তির জন্য যে শর্ত রয়েছে বৈমাত্রেয় বোনের

Free@www.e-iqra.weebly.com

ক্ষেত্রেও সে শর্ত প্রযোজ্য। কেননা কুরআন মজীদের যে আয়াত দ্বারা বোনের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে বোন বলতে আপন ও বৈমাত্রেয় উভয় রকমের বোনকেই বুঝানো হয়েছে। (রূহুল মাআনী, ৩য় খণ্ড)

তবে বৈমাত্রেয় বোনের ক্ষেত্রে বাড়তি আরও কিছু শর্ত আছে। তা এই যে, মৃতব্যক্তির দু'জন আপন বোন যেন না থাকে। যদি বৈমাত্রেয় বোনের সাথে বৈমাত্রেয় ভাইও থাকে তখন সে আসাবা হিসেবে মীরাস পাবে।

মৃতব্যক্তির আপন ভাই যেন না থাকে। কেননা আপন ভাই-বোনদের মীরাস ঔরসজাত সন্তানদের স্থানে এবং বৈমাত্রেয় ভাই-বোনদের মীরাস পুত্রের সন্তান তথা পৌত্র-পৌত্রীদের স্থানে প্রতিষ্ঠিত। কাজেই পুত্রের বর্তমানে যেমন পৌত্র-পৌত্রী বঞ্চিত হয় তেমনি আপন ভাই-বোনের বর্তমানেও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন বঞ্চিত হয়। (সিরাজী টীকাসহ)

এমনিভাবে বৈমাত্রেয় বোনের মীরাস লাভের জন্য একজন আপন বোন এবং তার সংগে কন্যা বা পৌত্রী বর্তমান না থাকার শর্ত। কেননা তখন কন্যা বা পৌত্রীর সংগে মিলে বোন আসাবা হয়ে যায় আর আত্মীয়তার শক্তিতে আপন বোনের অবস্থান বৈমাত্রেয়ী বোনের উপরে। কাজেই সে ক্ষেত্রে আপন বোনই আসাবা হিসাবে মীরাস লাভ করে। বৈমাত্রেয় বোন কিছুই পাবে না। মোদ্দাকথা বৈমাত্রেয় বোন কখনও যাবিল ফুরূয হিসেবে মীরাস লাভ করে, কখনও আসাবা হিসেবে। আবার অবস্থাভেদে সে বঞ্চিত হয়। তার মোট সাত অবস্থা।

ক. মৃতব্যক্তির যদি পুত্র, পৌত্র (যত নীচের হোক) পিতা, পিতামহ, আপন ভাই, দুইজন আপন বোন কিংবা একজন আপন বোন সেই সংগে কন্যা বা পৌত্রী (যত নীচের হোক) জীবিত থাকলে বৈমাত্রেয় বোন উত্তরাধিকার লাভ করে না।

খ. মৃতব্যক্তির উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের কেউ যদি জীবিত না থাকে এবং বৈমাত্রেয় বোন কেবল একজন থাকে তখন যাবিল ফুরূয হিসেবে সে পাবে সম্পত্তির অর্ধাংশ। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

لَهٗ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ـ

তার যদি এক বোন থাকে তবে সে পাবে সম্পত্তির অর্ধাংশ। (সূরা নিসা ৪ ঃ ১৭৬)

এ আয়াত আপন বোনের অবর্তমানে বৈমাত্রেয় বোনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

গ. উল্লিখিত অবস্থায় আপন বোন দুই বা ততোধিক হলে তারা সবাই মিলে পাবে সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ। ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ـ

তারা দু'জন হলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ (সূরা নিসা ৪ ঃ ১৭৬)

ঘ. মৃতব্যক্তির যদি কন্যা বা পৌত্রী (যত নীচের হোক) থাকে এবং তাদের সংগে বৈমাত্রেয় বোন থাকে, আপন বোন না থাকে তখন কন্যা বা পৌত্রীর সংগে বৈমাত্রেয় বোন আসাবা হবে এবং যাবিল ফুরূযের অংশ প্রদানের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা আসাবা হিসাবে বৈমাত্রেয় বোন পাবে। (ঠিক আপন বোন থাকলে যেমন আসাবা হতো। আপন বোনের আসাবা হওয়ার প্রমাণসমূহ এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

ঙ. মৃতব্যক্তির যদি কন্যা পৌত্রী না থাকে, কিন্তু একজন আপন বোন থাকে তখন বৈমাত্রেয় বোন পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। যেমন আপন বোনের অর্ধাংশ প্রদানের পর নারীদের দুই-তৃতীয়াংশ পূরণ হতে এক-ষষ্ঠাংশই বাকি থাকে। বৈমাত্রেয় বোন একাধিক হলে সকলে মিলে সেই এক-ষষ্ঠাংশ সমহারে বণ্টন করে নিবে।

চ. আপন বোন একাধিক থাকলে বৈমাত্রেয় বোন মীরাস পায় না।

ছ. একাধিক আপন বোন থাকা অবস্থায় মৃতব্যক্তির যদি বৈমাত্রেয় ভাই ও বোন উভয়ই থাকে তবে ভাইয়ের কারণে সে বোন আসাবা হয়ে যাবে। আপন বোন তথা যাবিল ফুরূযের অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি পুরুষ নারীর দ্বিগুণ নিয়মে বৈমাত্রেয় ভাই-বোনের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

বৈপিত্রেয় বোনের অবস্থা ও অংশ

বৈপিত্রেয় বোন বলতে এমন বোনকে বুঝায় যে মৃতব্যক্তির সহোদরা বা একই মায়ের সন্তান বটে, কিন্তু তার পিতা ভিন্ন। অবস্থা বিশেষে এরূপ বোনও তার মৃতভাইয়ের উত্তরাধিকার লাভ করে। তবে শর্ত হচ্ছে, তার সে মৃত ভাইয়ের পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী (যত নীচের হোক) এবং পিতা বা দাদা জীবিত না থাকা। কেননা তার উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সূরা নিসার কালালা সংক্রান্ত প্রথম আয়াত (৪ ঃ ১২) দ্বারা, যাতে বলা হয়েছে, যে পুরুষ বা নারীর মীরাস বণ্টন করা হবে সে যদি 'কালালা' হয় এবং তার এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে সে পাবে এক-ষষ্ঠাংশ (৪ ঃ ১২)। উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মতানুযায়ী এ আয়াতে ভাই-বোন বলতে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনকে বুঝানো হয়েছে।

বৈপিত্রেয় বোন কেবল যাবিল ফুরূয হিসেবেই উত্তরাধিকার লাভ করে, কখনও আসাবা হয় না। তার মোট তিন অবস্থা ঃ

ক. মৃতব্যক্তির যদি পুত্র-কন্যা ও পৌত্র-পৌত্রী (যত নীচের হোক) এবং পিতা ও দাদা থাকে তবে বৈপিত্রেয় বোন কিছুই পায় না।

খ. মৃতব্যক্তির যদি উপরোক্ত কোন ওয়ারিস না থাকে কিন্তু একজন বৈপিত্রেয় বোন থাকে, তখন সে পাবে সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ।

Free @ www.e-iqra.weebly.com

Free @www.e-iqra.net

গ. যদি বৈপিত্রেয় বোন একাধিক থাকে কিংবা এরূপ বোনের সাথে এরূপ ভাইও থাকে, তবে তারা সকলে মিলে পাবে এক-তৃতীয়াংশ এবং তাদের মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি সমান হারে বণ্টন করা হবে। উল্লেখ্য, বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনে নারী-পুরুষের তারতম্য হয় না। (শামী ১০ম খণ্ড)

মায়ের অবস্থা ও তাঁর অংশ

মা সর্বাবস্থায় তার সন্তানের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে। মা কখনই বঞ্চিত হয় না। তার মোট তিন অবস্থা হতে পারে ঃ

ক. মৃতব্যক্তির পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী (যত নীচের হোক) জীবিত থাকলে মা তার সমুদয় সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ـ

তার যদি সন্তান থাকে, তবে তার পিতামাতা প্রত্যেকে পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ। (সূরা নিসা ৪ ঃ ১১)

এমনিভাবে মৃতব্যক্তির যদি একাধিক ভাই-বোন থাকে, তা আপন বোন হোক কিংবা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় সর্বাবস্থায় মা তার সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ ـ

তার ভাই-বোন থাকলে মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। (সূরা নিসা ৪ ঃ ১২)

এ আয়াতে اخوة শব্দটি দ্বারা ভাই-বোন উভয়কে বুঝানো হয়েছে এবং তা সর্বপ্রকার ভাই-বোনকে। এমনিভাবে اخوة শব্দটি বহুবচন হলেও দুই সংখ্যকও এর অন্তর্ভুক্ত। (রূহুল মাআনী ২য় খণ্ড, আহকামুল কুরআন ২য় খণ্ড)

খ. মৃতব্যক্তির স্ত্রী ও পিতামাতা কিংবা স্বামী ও পিতামাতা জীবিত থাকলে স্ত্রীর বা স্বামীর অংশ প্রদানের পর যা অবশিষ্ট থাকবে মা তার এক-তৃতীয়াংশ লাভ করবে।

এখানে মাস্আলার দুটি অবস্থা ঃ ক. স্ত্রীর সাথে পিতামাতা এবং খ. স্বামীর সাথে পিতামাতা। এ দুটি বিষয়ে হযরত উমর (রা) উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং অধিকাংশ সাহাবী তা গ্রহণ করে নেন। তাই এ দুটিকে তার নামের সংগে সম্পৃক্ত করে আল মাসআলা উমারিয়্যাতাইন বলা হয়।

উল্লিখিত অবস্থায় পিতার স্থানে যদি দাদা থাকে, অর্থাৎ কেউ যদি স্ত্রী, দাদা ও মা রেখে কিংবা স্বামী, দাদা ও মা রেখে মারা যায় তবে মা সমুদয় সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ-এর মত। কেননা পিতা জীবিত থাকলে তখন মাকে যে স্বামী-স্ত্রীর অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দেওয়া হতো, তার কারণ ছিল এই যে, যাতে মায়ের পরিমাণ পিতার

Free@www.e-iqra.weebly.com

চেয়ে বেশি না হয়ে যায়। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর প্রশ্নের উত্তরে যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) এ কথাই বলেছিলেন। (ইলাউস সুনান)

পক্ষান্তরে পিতার স্থলে যদি দাদা থাকে তবে দাদা যেহেতু মায়ের সমস্তরের ওয়ারিস নয়, তাই সেক্ষেত্রে উল্লিখিত মূলনীতি প্রযোজ্য নয়। তখন মা সমুদয় সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে। (আল মাওয়ারিস, ইলাউস সুনান)

গ. মৃতব্যক্তির পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, একাধিক ভাই-বোন এবং স্ত্রীর সংগে পিতা বা স্বামীর সংগে পিতা অথবা পিতার সংগে স্বামী বা স্ত্রী জীবিত না থাকলে মাতা সমুদয় সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাবে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ اَبَوَاهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ـ

সে যদি নিঃসন্তান হয় এবং তার পিতামাতাই যদি ওয়ারিস হয় তবে তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ। (সূরা নিসা ৪ ঃ ১১)

দাদী/নানীর অবস্থা ও অংশ

দাদী বলতে কেবল পিতার মা-ই নয় বরং পিতামহের মা, পিতামহীর মা, প্রপিতামহের মা, প্রপিতামহীর মা এভাবে যত উপরে হোক সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে নানী বলতে মায়ের মা, নানীর মা, নানীর নানী (যত উপরে হোক) সবাইকে বোঝায়। তাদের মধ্যে পিতার মা ও মায়ের মা প্রথম স্তরের দাদী-নানী, দ্বিতীয় স্তরের দাদী-নানী হচ্ছে দাদার মা, দাদীর মা ও নানীর মা। প্রথম স্তরের বর্তমানে ঊর্ধ্বতন স্তরের দাদী ও নানী বঞ্চিত হয়।

পৌত্র-পৌত্রী ও দৌহিত্র-দৌহিত্রীর সম্পত্তিতে দাদী এবং নানীরও উত্তরাধিকার রয়েছে। তাদের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাসূল (সা)-এর হাদীস এবং উম্মতের ইজমা দ্বারা। তারা মীরাস লাভ করে যাবিল ফুরূয হিসেবে। অবস্থা বিশেষে তারা বঞ্চিত হয়। তাদের মোট তিন অবস্থা ঃ

ক. মৃতব্যক্তির মা জীবিত থাকলে দাদী ও নানী কোন অংশ পায় না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) নানী/দাদীকে মীরাস প্রদান করেছেন মা না থাকা অবস্থায়, (সুনানে আবূ দাউদ এর বরাতে ইলাউস সুনান) মা এর বর্তমানে নয়। কাজেই মা থাকলে তারা মীরাস পাবে না।

খ. পিতা জীবিত থাকলে দাদী বঞ্চিত হয়। কিন্তু নানীর অংশ ছয় ভাগের এক যথারীতি বহাল থাকে। হযরত আলী (রা) হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) ও হযরত উসমান (রা) পিতার বর্তমানে দাদীকে অংশ দিতেন না। (ইলাউস সুনান)

তাছাড়া দাদীর মীরাস যেহেতু পিতার মধ্যস্থতায় (মাতৃত্বের সূত্রে) লাভ হয় আর নিয়মানুযায়ী মধ্যস্থতাকারীর বর্তমানে মধ্যস্থতা লাভকারী বঞ্চিত হয়। তাই পিতার

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বর্তমানে দাদী বঞ্চিত হবে। দাদার দ্বারাও উর্ধ্বতন দাদীগণ বঞ্চিত হয়, তবে মৃতের দাদী (পিতার মা) তথা দাদার স্ত্রী দাদা দ্বারা বঞ্চিত হবে না। কারণ তার মধ্যস্থতাকারী মৃতের দাদা নয় বরং পিতা। কাজেই দাদা জীবিত থাকলেও দাদী উত্তরাধিকার লাভ করবে। (শামী ১০ খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

গ. মৃতের পিতা, মাতা, দাদা (যত উর্ধ্বের থাকে) জীবিত না থাকলে দাদী ও নানী সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ লাভ করবে।

ইমাম আবূ দাউদ, ইব্ন মাজাহ (র) প্রমুখ উদ্ধৃত করেন যে, একবার হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট এক জাদ্দাহ (নানী) উত্তরাধিকার দাবি নিয়ে আসলে তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাবে তোমার কোন অংশ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ থেকেও এ সম্পর্কে আমি কিছু শুনিনি। তুমি চলে যাও। আমি লোকদের সংগে তোমার বিষয়ে পরামর্শ করব। তিনি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলে হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) বললেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এক জাদ্দাহ (নানী) উপস্থিত হলে তিনি তাকে এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছিলেন। হযরত আবূ বকর বললেন, এ বিষয়ে কী তোমার কোন সাক্ষী আছে ? তখন সাহাবী মুহাম্মদ ইব্ন মাস্‌লামা (রা) ও সাহাবী মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। সেমতে হযরত আবূ বকর (রা) তাকে এক-ষষ্ঠাংশ প্রদান করলেন। অতঃপর মৃতের দাদী এসে হযরত উমর (রা)-এর কাছে মীরাস দাবি করল। হযরত উমর (রা) বললেন, আমার মতে ঐ ষষ্ঠাংশে তোমরা দুজন শরীক হবে। হযরত উবাদা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) দুই জাদ্দাহ (দাদী/নানী)-কে এক-ষষ্ঠাংশ প্রদান করেছেন।

এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) পিতার দিক থেকে দুই জাদ্দাহ (পিতার মায়ের মা) এবং (পিতার পিতার মা) এবং মায়ের দিক থেকে এক জাদ্দাহ (মায়ের মায়ের মা)-কে সম্মিলিতভাবে এক-ষষ্ঠাংশ প্রদান করেন। (ইলাউস সুনান)

যদি এক দাদী এক সূত্রে মৃতের আত্মীয় হয়, যেমন মৃতের পিতার নানী আর অপর এক দাদী দুই বা তার বেশি সূত্রে আত্মীয় হয়, যেমন একই মহিলা মাতার নানী এবং পিতার দাদী এ অবস্থায় ইমাম আবূ ইউসূফ (র)-এর মতে মৃতের সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ উভয় দাদীর মধ্যে মাথা পিছু হারে বণ্টন করা হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন যে, এরূপ দুই দাদীর মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করা হবে আত্মীয়তার সূত্র হিসেবে। অর্থাৎ উক্ত ছয় ভাগের এক ভাগকে তিন ভাগ করে এক সূত্রের অধিকারিনীকে এক ভাগ এবং দুই সূত্রের অধিকারিনীকে দু'ভাগ দেওয়া হবে। তবে ফাতাওয়া ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতের উপর।

Free @ www.eelm.weebly.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আসাবার মীরাসের বিবরণ

আসাবার পরিচয় ও তার শ্রেণীভেদ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে এবং এ কথাও বলা হয়েছে যে, যাবিল ফুরূযের অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি এবং যাবিল ফুরূযের অবর্তমানে সমুদয় সম্পত্তি আসাবা লাভ করবে। আরও বলা হয়েছে যে, আসাবা বি-নাফসিহী চারটি ধারায় হতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে যে, বর্ণিত চার ধারার আসাবাই যদি জীবিত থাকে কিংবা একই ধারার একাধিক স্তরের আসাবা থাকে তখন সম্পত্তি বণ্টনের নীতি কী হবে ? ইসলামী শরীয়ত এ ক্ষেত্রে সম্পত্তি বণ্টনের জন্য অগ্রাধিকার প্রদানের নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে সে নীতির অনুসরণ অপরিহার্য। সে নীতির মূলকথা হচ্ছে, নিকটতম দ্বারা দূরতম বঞ্চিত হবে।

আসাবার মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদানের নীতি

আসাবার মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদানের তিনটি নীতি রয়েছে। যথা ঃ

ক. ধারাভিত্তিক অগ্রাধিকার ঃ আসাবার মধ্যে পুত্রীয় ধারা, পিতৃত্বের ধারা, ভ্রাতৃত্বের ধারা ও চাচাত ধারা–এ চার প্রকার আসাবার মধ্যে সর্ব প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া হবে পুত্রীয় ধারার ভিত্তিতে। তাদের বর্তমানে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধারার আসাবা উত্তরাধিকার লাভ করবে না। এ ধারার কোন আসাবা না থাকলে তখন দ্বিতীয় ধারার আসাবা উত্তরাধিকার লাভ করবে। এমনিভাবে তৃতীয় ধারার আসাবা উত্তরাধিকার লাভ করবে দ্বিতীয় ধারার কোন আসাবা না থাকলে। আর চতুর্থ ধারার অধিকার চতুর্থ পর্যায়ে। কেননা প্রথম ধারার আত্মীয়গণ মৃতের অধিক নিকটতম। তারপর নিকটতম দ্বিতীয় ধারার। তারপর তৃতীয় ধারার এবং তারপর চতুর্থ ধারার আত্মীয়গণ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ মৃতব্যক্তির যদি (প্রথম ধারায়) পুত্র, (দ্বিতীয় ধারায়) পিতা, (তৃতীয় ধারায়) ভাই এবং (চতুর্থ ধারায়) চাচা থাকে তখন যাবিল ফুরূযের অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি আসাবা হিসেবে তার পুত্র লাভ করবে। পিতা, ভাই ও চাচা আসাবা হিসাবে কিছুই পাবে না। যদি পুত্র না থাকে, তখন পিতাকে ভাই ও চাচার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পুত্র ও পিতা না থাকলে ভাই চাচার উপর অগ্রাধিকারী হবে।

Free e-Library www.e-iqraweebly.com

যদি ভাইও না থাকে তখন চাচা আসাবা সাব্যস্ত হবে এবং অবশিষ্ট সম্পত্তির হকদার হবে।

খ. স্তরভিত্তিক অগ্রাধিকার ঃ একই ধারার একাধিক আসাবা থাকলে এ নীতি প্রযোজ্য। যেমন কেউ যদি প্রথম ধারার আসাবার মধ্যে পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র রেখে মারা যায়, তখন আসাবা হিসেবে পুত্রই সম্পত্তি লাভ করবে। পৌত্র ও প্রপৌত্র নয়, যদি পুত্র না থাকে কিন্তু পৌত্র ও প্রপৌত্র থাকে তখন পৌত্র আসাবা হিসেবে সম্পত্তি পাবে, প্রপৌত্র নয়। যদি পৌত্রও না থাকে তখন প্রপৌত্র হকদার সাব্যস্ত হবে। কেননা আত্মীয়তার স্তর হিসেবে পুত্র মৃতব্যক্তির সর্বনিকটতম, তারপর নিকটতম হচ্ছে পৌত্র এবং তারপর প্রপৌত্র। এভাবে যত নীচে নামবে ততই নৈকট্য কমবে ও দূরত্ব বাড়বে।

গ. আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতার অগ্রাধিকার ঃ একই ধারা এ একই স্তরে একাধিক আসাবা থাকলে এ নীতিটি প্রযোজ্য হবে। যেমন এক ব্যক্তির আপন ভাই ও বৈমাত্রেয় ভাই মারা গেলে এখন এরা দুজন যদিও একই ধারার (ভ্রাতৃত্বের ধারার) একই স্তরের আত্মীয় কিন্তু আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতায় উভয়ে সমান নয়। কেননা আপন ভাই পিতা ও মাতা উভয় সূত্রে আত্মীয় কিন্তু বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক কেবল পিতার দিক থেকে, মায়ের দিক থেকে নয়। আপন ভাই যেহেতু ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের তুলনায় মৃতের বেশি কাছে তাই মৃতের সম্পত্তি সেই লাভ করবে, বৈমাত্রেয় ভাই নয়।

উল্লেখ্য, এই শেষোক্ত নীতি কেবল ভ্রাতৃত্ব ও চাচাত ধারার আসাবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পুত্রীয় ও পিতৃত্বের ধারায় প্রযোজ্য নয়। (শামী ১০ম খণ্ড, আল মাওয়ারীস)

যদি একই ধারার একই স্তরের সমপর্যায়ের একাধিক আসাবা থাকে, কিন্তু তাদের মূল আলাদা আলাদা হয় তখন মূলের ভিত্তিতে নয়, বরং মাথাপিছু হারে সম্পত্তি বণ্টন করা হবে। যেমন ভ্রাতৃত্বের ধারার আত্মীয়দের মধ্যে দশজন আপন ভাতিজা জীবিত আছে। তাদের মধ্যে সাতজন এক ভাইয়ের পুত্র, দুইজন অপর ভাইয়ের পুত্র এবং একজন অপর এক ভাইয়ের পুত্র। এখন সম্পত্তি বণ্টন করতে গিয়ে কেউ যদি তাদের মূল ধরে তিন ভাগ করে এবং এক এক ভাইয়ের সন্তানদের মধ্যে এক এক ভাগ বণ্টন করে দেয় তবে সেটা বিধিসম্মত হবে না। বরং বর্তমান জীবিত ওয়ারিস হিসেবে দশ ভাতিজার মধ্যে সম্পত্তিকে দশভাগ করে দিতে হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

অগ্রাধিকার হিসেবে আসাবার ক্রমবিন্যাস এক নজরে

সর্বনিকটতম আসাবা পুত্র, তারপর পুত্রের পুত্র, তারপর তস্য পুত্র (এভাবে নীচের দিকে তারপর পিতা, তারপর পিতার পিতা এভাবে উপরের দিকে) তারপর আপন ভাই, তারপর বৈমাত্রেয় ভাই, তারপর আপন ভাতিজা, তারপর বৈমাত্রেয় ভাতিজা,

তারপর আপন চাচা, তারপর বৈমাত্রেয় চাচা, তারপর আপন চাচাত ভাই, তারপর বৈমাত্রেয় চাচাত ভাই, তারপর পিতার আপন চাচাত ভাই, তারপর পিতার বৈমাত্রেয় চাচাত ভাই, তারপর দাদার আপন চাচা, বৈমাত্রেয় চাচা ইত্যাদি। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

আসাবা বি-নাফসিহীর উত্তরাধিকার

ধারাবাহিকভাবে আসাবা জাতীয় আত্মীয়দের উত্তরাধিকারের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

পুত্র ঃ পুত্রের কোন নির্ধারিত অংশ নেই। সুতরাং সে সর্বাবস্থায় আসাবা। আসাবা হিসেবে তার স্থান সর্বাগ্রে। তার বর্তমানে মৃতব্যক্তির কন্যাগণ ছাড়া অন্য কোন আত্মীয় আসাবা হিসেবে উত্তরাধিকার লাভ করবে না। যাবিল ফুরূয জাতীয় আত্মীয় জীবিত থাকা না থাকা বা কম-বেশি থাকার ভিত্তিতে পুত্রের মীরাসের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ মৃতব্যক্তির যাবিল ফুরূয-জাতীয় কোন আত্মীয় বর্তমান না থাকলে পুত্র (এবং কন্যা থাকলে পুত্রের সংগে সেও) সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার লাভ করে। আর যদি সে রকমের কোন আত্মীয় থাকে তবে যত বেশি থাকবে পুত্রের মীরাসের পরিমাণ তত কমবে। আর তাদের সংখ্যা যত কম হবে পুত্রের মীরাসের পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাবে। যেমন এক ব্যক্তির যাবিল ফুরূয আত্মীয় বলতে কেবল মা আছে। এ অবস্থায় মায়ের এক-ষষ্ঠাংশ দেওয়ার পর বাকি সম্পত্তি অর্থাৎ ছয় ভাগের পাঁচ অংশ পুত্র লাভ করবে। কিন্তু মায়ের সংগে যদি মৃতব্যক্তির পিতাও থাকে, তখন তাকেও ছয় ভাগের এক অংশ দেওয়া হবে। এ অবস্থায় পুত্রের অবশিষ্ট থাকবে ছয় ভাগের চার অংশ। যদি মৃতব্যক্তির স্ত্রীও জীবিত থাকে তখন পুত্রের অংশ আরও কমবে।

মৃতব্যক্তির পুত্র-কন্যা উভয় থাকলে পুত্রের কারণে কন্যাও আসাবা হবে। (আসাবা বি-গায়রিহী) এবং কন্যার অংশ পুত্রের অর্ধেক নীতিতে তাদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করা হবে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ -

এক পুত্রের অংশ দু'কন্যার অংশের সমান। (সূরা নিসা ৪ ঃ ১১)

পৌত্র ঃ মৃতব্যক্তির পুত্র সন্তান না থাকলে তদস্থলে পৌত্র আসাবা হয় এবং যাবিল ফুরূযের অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি সে লাভ করে। পৌত্রের সংগে এক বা একাধিক পৌত্রী থাকলে তারা পৌত্রের কারণে আসাবা হয়। সে ক্ষেত্রে নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক এ নীতিতে পৌত্র-পৌত্রীর মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করা হবে।

মৃতব্যক্তির পুত্র সন্তান থাকলে পৌত্র-পৌত্রী কোন অংশ পায় না। পুত্র না থাকলে তখন প্রপৌত্র আসাবা হয় এবং পৌত্রের নিয়ম তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। এভাবে যত নীচে যাবে একই নিয়ম বর্তাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ ধারার অধঃস্তন কোন পুরুষ সন্তান থাকবে সেই আসাবা হবে। অন্য ধারার কেউ হকদার সাব্যস্ত হবে না।

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free@www.e-iqra.com

পিতা ও দাদা ঃ (যত উপরের হোক) ঃ পিতা এবং পিতার অবর্তমানে দাদা যেমন যাবিল ফুরূয তেমনি অবস্থাবিশেষে আসাবাও হয়ে থাকে। যা যাবিল ফুরূযের আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে।

আপন ভাই ঃ মৃতের পুত্র-পৌত্র (যত নীচের হোক) এবং পিতা, পিতামহ (যত উর্ধ্বের হোক) কেউ জীবিত থাকলে আপন ভাই কোন সম্পত্তি পায় না। তাদের কেউ জীবিত না থাকলে আপন ভাই আসাবা হয় এবং যাবিল ফুরূযের অংশ প্রদানের পর যা অবশিষ্ট থাকে সে তার অধিকারী হয়। আপন ভাইয়ের সংগে আপন বোন থাকলে ভাইয়ের কারণে সে আসাবা হয়। তখন নারীর দ্বিগুণ পুরুষ—এ নীতিতে তাদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করতে হয়।

বৈমাত্রেয় ভাই ঃ মৃতব্যক্তির যদি পুত্র, পৌত্র, পিতা, পিতামহ কিংবা আপন ভাই এদের কেউ বর্তমান থাকে, তবে বৈমাত্রেয় ভাই তার সম্পত্তিতে হকদার হয় না। তাদের কেউ জীবিত না থাকলে তখন বৈমাত্রেয় ভাই আসাবা হয় এবং যাবিল ফুরূযের অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তিতে তার হক প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে সংগে যদি বৈমাত্রেয় বোনও থাকে, তখন ভাইয়ের কারণে বোন আসাবা হয় এবং নারী পুরুষের ব্যবধান অনুযায়ী তাদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করতে হয়।

আপন ভাইয়ের বর্তমানে যেমন বৈমাত্রেয় ভাই আসাবা হয় না তেমনি আপন বোন এবং কন্যার বর্তমানেও বৈমাত্রেয় ভাই কোন হিস্যা লাভ করে না।

আপন ভাতিজা ও বৈমাত্রেয় ভাতিজা (এবং তদনিম্ন ব্যক্তিবর্গ) মৃতব্যক্তির উপরিউক্ত আত্মীয়দের মধ্যে কেউ জীবিত না থাকলে তখন আপন ভাতিজা আসাবা হয় এবং যাবিল ফুরূযের অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি সে পেয়ে যায়। মৃতব্যক্তির আপন ও বৈমাত্রেয় বোন থাকলে তারা ভাতিজার কারণে আসাবা হয় না। বরং তারা যথারীতি যাবিল ফুরূযই থেকে যায়। কোনও রকমের ভাতিজী কখনও আসাবা হয় না। এমনকি তারা যাবিল ফুরূযও নয় বরং তারা যাবিল আরহামের অন্তর্ভুক্ত।

আপন ভাতিজা না থাকলে তখন বৈমাত্রেয় ভাতিজা আসাবা হয় । তাদের অবর্তমানে যথাক্রমে আপন ভাতিজার পুত্র ও বৈমাত্রেয় ভাতিজার পুত্র আসাবা হয়। এ সকল ক্ষেত্রে আপন ভাতিজার নিয়ম প্রযোজ্য।

বিশেষ কিছু আসাবা যেমন ক. আপন চাচা, খ. বৈমাত্রেয় চাচা, গ. আপন চাচাত ভাই, ঘ. বৈমাত্রেয় চাচাত ভাই, ঙ. আপন চাচার পৌত্র, চ. বৈমাত্রেয় চাচার পৌত্র এভাবে অধঃস্তন পুরুষগণের বিধান হলো, প্রথমোক্ত তিন ধারার কোনও আসাবা বর্তমান না থাকলে তখন এ ধারার উপরিউক্ত ব্যক্তিবর্গ যথাক্রমে আসাবা হয় এবং যাবিল ফুরূযের অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকারী হয়। ক-এর বর্তমানে

'খ' এবং 'খ'-এর বর্তমানে 'গ' এভাবে 'ঘ' 'ঙ' 'চ' প্রভৃতি স্তরে অপেক্ষাকৃত নিকটতমের বর্তমানে দূরবর্তী জন কিছুই পায় না। এ ধারার কোন নারী যথা ফুফু, চাচাত বোন প্রমুখ কখনও আসাবা হয় না। তারা যাবিল ফুরূযও নয়। তবে অবস্থা বিশেষে তারা যাবিল আরহাম হিসেবে মৃতের সম্পত্তি লাভ করে।

আবাসা বি-গায়রিহীর উত্তরাধিকার

কন্যা, পৌত্রী, আপন বোন ও বৈমাত্রেয় বোন মূলত যাবিল ফুরূয। তবে অবস্থা বিশেষে তারা আসাবা বি-গায়রিহী হয়ে যায়। কাজেই কখনও যাবিল ফুরূয হিসেবে এবং কখনও আসাবা হিসেবে তারা সম্পত্তির অধিকারী হয় যা বিস্তারিতভাবে যাবিল ফুরূযের আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে।

আবাসা মাআ গায়রিহীর মীরাস

মৃতব্যক্তির আপন ও বৈমাত্রেয় বোন মূলত যাবিল ফুরূয কিন্তু অবস্থা বিশেষে তারা আসাবা মাআ গায়রিহী হয়ে যায়। যেমন মৃতব্যক্তির যদি কন্যা বা পৌত্রী থাকে তখন তাদের সংগে আপন বোন এবং আপন বোনের অবর্তমানে বৈমাত্রেয়ী বোন আসাবা হয়ে যাবে। কন্যা বা পৌত্রী এবং অন্যান্য যাবিল ফুরূযের অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি যথাক্রমে আপন ও বৈমাত্রেয়ী বোন লাভ করবে। বিস্তারিতভাবে যাবিল ফুরূযের আলোচনায় ব্যক্ত হয়েছে।

পুত্রের বর্তমানে পৌত্র-পৌত্রীর উত্তরাধিকার

কোন ব্যক্তি যদি পুত্র সন্তান এবং এমন কোন পৌত্র রেখে মারা যায়, যার পিতা সে ব্যক্তির জীবদ্দশায়ই মারা গেছে, এমতাবস্থায় জীবিত পুত্রের মত পিতৃহীন সে নাতীও তার দাদার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে কি না, সাম্প্রতিককালে এটা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুরআন মজীদে স্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ -

পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ আছে এবং পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদের অংশ আছে। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৭)

মহানবী (সা) ইরশাদ করেন ঃ

اَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ لِاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ -

ফারাইয (নির্ধারিত অংশসমূহ) তার হকদারকে প্রদান কর। তারপর যা অবশিষ্ট থাকে তা নিকটতম পুরুষের অধিকার। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ)

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এর দ্বারা সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, ইসলামে উত্তরাধিকার লাভের ভিত্তি হচ্ছে নিকটাত্মীয়তা, অন্য কিছু নয়। পূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মৃতব্যক্তির যদি পুত্র এবং পৌত্র উভয় থাকে (সে পৌত্র জীবিত পুত্রের সন্তান হোক বা মৃতপুত্রের সন্তান) তা হলে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পৌত্র অপেক্ষা পুত্র তার নিকটতম পুরুষ। কাজেই কুরআন-সুন্নাহর উপরিউক্ত মূলনীতির আলোকে পুত্রই তার সম্পত্তির অধিকারী হবে, পৌত্র নয়।

সাহাবায়ে কিরামসহ পরবর্তীকালের মুসলিম উম্মাহ বিষয়টি এভাবেই বুঝেছেন। হযরত যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) পরিষ্কার ফতওয়া দিয়েছেন যে, পুত্রের সংগে পৌত্র উত্তরাধিকার লাভ করবে না। (বুখারী, ফারাইয অধ্যায়) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দেওয়া সনদ অনুযায়ী হযরত যায়দ (রা) ছিলেন ফারাইয বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী।

ইমাম আবূ বকর জাস্‌সাস (র)-এর বর্ণনা মতে পুত্রের বর্তমানে পৌত্র যে ওয়ারিস হয় না—এর উপর ইজমাও সংঘটিত হয়েছে। (আহকামুল কুরআন, ২য় খণ্ড)

পুত্রের অবর্তমানে পৌত্র দাদার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয় না। তবে দাদার মানবিক দায়িত্ব হচ্ছে ইয়াতীম নাতি-নাতনীদের তার জীবিত অবস্থায়ই সম্পদ ও সম্পত্তি দান করে যাওয়া। মৃত্যুর আগে সে তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পৌত্রের জন্য অসিয়ত করে যেতে পারে। যদি সন্তানরা রাযি থাকে তবে এর বেশি পরিমাণেও অসিয়ত কার্যকর হতে পারে। যদি দাদা এরূপ কোন ব্যবস্থা করে না যায় তাহলে শরয়ী বিধান মুতাবিক চাচাদের উপর এ দায়িত্ব বর্তায় যে, তাদের ইয়াতীম ভাতিজা ভাতিজী যতদিন পর্যন্ত বালিগ না হবে তাদেরকে লালন পালন করে যাবে।

যদি কোন ইয়াতীম অবহেলার শিকার হয় তাহলে তার পর্যায়ক্রমিক অভিভাবকগণ, তারপরে পাড়া প্রতিবেশী, তারপরে সমাজের অপরাপর লোক এবং তারপরে মুসলিম সরকার এজন্য দায়ী থাকবে। বরং সরকারের তো কর্তব্য ইয়াতীম শিশুসহ রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের নিরাপদ জীবন যাপন ও সুষ্ঠু জীবন রক্ষার সুব্যবস্থা করা। মহানবী (সা) ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَاِلَيْنَا ـ

কেউ যদি সম্পত্তি রেখে যায় তবে তা তার ওয়ারিসদের। আর কেউ যদি অসহায় দুস্থ সন্তান-সন্ততি রেখে যায় তবে তার দায়িত্ব আমার উপর। (মুসলিম, ২য় খণ্ড)

Free@www.e-iqraweb.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হাজব তথা উত্তরাধিকারে প্রতিবন্ধক বিষয়সমূহ

Free@www.e-iqra.weebly.com

হাজব (حجب) মানে প্রতিবন্ধকতা। এক ব্যক্তির কারণে অপর কোন ব্যক্তির পূর্ণ বা আংশিক উত্তরাধিকার লাভে বাধা সৃষ্টি হওয়াকে হাজব বলে। এটা দু'প্রকার। ক. হাজব নুক্সান অর্থাৎ এমন প্রতিবন্ধকতা যদ্দারা কারও অংশ কমে যায়। খ. হাজব হিরমান অর্থাৎ এমন প্রতিবন্ধকতা যদ্দারা কোনও ব্যক্তি উত্তরাধিকার লাভ হতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে যায়।

হাজব নুক্সান

প্রতিবন্ধকতার কারণে অংশ কমে যাওয়ার বিষয়টি যাবিল ফুরূযের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এদের মধ্যে আবার সকলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় না। বরং স্বামী, স্ত্রী, মা, পৌত্রী ও বৈমাত্রেয় বোন এই পাঁচজন যাবিল ফুরূযই এমন যে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কারণে এদের অংশ কমে যায়, যেমন সন্তান (পুত্র/পৌত্র) না থাকলে মৃতের স্ত্রী চার ভাগের এক ভাগ পেত। কিন্তু সন্তান থাকলে তা হ্রাস পেয়ে আট ভাগের এক ভাগ হয়ে যায়। মৃত স্ত্রীলোকের সন্তান না থাকলে স্বামী অর্ধেক পেত কিন্তু সন্তান থাকলে তা কমে যায়, ফলে সে পায় চার ভাগের এক ভাগ। স্বামী-স্ত্রীর জন্য সন্তান (পুত্র-পৌত্র) আংশিক প্রতিবন্ধক এবং তারা আংশিকভাবে বাধাগ্রস্ত।

মৃতব্যক্তির যদি পুত্র বা পৌত্র কিংবা দুই বা ততোধিক ভাই-বোন না থাকত তখন তার মা পেত তার সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু এরা থাকলে তার অংশ কমে হয়ে যায় ছয় ভাগের এক ভাগ। কাজেই এরা তার জন্য আংশিক বাধা।

মৃতব্যক্তির কন্যা না থাকলে পৌত্রীর অংশ হয় অর্ধেক, কিন্তু থাকলে সে পায় মাত্র ছয় ভাগের এক ভাগ, যদ্দারা নারীর দুই-তৃতীয়াংশকে পূরণ করা হয়। কাজেই পৌত্রীর জন্য কন্যা আংশিক বাধা প্রদানকারী।

এমনিভাবে মৃতব্যক্তির যদি আপন বোন না থাকে, কিন্তু বৈমাত্রেয় বোন থাকে তা হলে বৈমাত্রেয় বোন পায় অর্ধেক। কিন্তু আপন বোন থাকলে বৈমাত্রেয় বোনের অংশ কমে যায়। তখন সে পায় ছয় ভাগের এক ভাগ। যাবিল ফুরূযের আলোচনায় এসব অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

Free@www.e-iqra.weebly.com

হাজাব হিরমান

ছয়জন ওয়ারিস এমন আছে, যারা কারও কারণে সম্পূর্ণ মীরাস হতে বঞ্চিত হয় না। তারা হচ্ছে পুত্র, পিতা, স্বামী, কন্যা, মা ও স্ত্রী। অপরাপর ওয়ারিসগণ অবস্থা বিশেষে সম্পূর্ণ মীরাস হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই সম্পূর্ণ মীরাস হতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি যাবিল ফুরূয ও আসাবা উভয় প্রকার ওয়ারিসদের জন্য প্রযোজ্য। এটা দুটি মূলনীতির ভিত্তিতে সাধিত হয়ে থাকে।

ক. মৃতের সংগে যে ওয়ারিসের সম্পর্ক স্থাপিত হয় কারও মধ্যস্থতায় মধ্যস্থ ব্যক্তির বর্তমানে সে ওয়ারিস বঞ্চিত হয়। তবে শর্ত হচ্ছে, সেই মধ্যস্থ ব্যক্তিকে যাবিল ফুরূযের অংশের পর মৃতের সমুদয় সম্পত্তির অধিকারী হতে হবে। যেমন মৃতের সংগে তার দাদার সম্পর্ক স্থাপিত হয় মৃতের পিতার মধ্যস্থতায়। আর আসাবা হিসেবে মৃতের পিতা সমুদয় সম্পত্তির অধিকারী হয়। কাজেই পিতা বর্তমান থাকলে দাদা কিছুই পাবে না। একইভাবে পুত্রের বর্তমানে পৌত্র উত্তরাধিকার লাভ করে না।

মৃতের সংগে তার ভাই-বোনদেরও সম্পর্ক স্থাপিত হয় পিতার মধ্যস্থতায়। তাই পিতার কারণে তারা বঞ্চিত হয়। এর মধ্যে আপন, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় তিনও প্রকার ভাইবোন শামিল। পিতার কারণে আরও বঞ্চিত হয় আপন ভাতিজা ও বৈমাত্রেয় ভাতিজা, আপন চাচা, বৈমাত্রেয় চাচা, আপন চাচাত ভাই ও বৈমাত্রেয় চাচাত ভাই। কেননা পিতারই মধ্যস্থতায় মৃতের সংগে এদের সম্পর্ক।

যদি মধ্যস্থ ব্যক্তি আসাবা হিসেবে সমুদয় সম্পত্তির অধিকারী না হয় তবে তার বর্তমানেও তার মধ্যস্থতা লাভকারী ব্যক্তি উত্তরাধিকার লাভ করবে। যেমন বৈপিত্রেয় ভাইবোন মায়ের বর্তমানেও মৃতের উত্তরাধিকার লাভ করে, যদি মৃতের সংগে তাদের সম্বন্ধ মায়ের মধ্যস্থতায়ই স্থাপিত হয়েছে। কারণ মা সমুদয় সম্পত্তি পায় না।

অবশ্য মধ্যস্থতা লাভকারী ও মধ্যস্থ ব্যক্তির উত্তরাধিকার লাভের কারণ যদি একই হয়, তখন মধ্যস্থ ব্যক্তি সমুদয় সম্পত্তির অধিকারী না হলেও তার বর্তমানে মধ্যস্থতা লাভকারী বঞ্চিত হবে। এজন্যই মা জীবিত থাকলে নানী-দাদী কিছুই পায় না।

খ. নিকটতমের দ্বারা দূরবর্তী আত্মীয় বঞ্চিত হয়। এ নৈকট্য আত্মীয়তার ধারাভিত্তিক, স্তরভিত্তিক ও শক্তিভিত্তিক–এ তিন ভাবেই হতে পারে। যেমন পুত্রীয়ধারা পিতৃয়ধারা অপেক্ষা নিকটতম। কাজেই পুত্রের বর্তমানে পিতা আসাবা হিসেবে কিছুই পাবে না। পুত্রের স্তর পৌত্রের স্তর অপেক্ষা নিকটতম। কাজেই পুত্রের বর্তমানে পৌত্র উত্তরাধিকার লাভ করবে না। এমনিভাবে শক্তির দিক থেকে আপন ভাই বৈমাত্রেয় ভাই অপেক্ষা নিকটে। কাজেই তার কারণে বৈমাত্রেয় ভাই বঞ্চিত হবে। যাবিল ফুরূয ও আসাবার অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

যে ব্যক্তি নিজেই কোন কারণে মীরাস থেকে বঞ্চিত হয় তার কারণে অন্য কোন ওয়ারিস বঞ্চিত হয় না। কাজেই বিধর্মী, ক্রীতদাস ও মৃতের হত্যাকারী এরা মৃতের যতই ঘনিষ্ঠজন হোক, এরা কাউকে বঞ্চিত করতে পারবে না। যেমন এক ব্যক্তি তার পুত্রের হাতে প্রাণ হারাল। সেই ব্যক্তির এক ভাই জীবিত আছে। নিয়মানুসারে পুত্রের কারণে ভাই বঞ্চিত হয়, যেহেতু ভাই অপেক্ষা পুত্র নিকটতম। কিন্তু এক্ষেত্রে পুত্রের কারণে ভাই বঞ্চিত হবে না। যেহেতু পিতার ঘাতক হওয়ার কারণে পুত্র নিজেই পিতার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অন্য ওয়ারিসকে বাধা দিতে পারে। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। যেমন দুই বা ততোধিক ভাই-বোন। তারা অবস্থা বিশেষে বঞ্চিত হয়ে যায়। তাদের দ্বারা অন্যের উত্তরাধিকারও বাধাগ্রস্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ কোন ব্যক্তি যদি দুই ভাই-বোন ও পিতা-মাতা রেখে মারা যায়, তাহলে পিতার কারণে ভাই-বোন বঞ্চিত হবে আবার এই বঞ্চিত ভাই-বোনের কারণে মায়ের অংশ তিন ভাগের এক ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে ছয় ভাগের এক ভাগ হয়ে যাবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, সিরাজী)

এমনিভাবে পিতার দ্বারা দাদী বঞ্চিত হয়ে যায় আবার সেই বঞ্চিত দাদীর বর্তমানে নানীর মাও উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। (শামী ১০ম খণ্ড)

মাওয়ানিউল ইরস বা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণসমূহ

মীরাস বা উত্তরাধিকার লাভের ভিত্তি হচ্ছে মৃতব্যক্তির সংগে আত্মীয়তার সম্বন্ধ। কিন্তু কতকগুলো বিষয় এমনও আছে যদ্দরুন আত্মীয়তার সে সম্বন্ধ ঘুচে যায় কিংবা এক প্রকার দূরত্বের সৃষ্টি হয়। এরূপ কোন বিষয় কারও মধ্যে পাওয়া গেলে সে মৃতের যত নিকটাত্মীয়ই হোক উত্তরাধিকার কিছুতেই লাভ করবে না। এরূপ বিষয় চারটি। যথা ঃ

ক. মূরিসকে হত্যা করা।
খ. ওয়ারিস ও মূরিসের দীন ভিন্ন হওয়া।
গ. গোলাম হওয়া। (বর্তমানে এটি অপ্রচলিত)
ঘ. রাষ্ট্র ভিন্ন হওয়া। নিম্নে প্রতিটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া গেল।

মূরিসকে হত্যা করা

কোন ব্যক্তি যদি তার কোন আত্মীয়কে হত্যা করে তবে সে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। রাসূল (সা) ইরশাদ করেন ঃ

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْئٌ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ اَقْرَبُ النَّاسِ اِلَيْهِ ـ

হত্যাকারী কিছুই পাবে না। যদি তার নিকটতম কোন ওয়ারিস না থাকে তবে অপরাপর লোকদের মধ্যে যে তার নিকটাত্মীয় সেই তার ওয়ারিস হবে। (আবূ দাউদ, নাসাঈ সুনান ১৮তম খণ্ড)

Free @ www.i-mri.weebly.com

Free © www.e-iqra.com

হত্যা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যেমন ইচ্ছাকৃত হত্যা, ভুলবশত হত্যা, কারও আদেশে হত্যা, এমন কোন কাজ করা যা কারও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় ইত্যাদি। সব রকমের হত্যাই যে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে তা নয়। এ ব্যাপারে মূলনীতি এই যে, যে হত্যাকাণ্ডের কারণে হত্যাকারীর উপর কিসাস (হত্যার বদলে মৃত্যুদণ্ড) বা কাফ্ফারা (অর্থদণ্ড) আরোপিত হয়, সেরূপ হত্যা দ্বারা হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। কারো কোন কাজ যদি হত্যার জন্য না হয় কিন্তু সে কাজটি কারও মৃত্যুর কারণ হয়ে গেল। যেমন কেউ রাস্তার উপর গর্ত করল এবং তাতে কেউ পড়ে মারা গেল। এতে কিসাস ও কাফ্ফারা কিছুই ওয়াজিব হয় না। কাজেই এর ফলে মীরাস থেকেও বঞ্চিত হবে না। (শামী, ১০ম খণ্ড)

যদি হত্যা অন্যায়ভাবে না হয়, যেমন নিহত ব্যক্তি প্রথমে হত্যাকারীর উপর আক্রমণ করেছিল, হত্যাকারী আত্মরক্ষার্থে তাকে প্রতিআক্রমণ করল, ফলে মৃত্যু ঘটল, কিংবা মৃতব্যক্তি এমন কোন অপরাধ করেছিল যদ্দরুন সে শরীয়তের আইনে মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত হয়ে যায় এবং বিচারকের নির্দেশক্রমে কেউ তা কার্যকর করল। এরূপ হত্যার কারণে কিসাস বা কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না। কাজেই এর কারণে মীরাস থেকেও বঞ্চিত হবে না। আসল কথা হচ্ছে, হত্যা অন্যায় না হওয়ার অর্থ—সে হত্যা শরীয়তের আদেশ বা অনুমতিক্রমে হয়েছে। কাজেই সেটা মীরাস থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হতে পারে না। (ইলাউস সুনান ১৮তম খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

হত্যাকারী যদি শিশু, পাগল বা বোধ-বুদ্ধিহীন معسوه হয় তবে তার উপর যেহেতু কিসাস ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না তাই মীরাস থেকেও বঞ্চিত হবে না। (শামী ১০ম খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

নিহত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটার আগেই যদি কোন কারণে হত্যাকারীর মৃত্যু ঘটে এবং নিহত ব্যক্তি বিধি অনুযায়ী তার ওয়ারিস হয়ে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে নিহত ব্যক্তি তার উত্তরাধিকার লাভ করবে। (শামী, ১০ম খণ্ড)

দীন ভিন্ন হওয়া

মৃতব্যক্তি মুসলিম হলে তার অমুসলিম আত্মীয় কিংবা মৃতব্যক্তি অমুসলিম হলে তার মুসলিম আত্মীয় উত্তরাধিকার লাভ করবে না। উভয় অবস্থায় স্বধর্মীয় কোন ওয়ারিস থাকলে সম্পত্তি তাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। নতুবা সরকারী ফান্ডে জমা হবে। এ মাসআলায় কোনরূপ মতভেদ নেই। রাসূল (সা) এক হাদীসে ইরশাদ করেন ঃ

لَايَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَايَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ -

মুসলিম ব্যক্তি কাফিরের ওয়ারিস হয় না এবং কাফির ব্যক্তিও মুসলিমের ওয়ারিস হয় না। (বুখারী, মুসলিম, ইলাউস সুনান)

মুসলিম রাষ্ট্রের কোন মুসলিম মারা গেলে অমুসলিম রাষ্ট্রে তার মুসলিম আত্মীয় উত্তরাধিকারী হবে। (আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

অমুসলিম দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যদি মৈত্রীচুক্তি থাকে তবে সে ক্ষেত্রে সে দুই রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে বাধা নেই। (রাদ্দুল মুহতার)

গোলাম হওয়া

গোলাম কোন অবস্থাতেই কারো উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে না। তা সে পূর্ণ গোলাম হোক বা অসম্পূর্ণ গোলাম। অসম্পূর্ণ গোলাম হচ্ছে যেমন উম্মু ওয়ালাদ (যে মনিব তার ক্রীতদাসীর গর্ভে নিজ সন্তান উৎপাদন করেছে), মুদাব্বার (যে গোলামকে তার মনিব তার মৃত্যুর পর আযাদী প্রাপ্তির কথা দিয়েছে), মুকাতাব (নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে যে গোলামের সংগে মনিবের আযাদী প্রদানের চুক্তি হয়েছে) এবং যে গোলামের আংশিক আযাদ করা হয়েছে।

মুরতাদের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে

মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী) ব্যক্তি কাফিরদের মধ্যেই গণ্য। সে তার মুসলিম আত্মীয়দের উত্তরাধিকার লাভ করবে না। অবশ্য তার সম্পত্তিতে মুসলিম আত্মীয় উত্তরাধিকার লাভ করবে কিনা এটা কিছু খুলে বলার অপেক্ষা রাখে। মুরতাদ ব্যক্তির সম্পদ দুই রকমের হতে পারে।

ক. তার মুসলিম থাকা অবস্থায় উপার্জিত সম্পদ।

খ. ইসলাম ত্যাগের পর উপার্জিত সম্পদ।

ইসলাম ত্যাগের পর তার উপার্জিত সম্পদ বস্তুত কাফিরের সম্পদ। কাজেই তার মুসলিম আত্মীয় তাতে উত্তরাধিকার পাবে না। বরং তা বায়তুল মালে জমা হবে। যে সম্পদ মুসলিম থাকা অবস্থায় উপার্জন করেছিল তার যতটুকু অংশ মুসলিমদের দখলে থাকবে তা সে অমুসলিম রাষ্ট্রে চলে যাওয়ার পর বা মুরতাদের শাস্তি হিসেবে তাকে হত্যা করার পর মুসলিম আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

মুরতাদ যদি স্ত্রীলোক হয় তবে সেক্ষেত্রে উপরোক্ত পার্থক্য হবে না বরং তার মুসলিম থাকা অবস্থায় এবং ইসলাম ত্যাগের পরিবর্তীকালীন উভয় রকমের উপার্জনে মুসলিম আত্মীয়দের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ইলাউস সুনান ১৮তম খণ্ড, আহকামুল কুরআন ২য় খণ্ড)

গর্ভস্থ সন্তানের উত্তরাধিকারিত্ব

কোন ব্যক্তির মৃত্যুকালে যদি তার কোন আত্মীয় নারী গর্ভবতী থাকে, তবে তার উত্তরাধিকার সম্পত্তি তড়িঘড়ি করে বণ্টন করা উচিত নয়। কেননা গর্ভস্থ সন্তান ওয়ারিস ও মূরীস উভয়ই হতে পারে। অর্থাৎ তার সম্পত্তিতেও অন্যের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেও অন্যের উত্তরাধিকার লাভ করে। অবস্থা বিশেষে বঞ্চিতও হয়।

Free © www.e-iqra.com

Free @ www.e-iqra.weebly.com

গর্ভস্থ সন্তান যদি মৃতব্যক্তির হয় অর্থাৎ কেউ যদি গর্ভবতী স্ত্রী রেখে মারা যায়, তবে গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময়সীমা পর্যন্ত মীরাস বণ্টন স্থগিত রাখা হবে। হানাফী মাযহাবে গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময়সীমা দু'বছর। কাজেই স্ত্রীর গর্ভধারণের পরপরই যদি কেউ মারা যায়, তা হলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে দু'বছরের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত বিলম্ব হতে পারে। পূর্ণ দু'বছর বিলম্ব হবে না। কেননা গর্ভসঞ্চার তো তার জীবদ্দশায়ই হতে হবে। কাজেই দুবছর থেকে জীবদ্দশার কিছু সময় অবশ্যই বিয়োগ করতে হবে। এ হিসেবে লোকটির মৃত্যুর পর দুবছর পূর্ণ হওয়ার আগে আগে যদি তার স্ত্রী সন্তান প্রসব করে তবে সেটিকে তারই সন্তান বলে গণ্য করা হবে। সে মতে সে মৃতব্যক্তির সন্তানরূপে উত্তরাধিকার লাভ করবে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ণ দুবছর বা তারও পরে যে শিশুর জন্ম হবে তাকে মৃতব্যক্তির সন্তান বলে গণ্য করা যাবে না। ফলে সে তার উত্তরাধিকারীও হবে না। (শামী)

দুবছরের মাঝখানেই যদি স্ত্রী তার উদ্দত পূর্ণ হওয়ার কথা স্বীকার করে থাকে, তবে এর পরের ভূমিষ্ঠ সন্তানকে মৃতব্যক্তির সন্তানরূপে স্বীকার করা হবে না, তা সে যত কম সময়ের মধ্যেই ভূমিষ্ঠ হোক। (শামী)

গর্ভবতী স্ত্রীলোকটি মৃতব্যক্তির স্ত্রী না হয়ে যদি অন্য কারও স্ত্রী হয় এবং রীতি অনুযায়ী তার সন্তান মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকার লাভ করে থাকে তবে সেক্ষেত্রে সম্পত্তি বণ্টনকে স্থগিত রাখা হবে ছয় মাস। যেমন কেউ তার মায়ের গর্ভাবস্থায় মারা গেল এবং তার মা তখন তার পিতার স্ত্রী নয় বরং অন্য কারো স্ত্রী। সেই স্বামীও জীবিত আছে। এখন ছয় মাসের ভিতরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার গর্ভ সঞ্চার মৃতব্যক্তির জীবদ্দশায় হয়েছিল বলে সাব্যস্ত হবে। কাজেই বৈপিত্রেয় ভাই হিসেবে সে তার উত্তরাধিকার লাভ করবে। শিশুটির জন্ম যদি তার মৃত্যুর ছয় মাস পরে হয় তবে সে তার বৈপিত্রেয় ভাই হবে। কিন্তু তার উত্তরাধিকার লাভ করবে না। যেহেতু তার জীবদ্দশায় সে ছিল অস্তিত্বহীন। কেননা ছয় মাস পরে হওয়ায় এই অবকাশ রয়ে গেছে যে, মায়ের গর্ভে তার আগমন হয়েছে লোকটির মৃত্যুর পর। আর এরূপ সন্দেহের সংগে উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। (আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

অবশ্য অপরাপর ওয়ারিসগণ যদি স্বীকার করে নেয় যে, মৃতব্যক্তির জীবদ্দশায়ই তার গর্ভসঞ্চার হয়েছিল, তবে সে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে। (আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

গর্ভস্থ সন্তানটি জন্ম লাভের পরপরই যদি মারা যায় তবু সে ওয়ারিস হবে। যদি মৃত জন্মগ্রহণ করে তবে ওয়ারিস হবে না। যদি প্রসবকালে মারা যায় তবে দেখতে হবে কতটুকু বের হওয়ার পর মারা গিয়েছে। যদি সোজাসুজি বের হয় তাহলে বুক পর্যন্ত বের হওয়ার পর মারা গেলে ওয়ারিস হবে এবং এর আগে মারা গেলে ওয়ারিস হবে না। যদি উল্টাভাবে বের হয়, অর্থাৎ পা আগে চলে আসে তবে নাভী পর্যন্ত বের

Free@www.e-iqra.com

হওয়ার পর মারা গেলে ওয়ারিস হবে, এর আগে মারা গেলে ওয়ারিস হবে না। (আলমগীরী ষষ্ঠ খণ্ড, সিরাজী)

গর্ভস্থ সন্তানটি ওয়ারিস হলে তার তিন অবস্থায় হতে পারে। ক. সে কাউকে বঞ্চিত করবে না বরং ত্যাজ্য সম্পত্তিতে অন্যদের সংগে শরীক হবে। খ. অন্যকে আংশিক বঞ্চিত করবে এবং গ. অন্যকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করবে।

যদি সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করে এবং জীবিত ওয়ারিস যারা আছে তারা সকলেই সে বঞ্চনার অন্তর্ভুক্ত হয় তখন সমুদয় সম্পত্তির বণ্টন স্থগিত রাখা হবে। উদাহরণত মৃতব্যক্তির জীবিত আত্মীয় বলতে আছে তার ভাই, বোন, চাচা, ভাতিজা, ভাগিনা ও চাচাত ভাই। এখন তার স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তানকে যদি পুত্র ধরা হয়, তবে এরা সবাই বঞ্চিত হয়। কাজেই এক্ষেত্রে সমুদয় সম্পত্তির বণ্টন আপাতত স্থগিত থাকবে। (আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

যদি সকলকে বঞ্চিত না করে বরং কতককে করে যেমন বর্তমান ওয়ারিস হচ্ছে ভাই ও দাদী, গর্ভের সন্তানটি পুত্র হলে ভাই বঞ্চিত হয়, দাদী বঞ্চিত হয় না। এক্ষেত্রে দাদীকে তার ছয় ভাগের এক অংশ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পত্তি স্থগিত রাখা হবে। (আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

যদি আংশিক বঞ্চিত করে অর্থাৎ তার কারণে অন্যের অংশ হ্রাস পায় যেমন সন্তানের কারণে স্বামীর অংশ চার ভাগের এক হতে হ্রাস পেয়ে আট ভাগের এক হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কম অংশ ধরে নিয়ে সম্পত্তি বণ্টন করা হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

যদি বর্তমান ওয়ারিসগণ তার কারণে কোনও প্রকার বঞ্চিত না হয় যেমন দাদা, দাদী। তবে তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পত্তির বণ্টন স্থগিত রাখা হবে।

যদি বর্তমান ওয়ারিসগণ তার কারণে বঞ্চিত না হয় বরং গর্ভস্থ সন্তান এবং তারা সকলে মিলে মৃতের সম্পত্তিতে অংশীদার হয় যেমন এক ব্যক্তি গর্ভস্থ সন্তান এবং জীবিত পুত্র-কন্যা রেখে মারা গেল। এ অবস্থায় গর্ভস্থ সন্তানের অংশ রেখে দিয়ে অবশিষ্ট সম্পত্তি অন্যান্য পুত্র-কন্যাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। প্রশ্ন হচ্ছে গর্ভস্থ সন্তান তো একও হতে পারে আবার একাধিকও হতে পারে এবং পুত্রও হতে পারে আবার কন্যাও হতে পারে কিংবা পুত্র-কন্যা উভয়ই হতে পারে। কাজেই তাকে কী ধরে নিয়ে সম্পত্তি বণ্টন করা হবে ? এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত আছে, তবে ফাতওয়া হচ্ছে এই মতের উপর যে, তাকে একজন পুত্র ধরা হবে। (আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

জন্মের পর যদি দেখা যায় যে, সন্তানটি পুত্রই হয়েছে তবে বণ্টন বহাল থাকবে। আর যদি কন্যা হয় তবে কন্যার প্রাপ্য অংশ তাকে বুঝিয়ে দিয়ে অবশিষ্ট অংশ যথাযথ হকদারকে দেওয়া হবে।

Free @www.e-iqra.blogspot.com

কাফিরের হাতে বন্দীদের উত্তরাধিকারিত্ব

বন্দী হওয়ার কারণে উত্তরাধিকার বিধানে কোন পরিবর্তন সূচিত হয় না। কাজেই কোন মুসলিম যদি কাফিরদের হাতে বন্দী হয়ে যায় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ইসলাম আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ তার উত্তরাধিকারত্বের বিষয়টি স্বাভাবিক মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন হবে। যদি সে দীন পরিবর্তন করে ফেলে তবে তার জন্য মুরতাদের নিয়ম প্রযোজ্য হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

দুর্ঘটনায় একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে তাদের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে

জাহাজ-নৌকাডুবি, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প ইত্যাদি কারণে যদি একত্রে একাধিক লোক মারা যায় এবং তাদের মধ্যে কে আগে ও কে পরে মারা গিয়েছে তা জানার উপায় না থাকে তখন ধরে নেওয়া হবে যে, তারা সবাই এক সংগেই মারা গেছে। ফলে তাদের প্রত্যেকের অর্থ-সম্পদে তাদের জীবিত আত্মীয়দের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তাদের একজন অপরজনের উত্তরাধিকারী হবে না। (সিরাজী, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

যদি কে আগে ও কে পরে মারা গেছে তা জানা যায় তবে পরের মৃত্যব্যক্তি প্রথমে মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকার লাভ করবে। (সিরাজী, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

নপুংসকের উত্তরাধিকারিত্ব

যে ব্যক্তির পুরুষ ও নারী উভয় নিদর্শন আছে তাকে 'খুন্‌সা' (খোজা কিংবা নপুংসক) বলা হয়। যদি সে পুরুষ-নিদর্শন দ্বারা প্রস্রাব করে তবে তাকে পুরুষ এবং নারী-নিদর্শন দ্বারা প্রস্রাব করলে নারী ধরা হবে এবং সে হিসেবে সে উত্তরাধিকার লাভ করবে। যদি উভয় অঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব বের হয় তখন যে অংগ দ্বারা আগে বের হবে সেই অনুযায়ী তার লিঙ্গ নির্ণয় করা হবে।

যদি উভয় অংগ দ্বারা একই সংগে বের হয় তখন সে জটিল খোজাই বটে। এরূপ জটিল খোজা প্রাপ্তবয়সে পৌঁছার পর যদি দেখা যায় যে, তার দাড়ি-গোঁফ গজিয়েছে কিংবা সে মেয়েদের কাছে উপগত হয় কিংবা পুরুষের মত স্বপ্নদোষ হয় তবে তাকে পুরুষ গণ্য করা হবে। পক্ষান্তরে যদি তার মেয়েদের মত স্তন উত্থিত হয় বা রজস্রাব দেখা দেয় কিংবা গর্ভবতী হয় অথবা যোনিপথে তার সংগে সঙ্গম করা সম্ভব হয় তখন তাকে নারীই মনে করা হবে। যদি এরূপ কোন লক্ষণ প্রকাশ না পায় কিংবা পরস্পর বিরোধী লক্ষণ দেখা দেয় তবে চূড়ান্তরূপেই সে জটিল খোজা خنثى مشكل (আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

উত্তরাধিকার বিষয়ে এরূপ জটিল খোজার বিধান এই যে, পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যে যার অংশ কম হবে তাকে তাই দেওয়া হবে। যেমন মৃতব্যক্তি এক পুত্র এক

Free@www.e-iqraweebly.com

কন্যা এবং এক খোজা রেখে মারা গেল। এ অবস্থায় নপুংসক বা খোজাকে কন্যার সমপরিমাণ অংশ দেওয়া হবে। (সিরাজী, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

যদি মৃতব্যক্তি স্বামী, মা, বৈপিত্রেয় বোন এবং বৈমাত্রেয় নপুংসক রেখে যায়, তখন তাকে পুরুষ ধরে আসাবা হিসেবে স্বামী, মা ও বৈপিত্রেয় বোনদের অংশ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তাই দেওয়া হবে। কেননা এক্ষেত্রে নারী ধরা হলে তার ভাগে যা পড়ত পুরুষ ধরা হলে তার চেয়ে কম পড়ে। কারণ নারী (কন্যা) ধরা হলে সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পেত। আর পুরুষ ধরা হলে যা পায় তা অর্ধেকেরও কম। (সিরাজী)

যদি এমন হয় যে, পুরুষ বা নারী এর কোন একটি ধরা হলে সে বঞ্চিত হয় এবং অপরটি ধরলে সে বঞ্চিত হয় না তখন যে অবস্থায় বঞ্চিত হয় সেটাই ধরা হবে। যেমন কোন স্ত্রী লোক যদি স্বামী, আপন বোন এবং বৈমাত্রেয় খোজা রেখে মারা যায়, তখন সেই খোজাকে নারী ধরা হলে বৈমাত্রেয় বোন হয় এবং তখন তার অংশ হয় ছয়ভাগের এক, যা মৃতের স্বামী ও আপন বোনের সাথে মিলে আওল-এর নিয়মে সাত ভাগের এক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে তাকে পুরুষ ধরা হলে সে বৈমাত্রেয় ভাই হয় এবং আসাবার বিধান তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। মৃতের স্বামী অর্ধেক এবং আপন বোন অর্ধেক নেওয়ার পর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ফলে এরূপ ভাই বঞ্চিত হয়। কাজেই আলোচ্য অবস্থায় খোজাকে পুরুষ ধরা হবে। (সিরাজী)

Free @ www.eelmweekly.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যাবিল আরহাম

যাবিল আরহামের উত্তরাধিকারের বিবরণ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মৃতব্যক্তির যাবিল ফুরূয ও আসাবা শ্রেণীর কোন ওয়ারিস না থাকলে তখন যাবিল আরহামের অন্তর্ভুক্ত আত্মীয়গণ তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে। তবে যাবিল আরহামের যে চারটি ধারার কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে নৈকট্য ও দূরত্বের প্রভেদ রয়েছে। যে কারণে এ জাতীয় আত্মীয় একাধিক থাকলে তখন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করা হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা নিম্নরূপ হবে।

ক. যাবিল আরহামের পূর্ব বর্ণিত চার প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারের লোকজন মৃতব্যক্তির বেশি নিকটবর্তী, তারপর দ্বিতীয় প্রকার, তারপর তৃতীয় প্রকার এবং সবশেষে চতুর্থ প্রকারের স্থান। কাজেই প্রথম প্রকারের বর্তমানে দ্বিতীয় প্রকারের আত্মীয়গণ উত্তরাধিকারী হবে না। এমনিভাবে চারও প্রকারের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। (আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

আসাবার মত এক্ষেত্রেও যদি একই ধারায় একাধিক আত্মীয় থাকে, তখন আত্মীয়তার স্তর হিসেবে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অর্থাৎ নিকটতম স্তরের বর্তমানে দূরতম স্তর বঞ্চিত হবে। যেমন প্রথম ধারার ক স্তরের আত্মীয় কন্যার সন্তান-সন্ততি এবং খ স্তরে রয়েছে পুত্রের কন্যার সন্তান-সন্ততি। সুতরাং কন্যার সন্তান-সন্ততি বর্তমান থাকতে পুত্রের কন্যার সন্তান-সন্ততি উত্তরাধিকারী হবে না। (আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

খ. যে যাবিল আরহাম এমন ব্যক্তির সন্তান যে, সে ব্যক্তি জীবিত থাকলে নিজে অবশ্যই ওয়ারিস হতো এরূপ যাবিল আরহাম সেই ব্যক্তির সন্তানদের উপর অগ্রাধিকারী হবে, যে ব্যক্তি জীবিত থাকলে নিজে ওয়ারিস হতো না। উদাহরণ মৃতব্যক্তির এক প্রপৌত্রী ও এক প্রদৌহিত্রী আছে। এক্ষেত্রে প্রপৌত্রী যাবিল আরহাম হিসেবে মীরাস লাভ করবে। প্রদৌহিত্রী বঞ্চিত হবে। কেননা এদের উভয়ের মা অর্থাৎ মৃতব্যক্তির পৌত্রী ও দৌহিত্রী যদি জীবিত থাকত, তবে পৌত্রী ওয়ারিস হতো। দৌহিত্রী হতো না। (শামী, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)।

Free @www.e-iqra.com

যাবিল আরহাম শ্রেণীর আত্মীয়বর্গের মধ্যে মৃতব্যক্তির অধঃস্তন ধারার অধিকার সকলের আগে। এ ধারার আত্মীয়গণের অধিকার নিম্নরূপ ঃ

ক. মৃতব্যক্তির দৌহিত্র-দৌহিত্রী একজন হলে সমুদয় সম্পত্তি সে একা পাবে। একাধিক দৌহিত্র বা একাধিক দৌহিত্রী থাকলে সমান হারে তাদের মধ্যে বণ্টন হবে। দৌহিত্র-দৌহিত্রী উভয় থাকলে 'পুরুষ নারীর দ্বিগুণ' নীতিতে তাদের মধ্যে ভাগ হবে।

খ. মৃতব্যক্তির নিজের দৌহিত্র-দৌহিত্রী না থাকলে তখন পুত্রের দৌহিত্র-দৌহিত্রীর উপরিউক্ত নিয়মে উত্তরাধিকার লাভ করবে।

উপরোক্ত দুই স্তরের যাবিল আরহাম কেউ না থাকলে তখন দৌহিত্র-দৌহিত্রীর পুত্র-কন্যা যাবিল আরহাম হিসাবে একই নিয়মে উত্তরাধিকার লাভ করবে। তবে সংখ্যা একাধিক হলে সেক্ষেত্রে যদি সকলেই কেবল দৌহিত্রের কিংবা কেবল দৌহিত্রীর পুত্র-কন্যা হয় তখন 'পুরুষ নারীর দ্বিগুণ' নিয়মে বণ্টন হবে। এক্ষেত্রে অন্য কিছু বিবেচ্য নয়। কিন্তু কতক যদি দৌহিত্রের সন্তান এবং কতক দৌহিত্রীর সন্তান হয় তখন সমস্ত সম্পত্তি প্রথমে তিন ভাগ করা হবে। দুই ভাগ দৌহিত্রের সন্তানগণ এবং এক ভাগ দৌহিত্রীর সন্তানগণকে দেওয়া হবে। এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে তা পুরুষ নারীর দ্বিগুণ নিয়মে বণ্টন করা হবে।

মৃতব্যক্তির পৌত্রের দৌহিত্র দৌহিত্রীর ক্ষেত্রে খ-এর নিয়ম এবং মৃতব্যক্তির পৌত্রীর পৌত্র-পৌত্রী ও পৌত্রীর দৌহিত্র-দৌহিত্রীর ক্ষেত্রে গ-এর নিয়ম প্রযোজ্য (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

প্রথমোক্ত ধারার কোন যাবিল আরহাম না থাকলে মৃতব্যক্তির উর্ধ্বতন ধারার যাবিল আরহাম নিম্নোক্ত নিয়মে উত্তরাধিকার লাভ করবে।

ক. এ ধারার প্রথম ওয়ারিস নানা। তার বর্তমানে এ ধারার অন্য কোন আত্মীয় উত্তরাধিকার লাভ করে না।

খ. অতঃপর দাদীর পিতা, মায়ের দাদা, মায়ের নানা ও মায়ের দাদী—এ চারজন মৃতব্যক্তির নানার অবর্তমানে উত্তরাধিকার লাভ করে। একজন থাকলে একাই সমুদয় এবং একাধিক পুরুষ থাকলে সবাই মিলে সমান হারে আর যদি পুরুষ ও নারী উভয় থাকে তাহলে 'পুরুষ নারীর দ্বিগুণ' নিয়মে সম্পত্তি লাভ করবে। (আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

প্রথম ও দ্বিতীয় ধারায় কোন যাবিল আরহাম না থাকলে মৃতব্যক্তির ভ্রাতৃশ্রেণীর আত্মীয়গণ নিম্নোক্ত নিয়মে উত্তরাধিকারী হয়।

ক. এ ধারার প্রথম স্তরের আত্মীয় হচ্ছে আপন বোনের পুত্র-কন্যা, বৈমাত্রেয় বোনের পুত্র-কন্যা, বৈপিত্রেয় বোনের পুত্র-কন্যা, আপন ভাইয়ের কন্যা, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কন্যা এবং বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পুত্র-কন্যা এ দশজন। এদের মধ্যে একজন থাকলে একাই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। একই আত্মীয়ের একাধিক পুরুষ

Free @ www.e-iqra.weebly.com

সন্তান থাকলে সবাই সমান হারে পায় এবং নারী-পুরুষ উভয় থাকলে প্রত্যেক পুরুষ পায় প্রত্যেক নারীর দ্বিগুণ।

কিন্তু একাধিক যাবিল আরহাম যদি একাধিক আত্মীয়ের সন্তান হয়, তখন যে যাবিল আহরাম কোন আসাবা শ্রেণীর আত্মীয়ের সন্তান তার অধিকার ঐ সমস্ত যাবিল আরহামের চেয়ে বেশি যারা কোন যাবিল আরহামের সন্তান। সেই সংগে এক্ষেত্রে পুরুষ নারীর অংশের তারতম্য বর্তমান ওয়ারিসদের হিসেবে নয় বরং তারা যাদের সন্তান সেই মূল ওয়ারিসের হিসেবে নির্ণীত হবে।

খ. এ ধারার দ্বিতীয় স্তরের আত্মীয় হচ্ছে আপন ভাতিজার কন্যা, আপন ভাতিজার পুত্র-কন্যা, বৈমাত্রেয় ভাতিজীর পুত্র-কন্যা, বৈপিত্রেয় ভাতিজীর পুত্র-কন্যা, আপন ভাগ্নের পুত্র-কন্যা, বৈমাত্রেয় ভাগ্নের পুত্র-কন্যা, বৈপিত্রেয় ভাগ্নের পুত্র-কন্যা, আপন ভাগ্নীর পুত্র-কন্যা, বৈমাত্রেয় ভাগ্নীর পুত্র-কন্যা এবং বৈপিত্রেয় ভাগ্নীর পুত্র-কন্যা। প্রথমোক্ত স্তরের দশজনের কেউ জীবিত না থাকলে এই স্তরের বর্ণিত চারজন উত্তরাধিকার লাভ করে এবং ঐ একই নিয়ম এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

গ. এ ধারার তৃতীয় স্তরের আত্মীয় হচ্ছে ভাগ্নে, ভাগ্নী, ভাতিজা ও ভাতিজীর পৌত্রী (যারা আসাবা নয়)। 'খ' স্তরের কোন যাবিল আরহাম না থাকলে এই স্তরের আত্মীয়গণ উপরে বর্ণিত নিয়মে উত্তরাধিকারী হয়। এভাবে এদের পরবর্তী বংশধরগণ। প্রথমোক্ত তিন ধারার কোন যাবিল আরহাম জীবিত না থাকলে মৃতব্যক্তির পিতৃকুল ও মাতৃকুলের আত্মীয়গণ নিম্ন বর্ণিত নিয়মে যাবিল আরহাম হিসেবে মৃতের ওয়ারিস হয়।

ক. এ ধারার ওয়ারিস একজন থাকলে একাই সমুদয় সম্পত্তির মালিক হবে। একাধিক থাকলে আত্মীয়তার স্তর হিসেবে নিকটতম দ্বারা দূরতম বঞ্চিত হবে। যেমন মৃতব্যক্তির এক ফুফু ও এক চাচাত বোন আছে। এক্ষেত্রে ফুফুই ওয়ারিস হবে। চাচাত বোন নয়। যেহেতু চাচাত বোন অপেক্ষা ফুফু নিকটতম।

খ. নৈকট্যের দিক থেকেও যদি এ ধারার একাধিক আত্মীয় থাকে তবে আসাবাগণের সন্তানদেরকে যাবিল আরহামের সন্তানদের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যেমন চাচাত বোনের বর্তমানে ফুফাত ও মামাত ভাই-বোন কিছুই পাবে না।

গ. একই স্তরের যাবিল আরহাম সকলেই যদি আসাবাগণের কিংবা যাবিল আরহামের সন্তান হয় তখন আত্মীয় সূত্রের ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে যে বেশি ঘনিষ্ঠ সেই উত্তরাধিকার লাভ করবে। যেমন আপন চাচাত বোন ও বৈমাত্রেয় চাচাত বোন উভয় থাকলে তাদের মধ্যে আপন চাচাত বোন ওয়ারিস হবে। বৈমাত্রেয় চাচাত বোন কিছুই পাবে না। এমনিভাবে আপন ফুফাত বোন জীবিত থাকলে বৈমাত্রেয় ফুফাত বোন বঞ্চিত হবে। এদিক থেকেও সমপর্যায়ের একাধিক যাবিল আরহাম থাকলে তারা সকরেই মীরাসে অংশীদার হবে।

Free@www.e-iqra.weebly.com

ঘ. একই পর্যায়ের একাধিক যাবিল আরহাম যদি নারী-পুরুষ মিলিত থাকে তা হলে নারী পাবে পুরুষের অর্ধেক। তবে বৈপিত্রেয় ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য হবে না। যেমন আপন ফুফাত ভাই-বোন উভয় থাকলে বোন পাবে ভাইয়ের অর্ধেক কিন্তু বৈপিত্রেয় ফুফাত ভাই-বোন থাকলে তাদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ হবে সমান হারে।

ঙ. একই পর্যায়ের একাধিক যাবিল আরহাম যদি নারী-পুরুষ উভয় থাকে এবং তাদের মূল এক না হয় তখন সম্পত্তি প্রথমে মূলের উপরে বণ্টন করে নিতে হবে। অতঃপর তা বর্তমান ওয়ারিসদের মধ্যে বিধিমত বণ্টন করা হবে। যেমন এক ব্যক্তির জীবিত ওয়ারিসদের মধ্যে আছে খালাত ভাইয়ের পুত্র-কন্যা এবং মামাত বোনের পুত্র-কন্যা। এ অবস্থায় সম্পত্তি প্রথমে বণ্টন করা হবে খালাত ভাইয়ের মূল অর্থাৎ মায়ের বোন এবং মামাত বোনের মূল অর্থাৎ মায়ের ভাইয়ের মধ্যে। মায়ের বোন পাবে তিন ভাগের এক ভাগ এবং মায়ের ভাই পাবে তিন ভাগের দুই ভাগ। এখন উভয়ের অংশ তাদের বংশধরগণের মধ্যে পুত্র-কন্যার তারতম্য অনুযায়ী বণ্টন করা হবে। কাজেই খালাত ভাইয়ের পুত্র পাবে তিন ভাগের এক ভাগ-এর তিন ভাগের দুই ভাগ এবং কন্যা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ-এর তিন ভাগের এক ভাগ, মামাত বোনের পুত্র পাবে তিন ভাগের দুই ভাগ-এর তিন ভাগের দুই ভাগ এবং কন্যা পাবে তিন ভাগের দুই-এর তিন ভাগের এক অংশ।

চ. সমপর্যায়ের একাধিক যাবিল আরহাম যদি পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় শ্রেণীর থাকে, তবে মাতৃকুলের যাবিল আরহাম পাবে পিতৃকুলের যাবিল আরহামের অর্ধেক, যেমন মৃতের ফুফু ও খালা থাকলে খালা পাবে ফুফুর অর্ধেক। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

পুরুষের অংশ নারীর দ্বিগুণ কেন ?

প্রাক ইসলামী যুগে কোন ধর্মেই নারীর উত্তরাধিকার স্বীকৃত ছিল না। পিতা, স্বামী কিংবা ভাই মারা গেলে কন্যা, স্ত্রী ও বোনের জন্য কোনরূপ উত্তরাধিকার প্রাপ্তির বিধান ছিল না কিন্তু ইসলামের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা ঃ

لِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ -

পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও প্রাপ্য অংশ আছে।

যেখানে নারীর অধিকারই স্বীকৃত ছিল না সেখানে এরূপ ঘোষণার মাধ্যমে তাদের অধিকারের নিশ্চিতকরণ ইসলামেরই কৃতিত্ব বটে। বাকি অর্থ সম্পদের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের নানাবিধ প্রয়োজন মেটান এবং চাহিদা অনুযায়ী যোগান দান এটা অধুনা অর্থনীতিরও মূল কথা। নারীর অর্থ–সম্পদের প্রয়োজন যেহেতু পুরুষের তুলনায় কম সে হিসেবে উত্তরাধিকার সম্পদে তার হিস্যা পুরুষের সমান হওয়ার কোন যুক্তি নেই। তার অংশ প্রয়োজন অনুপাতেই নির্ণীত হওয়া উচিত।

Free @ www.e-iqra.weebly.com

আমরা লক্ষ্য করলে দেখি যে, ইসলামে নারীকে সাধারণত বৈষয়িক বিষয়ে ভারমুক্ত রাখা হয়েছে। অন্য কারুর তো নয়ই, এমন কি তার নিজের ভাত-কাপড়ের চিন্তাও তার প্রয়োজন নেই। তার খরচ যোগানের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে পিতা, স্বামী, পুত্র কিংবা ভাইয়ের উপর। তাদেরই দায়িত্ব ভরণপোষণ, বাসস্থান ও চিকিৎসাসহ নারীর অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করা। তদুপরি স্ত্রী হিসেবে নারীর যে পদমর্যাদা তার সম্মানজনক স্বীকৃতিস্বরূপ পুরুষকে আদায় করতে হয় মহরানার অর্থ, যে অর্থ স্ত্রীর এক বাড়তি সঞ্চয় এবং যার এক কানাকড়িও স্ত্রীকে খরচ করতে হয় না। একদিকে স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয়-ভার সেই সংগে পুত্র-কন্যা নির্বিশেষে সকল সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাসহ প্রতিপালন সংক্রান্ত যাবতীয় দায়দায়িত্ব পুরুষেরই স্কন্ধে ন্যস্ত। এর উপর আর্থ-সামাজিক বাড়তি দায়-দায়িত্ব তো আছেই। কাজেই অর্থ-সম্পদের যতটা প্রয়োজন পুরুষের, ততটা নারীর নয়। উত্তরাধিকার বণ্টনে পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ দেওয়ার মধ্যে এই তারতম্যই বিবেচিত হয়েছে। (আল মাওয়ারী, তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম ২য় খণ্ড)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আওল রদ তাসহীহ ও মুনাসাখা

Free @ www.e-iqra.weebly.com

আসহাবুল ফুরূয একাধিক হলে কখনও এমন হয় যে, তাদের নির্দিষ্ট অংশগুলো একত্র করলে তার পরিমাণ পরিত্যক্ত সম্পত্তির চেয়ে বেশি হয়ে যায়। এমতাবস্থায় কতক ওয়ারিসকে পূর্ণ অংশ প্রদান করলে বাকি ওয়ারিসদের অংশ কম পড়ে যায় কিংবা একেবারেই বঞ্চিত হয়ে যায়। এ সমস্যার সমাধানকল্পে বণ্টনের মূলরাশিকে বৃদ্ধি করত অংশানুপাতে ওয়ারিসদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করতে হয়। ফলে প্রত্যেক ওয়ারিসের নির্ধারিত অংশ স্বাভাবিকভাবেই কমে যায়। কাজেই উত্তরাধিকার বণ্টনের মূলরাশি বৃদ্ধি ও ওয়ারিসদের নির্ধারিত অংশের হ্রাসপ্রাপ্তিকে 'আওল' বলে।

সম্পত্তি বণ্টনের মূলরাশি সাতটি। তন্মধ্যে ৩টিতে আওল (বৃদ্ধি) হয় এবং চারটিতে হয় না। যে চারটি মূলরাশি বৃদ্ধি হয় না তা হচ্ছে ২.৩.৪.৮। নিম্নের উদাহরণগুলো দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

কোন স্ত্রীলোক মারা গেল। তার জীবিত ওয়ারিস হচ্ছে স্বামী ও এক আপন বা বৈমাত্রেয় বোন। তাদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের মূলরাশি হবে ২। স্বামী পাবে অর্ধেক এবং বোন অর্ধেক ভাগ মূলরাশি বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই।

যদি সে স্ত্রীলোকটির জীবিত ওয়ারিস হয় পিতা ও মাতা। তখন মূলরাশি হবে ৩. মা পাবে তিন ভাগের এক অংশ এবং অবশিষ্ট তিন ভাগের দুই পাবে পিতা। আওল বা মূলরাশির বৃদ্ধি নিষ্প্রয়োজন।

হিশাম মারা গেল। তার জীবিত ওয়ারিস হচ্ছে স্ত্রী, আপন ভাই ও আপন বোন। স্ত্রীর অংশ চার ভাগের এক এবং অবশিষ্ট চার ভাগের তিন ভাই ও বোনের। ভাই পাবে বোনের দ্বিগুণ। এখানে মূলরাশি ৪ দ্বারাই ভাগ মিলে যায়। আওল নিষ্প্রয়োজন। হিশামের জীবিত ওয়ারিস যদি হয় স্ত্রী, কন্যা, আপন বা বৈমাত্রেয় বোন তখন স্ত্রীর অংশ আট ভাগের এক অংশ, কন্যার আট ভাগের চার অংশ এবং বোন পাবে অবশিষ্ট আট ভাগের তিন অংশ। মূলরাশি আট দ্বারাই ভাগ মিলে যায়। আওলের দরকার পড়ে না।

যে তিনটি মূলরাশিতে আওল হয় তা হচ্ছে ৬.১২.২৪।

Free@www.e-ilm.weebly.com

মূলরাশি ৬ হলে তা ৭,৮,৯ ও ১০ এ চারটি সংখ্যায় বৃদ্ধি হতে পারে। মূলরাশি ১২ হলে তা বৃদ্ধি হতে পারে ১৩,১৫,১৭ এই বেজোড় সংখ্যাগুলোতে। আর মূলরাশি ২৪ হলে তা বৃদ্ধি হতে পারে কেবল ২৭ সংখ্যায়। মূলরাশি ৬-এর ক্ষেত্রে আওল এর উদাহরণ।

এক. ওয়ারিস যদি হয় স্বামী, আপন বোন ও বৈপিত্রেয় বোন তবে বৈপিত্রেয় বোন পায় এক-ষষ্ঠাংশ, আপন বোন অর্ধাংশ (ছয় ভাগের তিন অংশ) এবং স্বামী অর্ধাংশ (ছয় ভাগের তিন অংশ)। তাদের সর্ব মোট অংশ হয় সাত যা মূলরাশি ছয় হতে এক বেশি। কাজেই এ স্থলে মূলরাশি এক বৃদ্ধি করত সাত ধরে নিয়ে হিসাব মেরামত হবে। ফলে স্বামী যেখানে ছয় ভাগের তিন অংশ পেত সেখানে পাবে সাত ভাগের তিন অংশ। অনুরূপ আপন বোনের অংশ ছয় ভাগের তিন হতে হ্রাস পেয়ে হবে সাত ভাগের তিন অংশ এবং বৈপিত্রেয় বোন পাবে ছয় ভাগের এক অংশ এর স্থলে সাত ভাগের এক অংশ।

দুই. ওয়ারিস যদি হয় মা, তিনি ছয় ভাগের এক অংশ, স্বামী ছয় ভাগের তিন অংশ ও আপন বোন ছয় ভাগের তিন অংশ তবে তাদের সম্মিলিত অংশ হয় ৮, যা মূলরাশি ছয় হতে দুই বেশি। কাজেই মূলরাশি দুই বৃদ্ধি করে আট বানাতে হবে। ফলে ওয়ারিসদের অংশও কমে যাবে। তখন মা পাবে আট ভাগের এক অংশ, বৈপিত্রেয় বোন আট ভাগের এক অংশ, স্বামী আট ভাগের তিন অংশ এবং আপন বোন আট ভাগের তিন অংশ।

তিন. ওয়ারিস যদি হয় বৈপিত্রেয় দুই ভাই, তারা ছয় ভাগের দুই অংশ, স্বামী ছয় ভাগের তিন অংশ এবং আপন দুই বোন ছয় ভাগের চার অংশ, তবে তাদের সর্বমোট অংশ হয় নয়, যা মূলরাশি ছয় হতে তিন বেশি। কাজেই মূলরাশি তিন বৃদ্ধি করে 'নয়' ধরতে হবে। ফলে ওয়ারিসদের অংশও কমে যাবে।

চার. ওয়ারিস যদি হয় বৈপিত্রেয় দুই বোন, তারা ছয় ভাগের দুই অংশ, বৈমাত্রেয় দুই বোন ছয় ভাগের চার অংশ এবং স্বামী ছয় ভাগের তিন অংশ এবং মা ছয় ভাগের এক অংশ, তবে তাদের সর্বমোট অংশ দাঁড়ায় 'দশ' যা মূলরাশি ছয় হতে চার বেশি। সুতরাং মূলরাশি চার বৃদ্ধি করে দশ বানাতে হবে। এবার বৈপিত্রেয় বোন পাবে দশ ভাগের দুই, বৈমাত্রেয় বোনেরা পাবে দশ ভাগের চার, স্বামী পাবে দশ ভাগের তিন এবং মা দশ ভাগের এক অংশ।

মূলরাশি ১২-এর ক্ষেত্রে আওল

১. মৃতব্যক্তির ওয়ারিস যদি হয় স্ত্রী, সে বার ভাগের তিন অংশ, আপন দুই বোন বার ভাগের আট অংশ এবং মা বার ভাগের দুই অংশ, তবে তাদের সর্বমোট অংশ হয় তের যা মূলরাশি বার হতে এক বেশি। সুতরাং মূলরাশি এক বৃদ্ধি করে তের ধরতে

Free @ www.e-iqra.com

হবে। ফলে প্রত্যেকের অংশে পড়ে গিয়ে যথাক্রমে তের ভাগের তিন অংশ, তের ভাগের আট অংশ ও তের ভাগের দুই অংশ।

২. ওয়ারিস যদি হয় স্ত্রী, সে বার ভাগের তিন অংশ, মা বার ভাগের দুই অংশ, আপন দুই বোন বার ভাগের ছয় অংশ, বৈমাত্রেয় বোন বার ভাগের দুই অংশ এবং বৈপিত্রেয় বোন দশ ভাগের দুই অংশ, তবে তাদের সর্বমোট অংশ হয় পনের যা মূলরাশি বার হতে তিন বেশি। কাজেই মূলরাশি তিন বৃদ্ধি করে হিসাব মেলাতে হবে। ফলে স্ত্রী পাবে পনের ভাগের তিন অংশ, মা পনের ভাগের দুই অংশ, আপন বোনেরা পনের ভাগের ছয় অংশ, বৈমাত্রেয় বোন পনের ভাগের দুই অংশ এবং বৈপিত্রেয় বোন পনের ভাগের দুই অংশ।

৩. ওয়ারিস যদি হয় স্ত্রী, সে বার ভাগের তিন, দাদী বার ভাগের দুই, বৈমাত্রেয় বোন বার ভাগের চার, বৈপিত্রেয়ী বোন বার ভাগের চার অংশ, তবে তাদের সর্বমোট অংশ হয়ে যায় সতের যা মূলরাশি বার হতে পাঁচ বেশি। সুতরাং হিসাব মেলাতে হলে মূলরাশি পাঁচ বৃদ্ধি করে সতের বানাতে হবে। ফলে সকলের অংশ আনুপাতিক হারে কমে গিয়ে হবে যথাক্রমে সতের ভাগের তিন, সতের ভাগের দুই, সতের ভাগের আট এবং সতের ভাগের চার অংশ।

মূলরাশি ২৪-এর ক্ষেত্রে আওল

মৃতব্যক্তির ওয়ারিস যদি হয় স্ত্রী, পিতামাতা ও দুই কন্যা তবে স্ত্রীর অংশ আট ভাগের এক, পিতামাতার প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক এবং কন্যাগণ তিন ভাগের দুই। এক্ষেত্রে মূলরাশি হয় ২৪। স্ত্রী পায় চব্বিশ ভাগের তিন, পিতা চব্বিশ ভাগের চার, মাতা চব্বিশ ভাগের চার এবং কন্যাগণ চব্বিশ ভাগের ষোল। সর্বমোট অংশ হয় ২৭, যা মূলরাশি হতে ৩ বেশি। কাজেই মূলরাশি ৩ বৃদ্ধি করে ২৭ বানাতে হবে। ফলে সকলেরই অংশ হ্রাস পেয়ে যাবে। তখন স্ত্রী পাবে সাতাইশ ভাগের তিন, পিতা সাতাইশ ভাগের চার, মাতা সাতাইশ ভাগের চার এবং কন্যাগণ সাতাইশ ভাগের ষোল, সর্বমোট সাতাইশ ভাগের সাতাইশ। (আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

'রদ্দ' প্রত্যর্পণ ও তাসহীহ

রদ্দ হচ্ছে আওলের বিপরীত। আসহাবুল ফুরূযকে তাদের নির্ধারিত অংশ প্রদানের পর যদি সম্পত্তি কিছু অবশিষ্ট থাকে এবং মৃতের কোন আসাবা না থাকে তবে সে অবশিষ্ট সম্পত্তি আসহাবুল ফুরূযের মধ্যে তাদের অংশ অনুপাতে পুনর্বণ্টন করতে হয় এবং এটা করতে হয় মূলরাশিকে কমিয়ে, যদ্দরুন ওয়ারিসদের অংশ বেড়ে যায়। কাজেই সম্পত্তি বণ্টনের মূলরাশিকে হ্রাস ও ওয়ারিসদের অংশ বৃদ্ধি পাওয়াকে 'রদ্দ' বলে।

Free @ www.eilm.weebly.com

স্বামী ও স্ত্রী পুনর্বণ্টনের অন্তর্ভুক্ত হয় না। এমনিভাবে পিতা ও দাদা অবস্থা বিশেষে আসহাবুল ফুরূযের অন্তর্ভুক্ত হলে তারা রদ্দের মধ্যে পড়ে না। কেননা তারা জীবিত থাকলে আসাবা হিসেবে অবশিষ্ট সম্পত্তি পেয়ে যায়। তখন আর পুনর্বণ্টনের প্রশ্ন আসে না। তবে পরবর্তীকালীন ফকীহগণের মতানুযায়ী স্বামী-স্ত্রী ছাড়া আর কোন আত্মীয় না থাকলে তখন সরকারী ফান্ডে জমা না হয়ে স্বামী-স্ত্রীকেই প্রত্যর্পণ করা হবে।

রদ্দের প্রকারভেদ

ওয়ারিসদের অবস্থা অনুযায়ী 'রদ্দ' মোট তিন প্রকার। প্রত্যেক প্রকারের জন্য রয়েছে বিশেষ নিয়ম। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো ঃ

ক. যদি সকল ওয়ারিস একই প্রকারের যাবিল ফুরূয হয় এবং তাদের সংগে স্বামী বা স্ত্রী না থাকে, তবে এ অবস্থায় প্রথমই মূলরাশির পরিবর্তে ওয়ারিসদের সংখ্যা অনুযায়ী সম্পত্তি বণ্টন করা হবে। যেমন এক ব্যক্তি দুইকন্যা রেখে মারা গেল। তাদের নির্ধারিত অংশ তিন ভাগের দুই অংশ। এখন কোন আসাবা না থাকায় অবশিষ্ট তিন ভাগের এক অংশ তারাই পাবে। এক্ষেত্রে পুনর্বণ্টন না করে বরং প্রথমেই মূলরাশি ৩-এর পরিবর্তে কন্যাদের সংখ্যা অনুযায়ী ২ ধরে সম্পত্তি বণ্টন করা সহজ। অর্থাৎ এক কন্যা পাবে অর্ধেক এবং অপর কন্যা অর্ধেক অংশ।

খ. ওয়ারিসগণ বিভিন্ন প্রকারের যাবিল ফুরূয হলে এবং তাদের সংগে স্বামী-স্ত্রী না থাকলে মূলরাশির পরিবর্তে ওয়ারিসদের নির্ধারিত অংশসমূহের যোগফলকে রাশি ধরে নিয়ে সম্পত্তি বণ্টন করা হবে। যেমন ওয়ারিস যদি হয় মা ও বৈপিত্রেয় দুই ভাই তবে মায়ের অংশ ছয় ভাগের এক এবং দুই ভাইয়ের অংশ এক-তৃতীয়াংশ হিসেবে ছয় ভাগের দুই অংশ। এ অবস্থায় মূলরাশি ৬-এর পরিবর্তে ওয়ারিসদের সর্বমোট অংশ ৩-কে রাশি ধরে মাকে দেওয়া হবে তিন ভাগের এক এবং ভাইদেরকে তিনভাগের দুই অংশ। যদি মা ছয় বাগের এক ও কন্যা ছয় ভাগের তিন থাকে তবে উভয়ের অংশের যোগফল ৪-কে রাশি ধরে নিয়ে মাকে দেওয়া হবে চার ভাগের এক এবং বোনকে দেওয়া হবে চার ভাগের তিন অংশ।

গ. ওয়ারিস যদি এক বা একাধিক প্রকারের যাবিল ফুরূয হয় এবং তাদের সংগে স্বামী-স্ত্রী থাকে তখন স্বামী বা স্ত্রীকে তার নির্দিষ্ট অংশ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা উপরিউক্ত ক বা খ-এর নিয়মে অন্যান্য ওয়ারিসের মধ্যে বণ্টন করা হবে। যেমন ওয়ারিস স্বামী বা এক বা একাধিক কন্যা হলে স্বামীর অংশ চার ভাগের এক প্রদানের পর অবশিষ্ট চার ভাগের তিন এক বা একাধিক কন্যা লাভ করবে। যদি স্বামী চার ভাগের এক, কন্যা দুই ভাগের এক এবং মা ছয় ভাগের এক থাকে তবে স্বামী চার ভাগের এক অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট চার ভাগের তিনকে কন্যা ও মায়ের মধ্যে

এভাবে বণ্টন করতে হবে যে, মায়ের অংশ ছয় ভাগের এক এবং কন্যাদের অংশ ছয় ভাগের তিন এবং যোগফল ৪-কে রাশি ধরে মাকে চার ভাগের এক ও কন্যাকে চার ভাগের তিন ভাগ দেওয়া হবে। (আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

তামাসুল তাদাখুল তাওয়াফুক তাবায়ুন

তামাসুল বলা হয় এমন দুটি সংখ্যাকে যার একটি অপরটির সমান যেমন তিন ও তিন, পাঁচ ও পাঁচ।

তাদাখুল বলা হয় এমন দুই সংখ্যাকে যার একটি অপেক্ষা অন্যটি বড় তবে ছোট সংখ্যাটি দ্বারা বড়টি বিভাজ্য। যেমন ৫ ও ২০ বা ৪ ও ২০। ৪ বা ৫ দ্বারা ২০-কে ভাগ করলে অবশিষ্ট কিছু থাকে না। ভাগ মিলে যায়।

'তাওয়াফুক' বলা হয় এমন দুই সংখ্যাকে যার ছোটটি দ্বারা বড়টিকে ভাগ করা যায় না বটে, তবে তৃতীয় কোন সংখ্যা দ্বারা উভয়টিকে ভাগ করা যায়। যেমন ৮ ও ২০। উভয় সংখ্যাকে ৪ দ্বারা ভাগ করা যায়। এমনিভাবে ৬ ও ৮-কে ভাগ করা যায় ২ দ্বারা।

তাবায়ুন বলা হয় যে দুই সংখ্যার অপর কোন ভাজক নেই তাকে তাবায়ুন বলা হয়। যেমন ৯ ও ১০, ৮ ও ১১, ৫ ও ৯।

তাসহীহ

তাসহীহ-এর আভিধানিক অর্থ বিশুদ্ধকরণ। আর ফারাইযের পরিভাষায় তাসহীহ-এর অর্থ হচ্ছে একাধিক ওয়ারিসের প্রাপ্য অংশে ভগ্নাংশ দেখা দিলে এমন কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা অংশ বের করা যদ্দ্বারা অংশীদারদের অংশসমূহ ভগ্নাংশ ছাড়াই সঠিকভাবে মিলে যায়। সম্পত্তি বণ্টনে অনেক সময় এরূপ বিশুদ্ধকরণ বা মূলরাশি (= হর = ভাজক)-কে ভেঙে এমন কোন সংখ্যা বের করতে হয় যদ্দ্বারা ভাগ মিলে যায়।

কোথায় তাসহীহ-এর প্রয়োজন এবং কোথায় প্রয়োজন নেই তা বোঝাতে হলে সাতটি মূলনীতি জানা প্রয়োজন। তন্মধ্যে তিনটি নিয়ম প্রাপ্ত অংশ ও ওয়ারিসগণের সংখ্যা হিসেবে। আর চারটি কেবল ওয়ারিসগণের সংখ্যা হিসেবে স্থিরীকৃত। প্রথম তিনটি নিয়ম নিম্নরূপ ঃ

১. প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাপ্ত অংশ যদি তাদের লোকসংখ্যা অনুযায়ী ঠিক ঠিক মিলে যায় সে ক্ষেত্রে তাসহীহ নিষ্প্রয়োজন। যেমন ওয়ারিস যদি হয় মা, পিতা ও দুই কন্যা তবে মায়ের অংশ ছয় ভাগের এক, পিতার ছয় ভাগের এক এবং দুই কন্যার ছয় ভাগের চার। এখানে পিতা ও মাতার অংশ সমান সমান। (অর্থাৎ তামাসুল পাওয়া গিয়েছে) কন্যাদের সংখ্যা ও তাদের অংশের মধ্যে তাদাখুল তথা অন্তর্ভুক্তি সম্পর্ক বিদ্যমান। কাজেই ৬ দ্বারা সম্পত্তি ভাগ করলে সবার অংশ সঠিকভাবে মিলে যায় সুতরাং তাসহীহর প্রয়োজন নেই।

Free @ www.e-iqra.com

Free@www.e-iqraabook.com

২. যদি ওয়ারিসগণের কোন শ্রেণীর প্রাপ্য অংশে ভগ্নাংশ দেখা দেয় এবং অংশীদারদের সংখ্যা ও প্রাপ্য অংশের মধ্যে তাওয়াফুক (মিল) থাকে তাহলে ভাগ মেলানোর জন্য তাসহীহ অপরিহার্য এবং তা এভাবে হবে যে, যাদের অংশে ভগ্নাংশ পড়েছে তাদের সংখ্যার গুণনীয়ক وفق দ্বারা মূলসংখ্যাকে গুণ করতে হবে। আর 'আওল' হলে 'আওল'-কে গুণ করতে হবে। দুটি উদাহরণ দেওয়া গেল ঃ

ক. মৃতব্যক্তির ওয়ারিস হচ্ছে পিতা, মাতা ও দশ কন্যা। পিতার অংশ ছয় ভাগের এক, মাতার ছয় ভাগের এক এবং কন্যাদের ছয় ভাগের চার। এ স্থানে দশ কন্যার মধ্যে চার অংশ ভাগ করা যায় না। ১০ ও ৪-এর তাওয়াফুক বিদ্যমান। কেননা উভয়কে ২ দ্বারা ভাগ করা যায়। এস্থলে ১০-এর গুণনীয়ক হচ্ছে ৫। কাজেই মূলসংখ্যা ৬-কে ৫ দ্বারা গুণ করতে হবে উভয়ের গুণফল ৩০। এবার পিতাকে ত্রিশ ভাগের পাঁচ অংশ, মাতাকে ত্রিশ ভাগের পাঁচ অংশ আর কন্যাদেরকে ত্রিশ বাগের বিশ অংশ দেওয়া হলে ভাগ মেলানো সহজ হয়ে যাবে।

খ. মৃতার ওয়ারিস যদি থাকে স্বামী, পিতা, মাতা ও ৬ কন্যা। স্বামী পাবে চার ভাগের এক, পিতা ছয় ভাগের এক, মাতা ছয় ভাগের এক এবং কন্যাগণ তিন ভাগের দুই। বণ্টনের মূলরাশি হবে ১২। কাজেই স্বামীকে দেওয়া হবে বার ভাগের তিন, পিতাকে বার ভাগের দুই, মাতাকে বার ভাগের দুই এবং কন্যাদেরকে বার ভাগের আট। সম্মিলিত অংশ মূলরাশির থেকে ৩ বেশি হয়। কাজেই 'আওল' হয়ে মূলরাশি দাঁড়াবে ১৫। ফলে ওয়ারিসদের অংশ হবে যথাক্রমে পনের ভাগের তিন, পনের ভাগের দুই এবং পনের ভাগের আট। এভাবে সম্মিলিত অংশ মূলরাশি মিলে যাবে। কিন্তু ৬ কন্যার মধ্যে ৮ ভাগ মেলানো কঠিন। ৮ ও ৬ এর মধ্যে তাওয়াফুক রয়েছে। উভয়টি ২ দ্বারা বিভাজ্য। ৬-এর গুণনীয়ক হচ্ছে তিন, কাজেই ভাগ মেলানোর জন্য সেই তিন দ্বারা ১৫-কে গুণ করতে হবে। গুণফল হবে ৪৫। এখন স্বামীকে পঁয়তাল্লিশ ভাগের নয়, মাতাকে পঁয়তাল্লিশ ভাগের ছয় এবং কন্যাগণকে পঁয়তাল্লিশ ভাগের চব্বিশ দেওয়া হলে ভাগ সহজে মিলে যাবে।

যদি কোন শ্রেণীর ওয়ারিস ও তাদের প্রাপ্য অংশসমূহের মধ্যে তাওয়াফুক (মিল) না থাকে, তবে যাদের ভাগে ভগ্নাংশ দেখা দিয়েছে তাদের পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা মূলরাশি কিংবা আওলের সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। নিম্নের উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

ক. মৃতব্যক্তির ওয়ারিস হচ্ছে পিতা, মাতা ও পাঁচ কন্যা। পিতার অংশ ছয় ভাগের এক, মাতার ছয় ভাগের এক এবং কন্যাদের ছয় ভাগের চার। পাঁচ কন্যার মধ্যে ৪ ভাগকে বণ্টন করা হলে প্রত্যেকের ভাগে ভগ্নাংশ পড়ে। আবার ৪ ও ৫ এর মধ্যে তাওয়াফুক নেই। কেননা তৃতীয় কোন সংখ্যা দ্বারা এ দুটিকে ভাগ করা যায় না। কাজেই নিয়মানুসারে কন্যাদের সংখ্যা ৫ দ্বারা মূলরাশি ৬-কে গুণ করতে হবে।

Free @ www.e-iqra.wordpress.com

গুণফল হবে ৩০। এবার পিতাকে ত্রিশ ভাগের পাঁচ, মাতাকে ত্রিশ ভাগের পাঁচ এবং কন্যাদেরকে ত্রিশ ভাগের বিশ দেওয়া হলে সকলের ভাগ মিলে যাবে। প্রত্যেক কন্যা পাবে ৪ ভাগ করে।

খ. মৃতব্যক্তির ওয়ারিস হচ্ছে স্বামী ও ৫ আপন বোন। স্বামীর অংশ দুই ভাগের এক এবং বোনদের তিন ভাগের দুই। বণ্টনের মূলরাশি হবে ৬। সুতরাং স্বামী পাবে ছয় ভাগের তিন এবং বোনেরা ছয় ভাগের চার। কিন্তু এতে মূলরাশি অপেক্ষা অংশ ১ বেশি হয়ে যায়। তাই আওল করে মূলরাশি ৭ বানাতে হবে। এবার স্বামী পাবে সাত ভাগের তিন এবং বোনেরা পাবে সাত ভাগের চার। এতে করে মূলরাশি এবং অংশসমূহ মিলে যাবে বটে কিন্তু পাঁচ বোনের মধ্যে ৪ অংশ ভাগ করা যাবে না। ভগ্নাংশ পড়ে যাবে। কাজেই তাদের সংখ্যা ৫ দ্বারা আওলের সংখ্যা ৭-কে গুণ করতে হবে। গুণফল হবে ৩৫। এবার স্বামীকে পঁয়ত্রিশ ভাগের পনের এবং বোনদেরকে পঁয়ত্রিশ ভাগের বিশ দেওয়া হলে ভাগ মিলে যাবে। প্রত্যেক বোনের ভাগে পড়বে ৪ ভাগ।

দ্বিতীয় প্রকারের ৪টি নিয়ম নিম্নরূপ

১. যদি দুই বা ততোধিক শ্রেণীর মধ্যে ভগ্নাংশ পড়ে এবং তাদের লোক সংখ্যা ও অংশের মধ্যে তামাসুল (সমতুল্যতা) হয় তাহলে মূলরাশিকে তাদের যে কোন এক শ্রেণীর সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে। যেমন মৃতের ওয়ারিস হচ্ছে ৬ কন্যা ৩ দাদী ও ৩ চাচা। কন্যাদের অংশ হচ্ছে ছয় ভাগের চার, দাদীদের ছয় ভাগের এক এবং চাচাদের অবশিষ্ট ছয় ভাগের এক। কোন শ্রেণীর অংশই তাদের সংখ্যার মধ্যে বিভাজ্য নয়। ভগ্নাংশ পড়ে যায়। আবার তিন শ্রেণীর ওয়ারিসদের সংখ্যার মধ্যে তামাসুল রয়েছে। দাদী (৩) ও চাচাদের (৩) এর সংগে কন্যাদের সংখ্যা ৬-এর তামাসুল হবে। ৬-এর গুণনীয়ক ৩। এদের যে কোন শ্রেণীর সংখ্যা ৩ দ্বারা মূলরাশি ৬-কে গুণ করলে গুণফল হবে ১৮। এবার কন্যাদেরকে আঠার ভাগের বার, দাদীদেরকে আঠার ভাগের তিন এবং চাচাদেরকে আঠার ভাগের তিন দেওয়া হলে প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে তাদের অংশের ভাগ মিলে যাবে।

২. যদি কোন শ্রেণীর অংশীদারদের সংখ্যা অন্যদলের অংশীদারদের সংখ্যার মধ্যে তাদাখুল (অন্তর্ভুক্ত) হয়, তা হলে তাদের বড় সংখ্যা দ্বারা মূলরাশিকে গুণ করতে হবে, যেমন মৃতব্যক্তির ওয়ারিস হচ্ছে ৪ স্ত্রী, ৩ দাদী ও ১২ চাচা। স্ত্রীদের অংশ চার ভাগের এক, দাদীদের ছয় ভাগের এক এবং অবশিষ্ট অংশ চাচাদের। বণ্টনের মূলরাশি হবে ১২। কাজেই স্ত্রীগণ পাবে বার ভাগের তিন, দাদীগণ বার ভাগের দুই এবং অবশিষ্ট বার ভাগের সাত চাচাদের। প্রত্যেক শ্রেণীর ভাগেই ভগ্নাংশ পড়ে। এখানে অংশীদারদের বড় সংখ্যা হচ্ছে ১২ (চাচাদের)। বাকি দুই সংখ্যা অর্থাৎ ৪

(স্ত্রী) এবং ৩ (দাদী) ১২-এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাজেই ১২ দ্বারা মূলরাশি ১২-কে গুণ করতে হবে। গুণফল হবে ১৪৪। এবার স্ত্রীগণকে একশত চুয়াল্লিশ ভাগের ছত্রিশ, দাদীগণকে একশত চুয়াল্লিশ ভাগের চব্বিশ এবং অবশিষ্ট একশত চুয়াল্লিশ ভাগের চুরাশি চাচাদের দেওয়া হলে প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই তাদের অংশসমূহ মিলে যাবে, ভগ্নাংশ পড়বে না।

৩. যদি ওয়ারিসদের শ্রেণীসমূহের সংখ্যার মধ্যে তাওয়াফুক (মিল) থাকে, তবে এক সংখ্যার গুণনীয়ক দ্বারা দ্বিতীয় সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। তারপর গুণফল ও তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যার মধ্যেও তাওয়াফুক পাওয়া গেলে গুণফলকে সে সংখ্যার গুণনীয়ক দ্বারা গুণ করতে হবে। যদি তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যা ও গুণফলের মধ্যে তাওয়াফুক না পাওয়া যায় তবে সে শ্রেণীর মোট সংখ্যা দ্বারা গুণফলকে গুণ করতে হবে। এভাবে চতুর্থ শ্রেণীর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। তারপর সে গুণফল দ্বারা মূলরাশিকে গুণ করতে হবে। যেমন মৃতব্যক্তির ওয়ারিস হচ্ছে ৪ স্ত্রী, ১৮ কন্যা, ১৫ দাদী ও ৬ চাচা। স্ত্রীদের অংশ আট ভাগের এক, কন্যাদের তিন ভাগের দুই, দাদীদের ছয় ভাগের এক এবং তারপর যা অবশিষ্ট থাকে তা চাচাদের। বণ্টনের মূলরাশি হবে ২৪, স্ত্রীগণ পাবে চব্বিশ ভাগের তিন, কন্যাগণ চব্বিশ ভাগের ষোল, দাদীগণ চব্বিশ ভাগের চার এবং অবশিষ্ট চব্বিশ ভাগের এক চাচাদের। প্রত্যেক শ্রেণীর ভাগেই ভগ্নাংশ পড়ে। মেলানোর জন্য তাসহীহ করতে হবে। অংশীদারদের সংখ্যা হচ্ছে ৪,১৮,১৫ ও ৬। প্রথম দুই সংখ্যা ৪ ও ১৮-এর মধ্যে তাওয়াফুক বিদ্যমান। কেননা তৃতীয় সংখ্যা (২) দ্বারা উভয়টি বিভাজ্য। এবার একটির গুণনীয়ক দ্বারা অপরটিকে গুণ করতে হবে। ৪-এর গুণনীয়ক ২ দ্বারা ১৮-কে অথবা ১৮-এর গুণনীয়ক ৯ দ্বারা ৪-কে। উভয় অবস্থায় গুণফল হবে ৩৬। এই গুণফল ও পরবর্তী সংখ্যা ১৫-এর মধ্যেও তাওয়াফুক বিদ্যমান। এবারও অনুরূপভাবে গুণ করতে হবে ৩৬ × ৫ = ১৮০ অথবা ১৫ × ১২ = ১৮০। এরপর চতুর্থ সংখ্যা হচ্ছে ৬, যা উক্ত গুণফল ১৮০-এর অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে তাদখুল পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং এস্থলে গুণ নিষ্প্রয়োজন। এবার ১৮০-কে মূলরাশি ২৪ দ্বারা গুণ করতে হবে। গুণফল হবে ৪৩২০। এখন স্ত্রীগণ পাবে চার হাজার তিনশত বিশ ভাগের পাঁচশত চল্লিশ ভাগ, কন্যাগণ চার হাজার তিনশত বিশ ভাগের দুই হাজার আটশত আশি, দাদীগণ চার হাজার তিনশত বিশ ভাগের সাতশত বিশ এবং অবশিষ্ট চার হাজার তিনশত বিশ ভাগের একশত আশি পাবে চাচাগণ।

৪. যদি ওয়ারিসদের সংখ্যাসমূহের মধ্যে পরস্পর তাবায়ুন-এর সম্পর্ক হয় তবে একের পর এক গুণ করে যেতে হবে এবং পরিশেষে সর্বমোট গুণফল দ্বারা মূলরাশিকে গুণ করতে হবে। তারপর সেই গুণফলের ভিত্তিতে সম্পত্তি বণ্টন করতে হবে। যেমন

Free © www.e-iqra.blogspot.com

Free © www.e-iqra.wordpress.com

মৃতব্যক্তির ওয়ারিস হচ্ছে ২ স্ত্রী, ৬ দাদা, ১০ কন্যা ও ৭ চাচা। স্ত্রীদের অংশ আট ভাগের এক, দাদীদের ছয় ভাগের এক, কন্যাদের তিন ভাগের দুই এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি চাচাদের। বণ্টনের মূলরাশি হবে ২৪। স্ত্রীগণ পাবে চব্বিশ ভাগের তিন, দাদীগণ পাবে চব্বিশ ভাগের চার, কন্যাগণ পাবে চব্বিশ ভাগের ষোল এবং অবশিষ্ট চব্বিশ ভাগের একভাগ চাচাদের। প্রত্যেকের ভাগেই ভগ্নাংশ পড়ে। সুতরাং তাসহীহ অপরিহার্য। ওয়ারিসদের শ্রেণীসমূহের সংখ্যা হচ্ছে ২,৬,১০,৭। পরস্পর তাবায়ুন সুস্পষ্ট। এখানে ৬ দাদীর অংশ ৪। এ দুই সংখ্যার মধ্যে তাওয়াফুক রয়েছে। কাজেই দাদীদের মূল সংখ্যার ৬-এর পরিবর্তে তার গুণনীয়ক ৩ এবং এমনিভাবে কন্যাদের মূল সংখ্যা ১০-এর পরিবর্তে গুণনীয়ক ৫ ধরে অংক করা যেতে পারে। এ হিসেবে শ্রেণীসমূহের সংখ্যা হবে ২,৩,৫,৭। এবার এগুলোর একটিকে অপরটি দ্বারা গুণ করলে (২×৩×৫×৭=গুণফল হবে ২১০। এই গুণফলকে মূলরাশি ২৪ দ্বারা গুণ করলে গুণফল ৫০৪০। এর ভিত্তিতে সম্পত্তি বণ্টন করা হবে। স্ত্রীগণ পাবে পাঁচ হাজার চল্লিশ ভাগের ছয়শত ত্রিশ, দাদীগণ পাঁচ হাজার চল্লিশ ভাগের আটশত আশি, কন্যাগণ পাঁচ হাজার চল্লিশ ভাগের তিন হাজার তিনশত ষাট এবং অবশিষ্ট পাঁচ হাজার চল্লিশ ভাগের একশত সত্তর ভাগ পাবে চাচাগণ। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, সিরাজী)

তাসহীহ-এর পরে প্রত্যেক শ্রেণীর অংশ নির্ণয় পদ্ধতি

তাসহীহ-এর পর প্রত্যেক শ্রেণীর ওয়ারিস কে কতটুকু পেল তা নির্ণয়ের কয়েকটি পদ্ধতি আছে নিম্নে তা বর্ণিত হলো ঃ

১. মূলরাশির ভিত্তিতে বণ্টন দ্বারা প্রত্যেক শ্রেণীর ভাগে যা পড়েছে তাকে ঐ সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে, যে সংখ্যা দ্বারা মূলরাশিকে গুণ করা হয়েছিল তাতে যে গুণফল বের হবে তাই প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাপ্য অংশ, যেমন পূর্বোক্ত তাসহীহের উদাহরণসমূহ দ্বারা বোঝা যাচ্ছে। আর রাশিভিত্তিক প্রত্যেক শ্রেণীর অংশকে সেই শ্রেণীর শরীকদের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করত সেই ভাগকে মূলরাশির গুণিতক দ্বারা গুণ করলে বের হয়ে আসবে যে, তাসহীহের পরে কে কতটুকু পেল যেমন তাসহীহের সর্ব শেষ উদাহরণে অংশীদারদের অংশ ছিল নিম্নরূপ ঃ

স্ত্রীগণ চব্বিশ ভাগের তিন, দাদীগণ চব্বিশ ভাগের চার, কন্যাগণ চব্বিশ ভাগের ষোল, চাচাগণ চব্বিশ ভাগের এক।

তাসহীহের পরে তা হয়েছিল যথাক্রমে পাঁচ হাজার চল্লিশ ভাগের ছয়শত ত্রিশ, পাঁচ হাজার চল্লিশ ভাগের আটশত চল্লিশ, পাঁচ হাজার চল্লিশ ভাগের তিন হাজার তিনশত ষাট, পাঁচ হাজার চল্লিশ ভাগের দুইশত দশ। তাসহীহ করতে গিয়ে মূলরাশি ২৪-কে গুণ করা হয়েছিল শ্রেণীসমূহের পারস্পরিক গুণফল ২১০ দ্বারা। এবার সেই ২১০ দ্বারা যদি মূলরাশি দ্বারা প্রাপ্ত প্রত্যেকের অংশসমূহকে গুণ করা যায় তাহলে

Free@www.i-im.weebly.com

তাসহীহের পরে কে কত পেল তা বের হয়ে আসবে। স্ত্রীগণ মূলরাশি থেকে পেয়েছিল ৩। স্ত্রী ছিল ২ জন। প্রতিজনের ভাগে পড়ে দেড়। এবার দেড় কে ২১০ দ্বারা গুণ করলে গুণফল ৩১৫। তাসহীহের পর এই ৩১৫ হচ্ছে প্রত্যেক স্ত্রীর অংশ। এমনিভাবে ৬ দাদা পেয়েছিল চব্বিশ ভাগের চার। প্রত্যেকের ভাগে পড়ে তিন ভাগের দুই। এবার তিন ভাগের দুই কে ২১০ দ্বারা গুণ করা হোক। ফল হবে ১৪০। এটাই তাসহীহের পর প্রত্যেক দাদীর অংশ। এর দ্বারা বাকীগুলোও বোঝা যেতে পারে।

শ্রেণীসমূহের সংখ্যাগুলো গুণফলকে লোকসংখ্যা হিসেবে ভাগ করে প্রত্যেক শ্রেণীর রাশিভিত্তিক প্রাপ্ত অংশ দ্বারা গুণ করলেও প্রত্যেক ওয়ারিসের অংশ বের হয়ে আসে। যেমন উল্লিখিত শ্রেণীসমূহের সংখ্যার গুণফল ২১০ কে দুই স্ত্রীর মধ্যে ভাগ করলে ১০৫ হয় স্ত্রীদের রাশিভিত্তিক প্রাপ্ত অংশ। এবার ১০৫ কে ৩ দ্বারা গুণ করলে যে গুণফল হবে অর্থাৎ ৩১৫ এটাই প্রত্যেক স্ত্রীর তাসহীহ ভিত্তিক অংশ।

৩. রাশিভিত্তিক বণ্টনে প্রত্যেক শ্রেণীর ভাগে যা পড়ে সেই সংখ্যাকে সেই শ্রেণীর লোকসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যা হয় শ্রেণীসমূহের সংখ্যার গুণফল হতে সেই হারে প্রত্যেক ওয়ারিসের অংশ নিরুপিত হবে। যথা উল্লিখিত উদাহরণে দুই স্ত্রীর রাশিভিত্তিক অংশ ছিল ৩। তাদের দুজনের মধ্যে তা ভাগ করলে প্রত্যেক স্ত্রী পাবে দেড়। সুতরাং শ্রেণীসমূহের সংখ্যার গুণফল হতেও প্রত্যেক স্ত্রী পাবে দেড় অংশ। তো গুণফল ছিল ২১০। তার দেড় অংশ হবে ২১০+১০৫=৩১৫। সুতরাং প্রত্যেক স্ত্রীর তাসহীহ ভিত্তিক অংশ হবে ৩১৫। (সিরাজী, শামী ১০ম খণ্ড, আলমগীরী ষষ্ঠ খণ্ড)

তাখারুজ (উত্তরাধিকারিত্ব থেকে বের হয়ে যাওয়া)

যদি কোন ওয়ারিস অন্যান্য ওয়ারিসের সংগে এই মর্মে আপোসরফা করে যে, নির্দিষ্ট কোন বস্তুর বদলে সে উত্তরাধিকারের অংশ ত্যাগ করবে, তবে তাসহীহ হতে তার অংশ বাদ পড়ে যাবে। অতঃপর পরিত্যক্ত সম্পত্তি অন্যান্য ওয়ারিসের মধ্যে তাদের হার অনুযায়ী বণ্টন করা হবে। যেমন এক স্ত্রীলোক ইন্তিকাল করল। তার জীবিত ওয়ারিস হচ্ছে স্বামী, মা ও চাচা। স্বামীর কাছে স্ত্রীর মহরানা পাওনা ছিল। এখন স্বামী অন্য দুই ওয়ারিসের সংগে এই মর্মে আপোস করল যে, মহরানার অর্থ ছেড়ে দেওয়া হলে সে স্ত্রীর সম্পত্তিতে তার নির্দিষ্ট অংশ ত্যাগ করবে। এ অবস্থায় ত্যাজ্য সম্পত্তি মৃতের মা ও চাচার মধ্যে তাদের অংশের হার অনুযায়ী তিন ভাগ করা হবে। দুই ভাগ মা এবং এক ভাগ চাচা পাবে। এমনিভাবে যদি কোন লোক স্ত্রী, চার পুত্র রেখে মারা যায় এবং এক পুত্র কোন বস্তুর বিনিময়ে আপোসরফা করতে উত্তরাধিকারিত্ব হতে সরে যায়, তা হলে ত্যাজ্য সম্পত্তি অবশিষ্ট ওয়ারিসদের মধ্যে তাদের অংশের হার অনুযায়ী বণ্টন করা হবে। স্ত্রী পেত আটের এক অংশ এবং চার পুত্র পেত আটের সাত অংশ। দুই শ্রেণীর ওয়ারিসদের সংখ্যা হচ্ছে ১ ও ৪। উভয়

Free @ www.e-iqra.com

সংখ্যার মধ্যে তাবায়ুন থাকায় পরস্পরকে গুণ করা হবে। অতঃপর গুণফল ৪ দ্বারা মূলরাশি ৮-কে গুণ করা হবে। গুণফল দাঁড়াবে ৩২। এখন স্ত্রী পায় বত্রিশের চার অংশ এবং পুত্র পায় বত্রিশের আটাশ অংশ, কিন্তু এক পুত্র অংশ ত্যাগ করায় তার অংশ বত্রিশের সাত অংশ তাসহীহ হতে বাদ যাবে। অবশিষ্ট থাকবে ২৫। তা থেকে স্ত্রী পাবে আটের এক অংশ হিসেবে ৪ ভাগ এবং প্রত্যেক ছেলে ৭ ভাগ। (সিরাজী, শামী ১০ খণ্ড)

মুনাসাখা (মীরাসী অংশ স্থানান্তরকরণ)

মুনাসাখা-এর আভিধানিক অর্থ স্থানান্তরিত করা। ফারাইযের ভাষায় ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টনের আগে কোন ওয়ারিসের মৃত্যুর ফলে তার অংশ তার ওয়ারিসদের কাছে স্থানান্তর করণকে মুনাসাখা বলে।

যদি সম্পত্তি বণ্টনের আগে কোন ওয়ারিসের মৃত্যু হয়ে যায় এবং তার অংশ অন্যদের মীরাসে পরিণত হয়, তা হলে মীরাস বণ্টনের নিয়ম হবে এই যে, প্রথমে মৃতব্যক্তির সম্পত্তি তাসহীহ করে তার ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় মৃতব্যক্তির অংশ তাসহীহের পন্থায় বের করত তা ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করতে হয়। এই উভয় তাসহীহের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে।

ক. প্রথম তাসহীহ হতে যে অংশ ভাগে পড়েছে তা এবং দ্বিতীয় তাসহীহ-এর মধ্যে যদি তামাসুল পাওয়া যায় অর্থাৎ উভয় সংখ্যা সমমানের হয়, তাহলে আর গুণ করার প্রয়োজন হবে না। কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক শ্রেণীর অংশ যদি শরীকদের মধ্যে ভগ্নাংশ ছাড়া মেলানো সম্ভব হয়, তখন আর গুণ করার প্রয়োজন নেই।

খ. যদি প্রথম তাসহীহ হতে যে অংশ ভাগে পড়েছে তা এবং দ্বিতীয় তাসহীহের সংখ্যার মধ্যে তাওয়াফুক হয় তবে দ্বিতীয় তাসহীহ-এর গুণনীয়ক দ্বারা প্রথম তাসহীহকে গুণ করতে হবে।

ইফাবা-২০০৬-২০০৭—প্র/৯৬৪৬ (উ)—৫,২৫০

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত
মাসআলা-মাসায়েল সংক্রান্ত কয়েকটি বই

- রোযার মাসআলা-মাসায়েল
- কুরবানী ও আকীকার সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- শিরক-কুফর-বিদ'আত সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- ছিদ্বীক সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- নামাযের মাসআলা-মাসায়েল
- ওয়াক্ফ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- পবিত্রতা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- লাভ-বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- জানাযা ও দাফন-কাফনের মাসআলা-মাসায়েল
- অপরাধ ও শাস্তি সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- বিবাহ ও পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- ঈমান সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- হজ্জ ও উমরার মাসআলা-মাসায়েল
- যাকাত ও সাদকার মাসআলা-মাসায়েল
- বিচার সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল